আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ৪৩ || সোমবার || শ্রাবন ১১ || ১৪২৮ || জিলহজ্ব ১৬ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 43 || 26 July || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

করোনায় মৃত্যু ছাড়াল ৪১ লাখ ৬৩ হাজার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১৯ কোটি ৪২ লাখ ৩৬ হাজার ১৮১জন। (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)



নিউইয়র্কে বন্ধুর বাসা থেকে বাংলাদেশী তরুনের লাশ উদ্ধার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট ।-নিউ ইয়র্কে আরো এক বাংলাদেশী তরুনের অকাল মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার এস্টোরিয়ার একটি বাসায় তিনি মারা যান। প্রাথমিকভাবে তিনি হৃদরোগে মারা গেছেন বলে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশী বংশদ্ভোত এই তরুনের নাম শাহরিয়ার ইসলাম সাইদ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২৬ বছর। শাহরিয়ার ইসলামের বাবা নিউ ইয়র্কের এস্টোরিয়ার বাসিন্দা ইউনিক ফুডের স্বত্বাধিকারী নুরুল ইসলামের একমাত্র ছেলে। রোববার বাদ মাগরিব ওজনপার্কের আল আমান মসজিদে প্রথম ও এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদের তার দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশী বেশ কয়েকজন তরুনের অকাল মৃত্যুর মিছিলে শাহরিয়ার ইসলাম নতুন যুক্ত হলেন। এধরনের ঘটনার (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

ইসরায়েলকে সাহায্যকারীদের ট্যাক্স মওকুফ নয়- কংগ্রেসে রাশিদা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপর আবারও বর্বর হামলা চালিয়েছে দখলদার (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

ডেল্টার তাণ্ডবে দৈনিক মৃত্যু ৪৮ শতাংশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনাভাইরাসের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে হানায় নতুন করে সংক্রমণ বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে এ মাসে নতুন করে যারা সংক্রমিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৮৩ শতাংশই ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত। খবর সিএনএনের। আমেরিকার সেন্টার ফর ডিসিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) পরিচালক জানান, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে নতুন করে কোভিড আক্রান্তদের ৫০ শতাংশের শরীরের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের হদিশ মিলেছিল। শুধু তাই নয়, আমেরিকায় ডেল্টার হানায় দৈনিক (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

বুস্টার ডোজ দেয়ার পরামর্শ বিজ্ঞানীদের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনার টিকা গ্রহীতাদের শরতকালের মধ্যে বুস্টার ডোজ দেয়ার প্রস্তাব সমর্থ করেছেন বৃটিশ বিজ্ঞানীরা। (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

কণ্ঠযোদ্ধার বিদায়



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা, গণসংগীত শিল্পী ফকির আলমগীর। সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে গতকাল বাদ জোহর তাকে খিলগাঁও তালতলা কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। শুক্রবার রাত ১০টা ৫৬ মিনিটে রাজধানীর ইউনাইটেড হাস-

যুক্তরাষ্ট্রে গড় আয়ুষ্কাল কমেছে দেড় বছর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গড় আয়ুষ্কাল সবচেয়ে কমে গিয়েছে। (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

মহাকাশের ঘুরে এলেন জেফ বেজোস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের জেফ বেজোস মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন মঙ্গলবার। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় নিজের প্রতিষ্ঠান ব্লু অরিজিনের (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)



যেভাবে মুসলিম হন অভিনেত্রী আয়ানা মুন



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ মুসলিম নারীদের ফ্যাশন মডেল আয়ানা মুন ১৯৯৫ সালে কোরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পর থেকে সামাজিক

ইসলামভীতি নিরীক্ষণ করার আহ্বান জানালো মুসলিম ও ইহুদি ডেমোক্রেটরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ইসলামভীতি নিরীক্ষণ করার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ অব রিপ্রেসেন্টটেটিভের মুসলিম ও ইহুদি ডেমোক্রেট সদস্যরা। মার্কিন কংগ্রেসের (পার্লামেন্ট) নিম্নকক্ষের ওই সদস্যরা ইসলামভীতি নিরীক্ষণ করার একটি কাঠামো গঠনের জন্য বাইডেন প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রের ২০ কূটনীতিক রহস্যজনকভাবে অসুস্থ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় যুক্তরাষ্ট্রের ২০ জনের বেশি কর্মকর্তা রহস্যজনকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রহস্যজনক অসুস্থতার লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে মাথা ঘোরা, ভারসাম্য (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

www.banglapatrikausa.com
APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York & Virginia
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury
AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101
CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO
SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihaj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com
স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

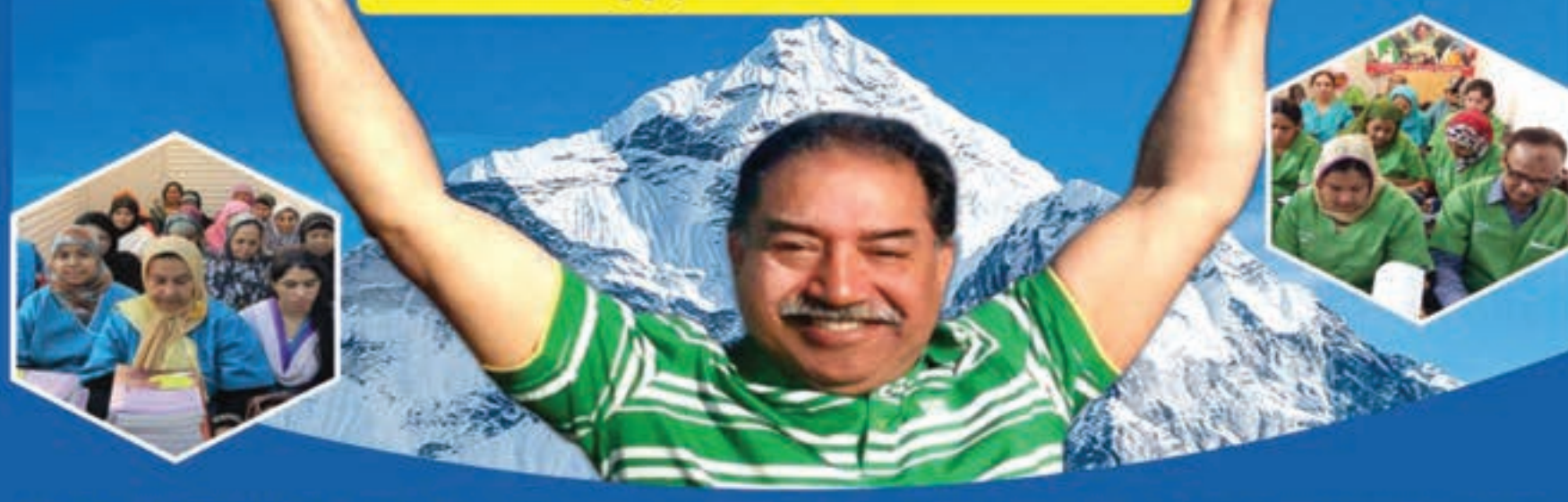


Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 26 // 2021

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়ার নির্বাচনী তফসীল ঘোষণা

লস এঞ্জেলেস (ক্যালিফোনিয়া): জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়ার নির্বাচনের তফসীল ঘোষণা করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন এই তফসীল ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য, নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শিপার চৌধুরী। তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনারের অপর সদস্যদ্বয় হলেন যথাক্রমে- মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন রানা ও ফেরদৌস খান। ঘোষিত তফসীল অনুযায়ী সভাপতি পদপ্রার্থীর মনোনয়ন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ডলার। সহ সভাপতি প্রার্থীর জন্য মনোনয়ন ফি ৫০০ ডলার। সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থীর জন্য মনোনয়ন ফি ৮০০ ডলার। সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থীর জন্য মনোনয়ন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ ডলার। সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রার্থীর জন্য মনোনয়ন ফি ৩০০ ডলার। এবং অন্যান্য সম্পাদকীয় পদের জন্য মনোনয়ন ফি ধরা হয়েছে ২৫০ ডলার। (বাকি অংশ ০৮ পৃষ্ঠায়)

জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক রেজুলেশন উত্থাপন

নিউইয়র্ক: প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্বের শিকার বিশ্বের ১.১ বিলিয়ন মানুষকে ২০৩০ সালের মধ্যে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ করে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে শুক্রবার (২৩ জুলাই) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো "সকলের জন্য দৃষ্টি : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ" শীর্ষক দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক প্রথম রেজুলেশন। 'ফ্রেন্ডস অব ভিশন' এর পক্ষে রেজুলেশনটি সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। উপস্থিত সকলে রেজুলেশনটিকে অনন্য একটি রেজুলেশন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, কারণ প্রথমবারের মতো সর্বোচ্চ বৈশ্বিক সংস্থা-জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব নিরাময়ে সর্বসম্মতভাবে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হল। বিভিন্ন পর্যায়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতার শিকার বিশ্বের ২ বিলিয়নেরও বেশি মানুষের চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে ব্যাপকভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিতে জাতিসংঘে অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে দৃষ্টি বা ভিশন বিষয়ক এই গ্রুপ অব ফ্রেন্ডস। রেজুলেশনটি উত্থাপনের সময় বাংলাদেশের সাথে যোগ দেয় গ্রুপটির অপর দুই সহ-সভাপতি 'এন্টিগুয়া ও বারবাডোস' এবং আয়ারল্যান্ড। এতে সর্বমোট ১১৫টি দেশ সহপৃষ্ঠপোষকতা করে।

সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা রেজুলেশনটিকে বিশ্বের সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য উৎসর্গ করেন এবং সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান যাতে দেশগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের সকল জনগণকে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবায় পূর্ণ প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। রেজুলেশনটিতে সুদৃঢ় কিছু ম্যান্ডেট/বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং কোটি কোটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষদের কাছে শক্তিশালী আশার বার্তা পৌঁছাতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, "আজকের এই রেজুলেশনটি চক্ষু সেবার বৈশ্বিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। রেজুলেশনটিতে নেতৃত্ব দিতে পেরে বাংলাদেশ সম্মানিত বোধ করছে"। তিনি আরও বলেন, "বিশ্বের ১.১ বিলিয়ন মানুষ প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব নিয়ে বসবাস করছে। প্রতিরোধযোগ্য দৃষ্টিহীনতা একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ যার জন্য প্রয়োজন একটি বৈশ্বিক সমাধান-এর জন্যই আমরা আজ ঐক্যমতে পৌঁছুতে পেরেছি।



আমাদের এই ঐক্যমত বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ, তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের জীবন ধারায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আমার বিশ্বাস"।

বৈশ্বিকভাবে পরিচালিত একটি জরিপের উদাহরণ টেনে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা এবং অন্ধত্বজনিত কারণে মানুষের উৎপাদনশীলতা হারানোর ক্ষতির হিসেব অনুযায়ী সারাবিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৪১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হচ্ছে যা একটি বিশাল বৈশ্বিক আর্থিক বোঝা। চক্ষু স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ শুধু শিক্ষা থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৪৪% হ্রাস করেনা বরং এটি বেতনভূক্ত চাকুরি পাবার সুযোগ ১০% বাড়িয়ে দেয়। অন্ধত্বের ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতাও একটি ইস্যু, কারণ দেখা গেছে ৫৫% অন্ধ মানুষ মহিলা বা বালিকা; পুরুষদের তুলনায় তাদের অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ৮% বেশি।

স্থায়ী প্রতিনিধি আরও বলেন, "বলাই বাহুল্য বিশ্বে লাখ লাখ মানুষ তাদের দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছে। এরফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসকল মানুষ তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা ব্যবহার করতে পারছেনা। রেজুলেশনটি এই অবস্থা পাল্টাতে ভূমিকা পারবে বলে আমার বিশ্বাস"।

রেজুলেশনটিতে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবাকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জাতীয় প্রতিশ্রুতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও দাতাদের লক্ষ্য-ভিত্তিক অর্থায়ন, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব মোকাবিলায় সহযোগিতা প্রদানের কথাও বলা হয়েছে রেজুলেশনটিতে। জাতিসংঘ যাতে এর সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টি তাদের কাজের সাথে যুক্ত করে নেয় সে অনুরোধও জানানো হয়েছে এতে। এছাড়া জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং এ সংক্রান্ত পরবর্তী পর্যালোচনায় চক্ষু সেবার জন্য নতুন একটি লক্ষ্য অন্তর্ভূক্ত করারও আহ্বান জানানো হয়েছে রেজুলেশনটিতে।

যথাযথ চক্ষু স্বাস্থ্য সেবায় প্রবেশাধিকার নেই এমন মানুষগুলোর প্রায় ৯০ ভাগ বাস করে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। ২০১৮ সালের এক হিসেব মতে বাংলাদেশে ৩০ ও তদুর্ধ বয়সের অন্ধ মানুষের সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার এবং ৬০ লাখেরও বেশি মানুষের চশমা পরিধান বা অন্য কোনো উপায়ে দৃষ্টিজনিত সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হয়।

উল্লেখ্য ১৯৯৯ সালে গৃহীত 'ভিশন-২০২০' শীর্ষক বৈশ্বিক পদক্ষেপ স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

গোপালগঞ্জের হিন্দু পল্লীতে হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে সমাবেশ

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের জেলার কোটালিপাড়ায় মাইকে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে হিন্দু পল্লীতে পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে হিন্দু কোয়ালিশন, আমেরিকার উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২৩ জুলাই) জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় আয়োজিত এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দীনেশ মজুমদার। সমাবেশ পরিচালনা করেন গোবিন্দ বানিয়া। বক্তব্য রাখেন শিতাংশু গুহ, প্রকাশ গুপ্ত, দীনেশ মজুমদার, লিটন চৌধুরী, মৈত্রীসার বড়ুয়া, সুকান্ত দাশ টুটুল প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনী এলাকায় ঈদের দিন পরিকল্পিতভাবে হিন্দু পল্লীতে হামলা করা হয়েছে। আবারো মসজিদের মাইকে গুজব ছড়িয়ে এ হামলায় মুসলমানদের আহবান জানানো হয়। অতীতে মসজিদের মাইকে গুজব ছড়িয়ে হিন্দু পল্লীতে হামলার বহু ঘটনা আছে, যার বিচার আজো হয়নি। বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এলাকায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, হিন্দুরা প্রধানমন্ত্রী এলাকায়ও নিরাপদ নয়। এঘটনা প্রমান করে বাংলাদেশের কোথাও হিন্দুরা নিরাপদ নয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগ নেতা ফরিদ আলমের মাতৃবিয়োগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক এবং যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরিদ আলম-এর মাতা ফিরোজা বেগম ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মঙ্গলবার (২০ জুলাই) বাংলাদেশ সময় বেলা ২টার দিকে জামালপুর শহরের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি স্টোকের শিকার হন বলে জানা গেছে। তার বয়স হয়েছিলো ৭২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা এবং নাতি-নাতনীসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণাগ্রাহী রেখে জানান। খবর ইউএনএ'র। এদিকে মরহুমার নামাজে






এরিক এডাম


ইমাম সামসে আলী


ড. সিদ্দিকুর রহমান


মঞ্জুর আহমদ চৌদুরী


জন ল্যু


সোমা সাঈদ


মেলিন্দা কার্টজ


জিম সেনারিও


এলিজাবেথ ক্রাউলী





করোনামুক্ত বিশ্ব কামনায় উত্তর আমেরিকায় ঈদুল আযহা উদযাপিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ধর্মীয় ভাবগম্বীর পরিবেশে মঙ্গলবার (২০ জুলাই) নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকার পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপন হয়েছে। ঈদুল আযহা মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। ঈদুল আযহা উদযাপনের অন্যতম প্রধান কর্মকান্ড হচ্ছে ঈদের নামাজ আদায় করার পর সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে পশু কোরবানী। এদিকে মহামারী করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে স্বাস্থবিধি মেনেই নিউইয়র্কের বিভিন্ন মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়েছে। কোথাও কোথাও খোলা মাঠে ঈদের জামাত হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর উদ্যোগে ঈদুল আযহার একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় টমাস এডিসন হাইস্কুল মাঠে সকাল ৯টার দিকে। এই জামাতে শিশু-কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু কওে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত সর্বস্তরের শত শত পুরুষ-মহিলা নামাজে অংশ নেন। এটিই ছিলো নি-উইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত। ঈদের জামাত শেষে অনুষ্ঠিত বিশেষ মুনাজাতে প্রবাসী ও দেশবাসীর সহ জাতির কল্যাণ এবং করোনামুক্ত বিশ্ব কামনা করা হয়।

জেএমসির আয়োজিত ঈদের জামাতে ইমামতি করেন এবং বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন জেএমসি'র খতিব ও ইমাম মওলানা আবু জাফর বেগ। এই জামাতে খুৎবা পাঠ করেন ইমাম শামসী আলী। নামাজের আগে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নি-উইয়র্ক সিটির আসন্ন মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী, বর্তমানে ব্রুকলীন বরো প্রেসিডেন্ট এরিক আডমস, ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড আই ওয়েপ্রীন, কুইন্স বরোর সাবেক প্রেসিডেন্ট, বর্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নী মেলিন্ডা কাটস, স্থানীয় সিটি কাউন্সিলম্যান জিম জিনারো প্রমুখ। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান ডিডিএস, মূলধারার রাজনীতিক এলিজাবেথ ক্রাউলী, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে কুইন্সের ডিষ্ট্রিক্ট জজ পদে বিজয়ী এটর্নী সোমা সাঈদ। এই পর্ব পরিচালনা করেন জেএম-সি'র সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরীও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে ঈদুল আযহার তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়।।প্রথম জামাত হয় মসজিদ ভবনে সকাল সোয়া ৬টায়। এরপর জ্যামাইকার রুফস কিং পার্কে আরো দুটি ঈদের জামাত হয় যথাক্রমে সকাল ৮টায় এবং সকাল ১০টায়। জ্যামাইকার মসজিদ আল আলাফা (আরাফা ইসলামিক সেন্টার)-এর উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল আযহার একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় স্থানীয় সুসান বি এন্থনী স্কুলের খোলা মাঠে। এখানে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও নামাজে অংশ নেন।

জ্যামাইকার 'হাজী ক্যাম্প মসজিদ' নামে পরিচিদ মসজিদ মিশনে ঈদুল আযহার ৩টি নামাজ অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৬টায়, সকাল ৭টা ও সকাল সাড়ে ৮টায়।

জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদে ঈদুল আযহার ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৭টায়, সকাল ৮টায়, সাড়ে ৮টায়, সকাল ৯টায় এবং সকাল ১০টায়।

এস্টোরিয়ার আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার-এ ঈদুল আযহার জামাত অনুষ্ঠিত হয় ৩৬ ও ৩৭ এভিনিউর মাঝে সকাল ৮টায়।

ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদের উদ্যোগে স্থানীয় পার্কে ঈদের জামাত হয় একটি সকাল সাড়ে ৮টায়।

এছাড়াও নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার, সানিসাইড মসজিদ, এসেস্টোরিয়ার শাহজালাল মসজিদ ও গাউসিয়া মসজিদ, ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, বায়তুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার, ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ সহ অন্যান্য মসজিদের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে কানাডা ও ওয়াশিংটন ডিসিসহ যুক্তরাষ্ট্রের নি-উজার্সী, কানেকটিকাট, ম্যারিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, ভার্জেনিয়া, ওয়াহিও, ফ্লোরিডা, নর্থ ক্যারোরিনা, সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

প্রতিটি ঈদের জামাত শেষে নবীন-প্রবীন, ছোট-বড়, সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় আবার অনেকে কোলাকুলি করেও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আবার অনেকে স্বপরিবারে বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘনিষ্ঠজনদের বাসা-বাড়ীতে গিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এছাড়া প্রবাসীরা ফোনে বাংলাদেশে ফোন করে স্বজনদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শুভেচ্ছা বিনিময় হয় ফেসবুক আর টেক্স ম্যাসেজের মাধ্যমে।

সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে সর্বত্রই নেয়া হয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ঈদের নামাজ আদায়ের স্থানগুলোর আশপাশের রাস্তায় ফ্রি গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা থাকায় দূর দূরান্ত থেকে শত শত ধর্মপ্রাণ মুসল্লীরা সপরিবারে ঈদের নামাজে শরীক হন। রং বেরং এর বাহারী পোশাক গায়ে নামাজিদের একত্রে ঈদের নামাজ আদায় ভীন দেশীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সেই সাথে বিরাজ করে উৎসবমুখর পরিবেশ। ঈদের দিনটি উইক ডে হলেও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীকে ঈদের নামাজ আদায় করতে দেখা যায়।

অপরদিকে গ্রোসারীর মাধ্যমে অনেকেই মহান আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য খাসী ও গরু কোরবানী দেন। কোরবানীর মাংস হাতে পাওয়ার পর সেই মাংস আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় বাসায় গিয়ে বিতরণ করা হয়।

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

প্রবাসীদের প্রশংসনীয় উদ্যোগ টিকাদান কর্মসূচি দ্রুততর করুন

বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। শনিবার সকাল ৮টার আগের ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় আক্রান্তের হার ছিল ৩২.৫৫ শতাংশ। একই সময়ে মৃতের সংখ্যা ছিল ১৯৬। হাসপাতালগুলো নির্ধারিত শয্যার অতিরিক্ত রোগী ভর্তি করলেও অনেক রোগী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। জেলা, উপজেলায় আধুনিক চিকিৎসার সুযোগও কম। করোনা রোগীদের জন্য অত্যন্ত জরুরি আইসিইউসেবা অনেক হাসপাতালেই নেই। নেই অতি জরুরি ভেন্টিলেটর, হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলাসহ আরো অনেক আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম। আবার গ্রামাঞ্চলের অনেক রোগীর পক্ষে চিকিৎসা নিতে ঢাকায় বা বড় হাসপাতালে যাওয়ার সুযোগ বা সামর্থ্যও কম। দূরত্বের কারণেও ঢাকায় আনার পথে অনেক রোগীর মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রবাসী পাঁচজন চিকিৎসক ২৫০টি উন্নত মানের ভেন্টিলেটর দেশে পাঠিয়েছেন। পুরো প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ। শনিবার রাত ৮টার দিকে ভেন্টিলেটরগুলো শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়। ডা. আব্দুল্লাহ জানান, সহজে বহনযোগ্য এসব ভেন্টিলেটর দেশের যেকোনো প্রান্তে, যেকোনো হাসপাতালে স্থাপন করা যাবে এবং দেশে করোনা চিকিৎসায় এগুলো অনেক বড় অবদান রাখবে। জানা যায়, উপহার হিসেবে পাওয়া এসব ভেন্টিলেটরের প্রতিটির বাজারমূল্য ১৫ থেকে ১৬ হাজার ডলার।

এর আগেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে করোনা ভ্যাকসিন বাংলাদেশে পৌঁছেছে তার পেছনের যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভূমিকা রয়েছে। এখনো বাইডেন প্রশাসনের কাছে প্রবাসী নেতৃবৃন্দেও চাপ রয়েছে- যাতে বাংলাদেশের মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন সহ ঔষধপত্র পাঠানো হয়।

একই দিনে আরো দুটি সুখবর রয়েছে। একটি হলো, ভারত থেকে ২০০ টন তরল মেডিক্যাল অক্সিজেন নিয়ে ভারতীয় রেলওয়ের 'অক্সিজেন এক্সপ্রেস' দেশে এসে পৌঁছেছে। গত ২৪ এপ্রিল ভারত এই বিশেষ ট্রেন সেবা চালু করে। তারপর বাংলাদেশই প্রথম দেশ, যেখানে অক্সিজেন এক্সপ্রেসের মাধ্যমে তরল অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া হলো। এই সেবা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে অক্সিজেন সংকটের আশঙ্কা অনেকটাই কমে যাবে। অন্য সুখবরটি হলো, শনিবারই জাপান সরকারের উপহার হিসেবে দুই লাখ ৪৫ হাজার ২০০ ডোজ অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা ঢাকায় এসে পৌঁছেছে। অনেকেই অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকার প্রথম ডোজ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। টিকার অভাবে তাদের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার সময় হলেও টিকা দেওয়া যাচ্ছিল না। এখন তাদের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া শুরু করা যাবে। জাপানের রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, এক মাসের মধ্যে আরো প্রায় ২৮ ডোজ অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা আসবে। শনিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. জাহিদ মালেক আশা প্রকাশ করেন, এ বছর ও আগামী বছরের প্রথম দিকেই আরো মোট ২১ কোটি ডোজ টিকা দেশে চলে আসবে। তাতে দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ককে টিকা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা যাবে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসছেন, তাঁদের ৮০ শতাংশই টিকা নেননি। টিকা না নেওয়াদের মধ্যে মৃত্যুর হারও অনেক বেশি। এসব কারণে বিশেষজ্ঞরা দ্রুত টিকা সম্ভাব্য সর্বাধিকসংখ্যক মানুষকে টিকা দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। আমরা আশা করি, টিকাদান কর্মসূচি আরো ব্যাপক করা হবে।

রাজনীতির রাজনীতি!



মাহমুদ রেজা চৌধুরী

সাম্প্রতিককালে আমরা সব কিছুতেই রাজনীতিকে টেনে আনি অথবা বিপরীত কারোর মন্তব্য কে এটা 'রাজনৈতিক' বলে কোন বিষয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যাকে আড়াল করে দেয়ার চেষ্টা করি। সেকারণে মনে হল সবকিছুর ভেতরে যদি রাজনীতি থাকতে পারে তাহলে রাজনীতির ভিতরেও আরেক রাজনীতি থাকতেই পারে। সেই চিন্তা থেকেই লেখার এই নামকরণ।

'সভ্যতার সংকট' এই নামে দার্শনিক ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেটা ছিল তার ৮০ বছর জন্মদিনে লেখা। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু বলা যায়। এরপর তো কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল। এর মধ্যেই বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও সাধারণ মানুষের শোষণ মুক্তির লড়াই কিন্তু আজও শেষ হয়নি। বরং সাথে যোগ হয়েছে নানা প্রকার সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অতি ব্যবহার করে অথবা অপব্যবহার করে রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের সর্বত্র সাধারণ মানুষকে দমিয়ে রাখার উদ্যম প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখেই বর্তমান বিশ্বের নানান নামের রাজনীতি চলছে। প্রচলিত অর্থে যেটাকে আমরা রাজনীতি বলি এখানে আমি সেই রাজনীতিকেই উল্লেখ করছি।

এই রাজনীতিতে মানুষ বলতে সর্ব সাধারণ মানুষের জন্য যে কল্যাণ থাকবার কথা সেটা ছাড়া আর সব কিছু আছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আছে, লড়াই এবং সংগ্রাম আছে। শ্রেণী স্বার্থের অগ্রাধিকার আছে। কথার কথামালা আছে। অথবা কথার ফুলঝুরি আছে।

প্রতারণা আছে, দুর্নীতি এবং ঠকবাজ আছে। আছে মাস্তানিই এবং গুন্ডামি। কিন্তু যেটা নেই সেটা হচ্ছে বৃহত্তর সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের গণমানুষের মন ও চিন্তার মিল। এখানের বিভক্তির কারণগুলো অনেকটাই রাজনীতির আরেক রাজনীতি। উপমহাদেশে ইংরেজের 'ডিভাইড এন্ড রুল'। সেই পুরানো কৌশল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যা এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুসরণকারী ছোট ছোট দেশ গুলি নিজ নিজ দলের শুধু ক্ষমতাকে ধরে রাখার স্বার্থে ব্যবহার করছে। এটাকেও বলা যায় 'রাজনীতির রাজনীতি'।

প্রশ্ন উঠতে পারে রাজনীতির রাজনীতি বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছি। সোজাসাপ্টা কথায়- যে রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতি আছে, প্রতিশ্রুতির পালন নেই। কথার শেষ নেই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কাজের শুরু নেই। দায়িত্ব আছে কিন্তু দায়েত্বের প্রতি কোনো জবাবদিহিতা নেই। শক্তি আছে বা ক্ষমতা আছে সেটা মানুষের কল্যাণ কে দূরে রেখে অকল্যাণকে আনবার চেষ্টা। আর যার, যার দলীয় ক্ষমতাকে হয় ধরে রাখবার অথবা ক্ষমতা দখল করবার অগণতান্ত্রিক লড়াই। এখানে গণতন্ত্র আছে কিন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বলতে যেটা সহজ কথায় বোঝায় পরমত সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, বিনয়, ন্যায়-নীতি, সুবিচার, নেতা-নেত্রীর সততা, প্রজ্ঞা। এর অনেক কিছুই আজকে বিশ্বের অধিকাংশ রাজনীতিতে অনুপস্থিত। বাড়ছে দুর্নীতি, অপশাসন, অবিচার এবং রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণেও কোন কোন দেশের নাগরিকদের উপর অমানবিক অত্যাচারের দৃষ্টান্ত, অথবা খুন কিংবা গুম।

কারণ কি? অন্যতম একটি কারণ, এখন রাজনীতির উদ্দেশ্য কিংবা লক্ষ্য জনসাধারণ বা দেশ নয়। দলীয় রাজনীতি অথবা কোন নেতা-নেত্রীর তোষামোদির রাজনীতি দিয়ে রাজনীতির কল্যাণ নীতিকে আড়াল করে রাখা। এই অপরাজনীতিকে নেতিবাচক অর্থে ঘুরিয়ে বললাম 'রাজনীতির রাজনীতি'।

একটু জটিল মনে হতেও পারে কারো কারোর কাছে, রাজনীতির রাজনীতি এই কথাটা। তবে যারা সমাজ এবং রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত তারা বিষয়টা সহজেই বুঝতে পারছেন। রাজনীতির রাজনীতি যখন জনগণের কল্যাণে ব্যবহার হবে না তখন সেটা কেবল দল বা নেতা-নেত্রীকে খুঁজে বেড়াবে, তাঁদের কথা বলে বলেই ব্যক্তি তার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেবেন। এটাই হচ্ছে এখন দুনিয়াতে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, রাশিয়া এবং চীন। সর্বত্রই এখন রাজনীতির অন্য রাজনীতির-ই জয় হচ্ছে। রাজনীতির ভেতর থেকেই অপরাজনীতি বের হতে পারছেনা। এটার কারণ সামগ্রিক রাজনীতির রাজনীতিতে এখন বহু দেশে রাজা বা রাজ্য বিরাজমান না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদের ক্রাশ সর্বত্রই আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত যদি দেখি, ২০১৬ পর্যন্ত এ দেশের রাজনীতিতে যতটা গণতন্ত্র শক্তিশালী ছিল, ২০১৬ তে এসে সেই গণতন্ত্র নানারকম চক্রান্তের জালে বন্দি হয়ে আজ পুরো যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রাজনীতি কি হবে এ ব্যাপারে অনেকের মনেই সন্দেহের বীজ বুনছে।

২০২১ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ করে রিপাবলিকান দলের সদস্য সদস্যাদের আচার-আচরণ এবং উগ্র চিন্তা এবং মতবাদ যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই হয়ত রাজনীতির রাজনীতিকেই খেলা করাতে পারে বেশি। সেটা হতে পারে একরকম বাইরের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র নামক একটি আবরণ থাকবে তবে চর্চা হবে ব্যক্তিতন্ত্র কিংবা সন্ত্রাস নীতি। এটাই হবে রাজনীতির 'রাজনীতি' এর আরেক চিত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেকেই মনে করেছিলেন এবার বুঝি তথাকথিত জাতীয়তাবাদ এবং এর উগ্র আচর-আচরণ থেকে সভ্যতা রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু সেটা পেরেছে বলে মনে করা এখন কষ্ট। হিটলারের উগ্র জাতীয়তাবাদ এখন যুক্তরাষ্ট্রে নানান বর্ণ বৈষম্য চিন্তাতে প্রবেশ করেছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখেও হিটলারের প্রশংসা শোনা যায়।

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে গণতন্ত্রের চর্চার তেমন কোন দৃষ্টান্ত দেখি না। সম্প্রতি একে অনেকে বলছেন 'কন্ট্রোল ডেমোক্রেসি'। আমরা ডেমোক্রেসির কথা শুনেছি এখন শুনছি কন্ট্রোল ডেমোক্রেসির কথা। এটা একনায়কতন্ত্রের বা একদলীয় শাসনব্যবস্থার ডাকনাম।

ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ যতটা অপরিহার্য, তেমনি এটাও অপরিহার্য ব্যক্তি মানুষের সাথে তার সামাজিক পরিবেশের নিত্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিচয় যেমন তার চেতনা বিকাশের স্তরে স্তরে তেমনি করে সমান্তরালভাবে চলছে তার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন। ব্যক্তিকে বুঝতে গেলে ওই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতেই সেটা বুঝতে হবে।

অনেকে মনে করেন, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করা গুণীজনদের এক ধরনের কর্তব্য। সমাজ দর্শন পরিবর্তন হলেই আমরা আমাদের রাজনীতিক চরিত্রকেও পরিবর্তন করতে বাধ্য হব অথবা হতেও পারি। তাই রাজনীতির ভেতরে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকারে না দিয়ে আরেক ধরনের রাজনীতিকে প্রবেশ করিয়ে রাজনীতির বৃহত্ উদ্দেশ্য থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখাটাও রাজনীতির রাজনীতি বলা যায়।

সমাজ চিন্তাবিদ লেখক অম্লান দত্ত তাঁর এক রচনায়

লিখেছেন, ঃ গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন করেছিলেন, কারণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য কে তিনি উচ্চতর কর্তব্য বলে বিশ্বাস করতেন। রাষ্ট্রের বিশেষ বিধিকে অতিক্রম করেও সত্য, নেয়, ইত্যাদির একটা স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠা আছে বলেই অবস্থা বিশেষ রাষ্ট্রকে অমান্য করবার নৈতিক অধিকার আমাদের আছেচ।

আধুনিক অনেক রাষ্ট্রে সত্য ও ন্যায়ের এই আত্মপ্রতিষ্ঠা স্বীকার করা হয় না। এখন রাষ্ট্র বলতে সাধারণত সরকারকেই বুঝায়। এটাও একটি কারণ সেই সরকারের বিপক্ষে গেলে তার প্রদত্ত আইনের অবমাননা হলে রাষ্ট্র এটার নাম দেয় রাষ্ট্রদ্রোহিতা। এটাও রাজনীতির আরেক রাজনীতি বা অপরাজনীতি। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হলেও তবু কি আমরা বলতে পারি আমরা এখন যে যুগে বাস করছি সেটাকে গণযুগ বলতে পারব।

যদিও এটাই ছিল আমাদের গণতন্ত্রের লড়াইয়ের একটি অন্যতম অলিখিত উদ্দেশ্য। আমরা গণতন্ত্রকে গণযুগের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারিনি। এটা আমাদের রাজনীতির ব্যর্থতা আর অপরাজনীতির বিজয়।

----গণশক্তির নবজাগরণ, জনগণের নতুন আত্মপ্রত্যয় এবং নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতনতা এইসব বলিষ্ঠ চরিত্র গণতন্ত্র এবং গণযুগের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান। রাজনীতির অপকৌশল রাজনীতির ভেতরে আরেক রাজনীতিকে প্রবেশ করিয়ে এই একতা এবং শক্তি থেকে সাধারণ মানুষকে কেবলমাত্র দলীয় এবং ক্ষমতার স্বার্থে বিভক্ত করছি আমরা।

এই কারণেই লক্ষ্য করি একদিকে নবজাগ্রত গণশক্তি নিয়মের বন্ধন মানতে চায় না, অন্যদিকে যা-কিছু ব্যক্তিস্বাতন্ততে বিশিষ্ট, সাধারণের ব্যতিক্রম , তাকেই সে সন্দেহের চোখে দেখে। এই অসহিষ্ণুতার ফাঁক দিয়েই স্বৈরতন্ত্রের প্রবেশ। আমাদের দেশেও ৭২ উত্তর এখন পর্যন্ত, সেরকম সন্দেহের মাঝেই আমাদের রাজনীতি অগ্রসর হচ্ছে। সাধারণ মানুষেরও রাজনীতির প্রতি এক ধরনের অনাস্থা এবং অবিশ্বাস জন্মেছে। অনেকে এটাকে রাজনীতির প্রতি এক ধরনের বিমুখতাও বলেন। এটাকেও রাজনীতির ভিন্ন রাজনীতি বলতে পারি।

রাজনীতির ঃরাজনীতিচ এটাই যে চায়। কেউ আজ আর নিরাপদ নয়। যে দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এর মূল্য সম্বন্ধে মানুষ সজাগ নয়, সেখানে গণজাগরণের প্রথম যুগে একটা বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে, এই বিষয়ে বহু দিন আগে বিখ্যাত দার্শনিক অরটেগা ই গাসেট আমাদের সাবধান করে বলেছিলেন, ঃ ঞড়ফধু বি ধৎব রিঃহবংংরহম ঃযব ংৎরসঁঢ়যং ড়ভ যুঢ়বৎফবসড়পৎধপু...

ঞযব সধংং পৎঁংযবং নবহবধঃয রঃ বাবড়ুঃযরহম ঃযধঃ রং বীপবষষবহঃ, রহফরারফধষ, য়ঁধষরভরবফ, ধহফ ংবষবপঃ. অহুড়হব যিড় রং হড়ঃ ষরশব বাবড়ুনড়ফু ৎঁহং ঃযব ৎরংশ ড়ভ নবরহম বষরসরহধঃবফচ. উল্লেখ্য যে, গেসেটের এই উক্তির কিছুদিনের ভিতর ইয়োরোপের একটা বড় অংশ জুড়ে সামষ্টিক শাসনের চাপে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটেছিল। আমরা সাধারণত দশের থেকে যিনি স্বতন্ত্র দশ তাঁকে সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখি। এই অন্ধ, ও অসহিষ্ণু গণশক্তি গণতন্ত্রের শত্রু, কারণ ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর চাকায় পিষ্ট করে কোন স্বাধীন সমাজ গড়া যায়না।

স্বাধীনতা এবং ঐক্য একটি দেশের দুটি বড় সম্পদ। একদিকে বৃহৎ অথচ এক দলীয় শাসনে পিষ্ট চীন আর অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরস্পর বিবাদমান ছোট ছোট দেশ গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা সহজ হয় যে, রাজনীতির রাজনীতি করে আমাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং শক্তিকে আমরা কিভাবে নিজেদের অজান্তেই গলা টিপে মেরে ফেলছি।

এখনো হয়তো আমরা বিষয়টা অনুধাবন করতে পারছি না সেভাবে, কিন্তু এই অনুধাবনের বাস্তব চিত্র গুলি যখন সামনে আরো স্পষ্ট হবে তখন আমরা আরও বেশি রাজনীতি বিমুখ হব, এই রাজনীতিবিমুখতা এবং সেই কারণে আমাদের মধ্যে আরেকরকম সামন্ত্রতন্ত্র অথবা স্বৈরতন্ত্রের যাত্রা শুরু হতেও পারে।

যে কোন সমস্যার জটিলতার সমাধান ত আছেই। সেটা কেবল একটা না, বহুবিধ হতে পারে। এখানে একটির কথা বলি। আমাদের সার্বিক কল্যাণের চিন্তাকে ঃসবারচ জন্য মুক্ত রাখা। এখানে দল এবং দলের দলীয় সিদ্ধান্তের চাইতেও অগ্রাধিকার পাবে সব মানুষের জন্য

ইতিবাচক চিন্তার কর্মসূচিকে অনুশীলন করা। ব্যক্তি, শুধু দল,বা কেবল একটি দলের কোন নেতা বা নেত্রী নন। বরং সব দলের সব মানুষের প্রতি তাঁর দায়িত্ব এবং ভূমিকা সমান। শুধু রাজনৈতিক ভিন্নমতের জন্য অথবা দ্বিমতের কারনে কাউকেই শত্রু অথবা দেশদ্রোহী মনে করবার চিন্তার পরিবর্তন দরকার। তাহলেই দল নয় দশ, বেকতিই নয় শুধু ঃসমগ্রচ এই ঃমনোবৃত্তিচ অগ্রাধিকার পেলে রাজনীতির ভেতরের অপরাজনীতি বা রাজনীতির ঃরাজনীতিচ বদলে যাবার অথবা একদলীয় কোন সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা অথবা স্বপ্নের সংশোধন অথবা এর ইতিবাচক সংস্করণ হতে পারে। এখানে গণতন্ত্রের মুক্ত চর্চা এবং অনুশীলনের বিকল্প নেই।

কারো মতে বাংলাদেশে এখন স্বৈরতন্ত্র নেই বলা কঠিন। এখন গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র চলছে প্রতিদিন। এটাই রাজনীতির রাজনীতি। অথবা এটাকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় যদি বলি, তাহলে বিশ্বে বর্তমান জটিল রাজনৈতিক সংকট, এবং রাজনীতিতে অপরাজনীতি যা আমরা দেখছি প্রতিদিন একেও সভ্যতার সংকট বলতেন কিনা কবি !

লেখকঃ **রাষ্ট্র ও সমাজচিন্ড্র বিশ্লেষক**
Email mahmud315@yahoo.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেকেই মনে করেছিলেন এবার বুঝি তথাকথিত জাতীয়তাবাদ এবং এর উগ্র আচর-আচরণ থেকে সভ্যতা রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু সেটা পেরেছে বলে মনে করা এখন কষ্ট। হিটলারের উগ্র জাতীয়তাবাদ এখন যুক্তরাষ্ট্রে নানান বর্ণ বৈষম্য চিন্তাতে প্রবেশ করেছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখেও হিটলারের প্রশংসা শোনা যায়।

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই/আগস্ট	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	০১
ফজর	৪.১৫	৪.১৬	৪.১৭	৪.১৯	৪.২০	৪.২১	৪.২২
সূর্যোদয়	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫১
জোহর	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২
আসর	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৪
মাগরিব	৮.১৯	৮.১৮	৮.১৭	৮.১৬	৮.১৫	৮.১৪	৮.১৩
এশা	৯.৪৯	৯.৪৮	৯.৪৬	৯.৪৫	৯.৪৪	৯.৪২	৯.৪১

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
২৫ বছরে
The Weekly Bangla Patrika

তালেবান কি পুরো ক্ষমতা দখল করতে পারবে?

মৃদুল কান্তি বিশ্বাস

আফগানিস্তান বিশ্লেষণ করার মতো সহজ একটি দেশ নয়। এখানে বিশ্বব্যাংক, ইইউ, ইসি, ডিএফআইডিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কাজ করার আমার প্রায় ১০ বছর হলো। কখনো কখনো আমি টিম লিডার, প্রকল্প পরিচালক, আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম উপদেষ্টা, বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছি। প্রায় সব দাতা সংস্থার প্রকল্প, উচ্চপর্যায়ের দাতা কর্মকর্তা, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, পরিচালক এবং অন্য উচ্চপর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি খাত এবং এনজিও কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার মতবিনিময় করার সুযোগ হয়েছিল। উচ্চ স্তরের আন্তযোগের কারণে আমি দেশের নীতিনির্ধারণের অনেকগুলো গোপনীয় নথিও পেতাম। এটি এমন একটি দেশ, যেখানে অনেক আন্তধর্মীয় গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের মধ্যে মতাদর্শগত গুরুতর পার্থক্য রয়েছে।

এনএসআইএর তথ্য অনুসারে (জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য কর্তৃপক্ষ) আফগানিস্তানের মোট জনসংখ্যা ৩ কোটি ৬০ লাখ। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এ তথ্যও সঠিক নয়। আমি এনএসআইএর আন্তর্জাতিক প্রকল্প সমন্বয়ক হিসেবে দুই বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেছিলাম।

আফগানিস্তানের প্রধান শহর হলো কাবুল, হেরাত, জালালাবাদ, মাজার-ই-শরিফ, কান্দাহার ও কুন্দুজ। আফগানিস্তানের জাতিগত গোষ্ঠীগুলো হলো পশতুন, তাজিক, হাজারা, উজবেক, আইমাক, তুর্কমেন, বালুচ, পাশাই, নুরস্তিনি, গুজ্জর, আরব, ব্রাহুই, কিজিলবাশ, পামিরি, কিরগিজ, সাদাত প্রভৃতি। এর মধ্যে পশতুন মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ। বেশির ভাগ তালেবান হয় আফগান এবং পাকিস্তানের পশতুন অথবা বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ভাড়াটে সৈন্য।

এমন নয় যে তালেবান কোনো বড় ধর্মীয় দায়বদ্ধতা বা জাতীয়তাবাদী দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বুদ্ধ। তাদের বেশির ভাগই নিয়মিত বেতনের কাজ করে এবং এদের মধ্যে মাদকাসক্তও রয়েছে। ব্যয়ের প্রধান উৎসগুলো হলো তাদের দখল করা অঞ্চলে উৎপাদিত পপি, আফিম ও অন্যান্য ড্রাগ বিক্রি করে আয়, যা তাদের নিয়ন্ত্রিত। আমেরিকানরা এসব অঞ্চল পপি ও আফিমের পরিবর্তে বিকল্প ফসলের জন্য কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছিল। তবে অঞ্চলগুলোর মানুষের নোংরা মানসিকতার কারণে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের নেতাদের অনেক সন্তানের সঙ্গে অনেক স্ত্রী রয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের পরিবার ও বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও সংকটে রয়েছেন। তাঁদের বাচ্চারাও বর্তমানে স্কুলে পড়াশোনা করছে এবং মুঠোফোন, টেলিভিশন ও আধুনিক পোশাকে অভ্যস্ত হয়ে সাধারণ জীবন যাপন করছে।

তালেবানদের বেশির ভাগই পশতুন, আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের। তাজিক, হাজারা বা উজবেক জনবহুল অঞ্চল তালেবানদের অধিকার নেই এবং তারা যদি কাউকে খুঁজে পায়, তবে সাধারণ জনগণ তাদের হত্যা করবে। তালেবানরাও তাদের সঙ্গে একই কাজ করে। অন্যদিকে পশতুন পরোক্ষভাবে তালেবানদের সমর্থন করে। এটি মারাত্মক বিদ্বেষের এক রাজনীতি।

এটি জাতীয় রাজনীতি, ব্যবসা, কাজের বাজার এবং এমনকি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এর কোনো তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্ত সমাধান নেই। অতীতে কেউ এটা অর্জন করতে পারেনি এবং অদূর ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না। পশতুন দেশের রাজনীতিসহ পুরো দেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমার প্রজেক্টের প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে একজন হাজারাকে নিয়োগ দেওয়ার পর আমার যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, তা আমি খুব সুন্দরভাবে মনে করতে পারি।

আমার উপলব্ধি অনুসারে, তালেবান আফগানিস্তানের কোনো বড় শহর, এমনকি কাবুল, হেরাত, জালালাবাদ, মাজার-ই-শরিফ, কান্দাহার এবং কুন্দুজও দখল করতে সক্ষম হবে না। তালেবানরা দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধেও অনেক ক্লান্ত। তারাও শিগগিরই ফলাফল পেতে চায়। অন্যথায় যদি খুব শিগগির কিছু না ঘটে, তবে তাদের অনেকেই যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে চলে যাবে। তারা সবাই জানে যে তারা ইরান ও পাকিস্তান বাদে এখন মধ্যপ্রাচ্যের সমর্থন পাবে না। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট অনুসারে বিভিন্ন ফ্রন্টে মারাত্মক যুদ্ধ চলছে এবং প্রতিদিনই শত শত তালেবান সেনা নিহত হচ্ছে।

বর্তমানে আফগানিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার এবং তাদের রয়েছে পর্যাপ্তসংখ্যক আধুনিক অস্ত্র, গোলাবারুদসহ বিমানবাহিনী। এ ছাড়া রয়েছে প্রায় ১৫ হাজার সদস্যের স্পেশাল অপারেশন ফোর্স। আমেরিকানরা অত্যাধুনিক রসদ, সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে। তালেবান সেনার সংখ্যা নিয়ে প্রচুর বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকের মতে, এই সংখ্যা ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার হতে পারে। একটি বিশেষ শহর দখল করতে এসব বাহিনীকে এক করা তাদের জন্য কঠিন হবে। এটি একটি সত্য যে আমেরিকানরা আফগানিস্তান ছাড়ার পরও তারা তালেবানকে যুদ্ধের মাধ্যমে পুরো দেশ দখল করতে দেবে না।

তাহলে তালেবানরা কীভাবে ক্ষমতায় আসবে? তালেবানরা তাদের এবং কিছু স্বতন্ত্র অংশীদারের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। আশরাফ গনি তাঁর মেয়াদ শেষে সাধারণ নির্বাচনের জন্য তাদের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন। তালেবানরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা জানে যে সাধারণ জনগণ তাদের ভোটও দেবে না।

সুতরাং, এটা হতে পারে ৬০/৪০-এর মতো ক্ষমতার ভাগাভাগি, যেখানে বর্তমান সরকারের ৬০ শতাংশ এবং তালেবানদের ৪০ শতাংশ থাকবে। ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে কিছু মন্ত্রণালয়, প্রাদেশিক গভর্নরের পদ এবং কিছু সংস্থার পরিচালনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

অন্যদিকে আফগানিস্তানে তালেবানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া, রাশিয়ানদের জন্য তাজিকিস্তান, চীনের জন্য উইঘুর, ভারতের পক্ষে কাশ্মীর এবং অন্য অনেক দেশের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনা তালেবানদের পক্ষে সম্ভব হবে না এ কারণে যে আফগানিস্তান পুরোপুরি পশ্চিমা অর্থের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে সমস্ত উন্নয়ন সংস্থা তাৎক্ষণিকভাবে তহবিল বন্ধ করে দেবে।

আবার নারীদের পড়াশোনা এবং কাজ বন্ধ করা কি সম্ভব হবে? আফগান জনগণের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পেরেছি যে তারা আর পেছনে ফিরতে চায় না। আফগানিস্তানকে তার ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে অথবা বহু মানুষকে হত্যা করতে হবে, যা সম্ভব নয়। আবার তরুণ প্রজন্ম পুরোপুরি তালেবানের বিরুদ্ধে এবং তারা তাদের বর্তমান স্বাধীনতার অধিকার হরণ করার বিষয়টি মেনে নেবে না। এসব বিষয় বিবেচনা করে তালেবানকে হয় পরিবর্তিত হতে হবে অথবা আধুনিক হতে হবে।

আর কী করা যেত? আফগানিস্তান কমপক্ষে দুই বছর আগেই জাতিসংঘকে অন্তর্ভুক্ত করে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারের মক অনুশীলন শুরু করতে পারত। শান্তি রক্ষার বেশ কয়েকটি মডেল বিশ্বে রয়েছে। দক্ষিণ সুদান, লাইবেরিয়া, কঙ্গো, মালি, দারফুর এবং শান্তি রক্ষার অন্যদের অভিজ্ঞতাগুলো পরিকল্পিতভাবে এবং খুব কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারত। যেসব দেশ এই বিরোধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত নয় বা স্বার্থের সংঘাত নেই, এমন দেশ থেকে শান্তি রক্ষাকারী বাহিনী নিযুক্ত করা যেতে পারত। এই শান্তিরক্ষী বাহিনী দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, বিমানবন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ বিরোধপূর্ণ অঞ্চলগুলোয় নিযুক্ত থাকতে পারত এবং আফগানিস্তানের সব বিরোধী দল এবং সরকারের একটি চুক্তির মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখতে পারত।

প্রচারযন্ত্র ব্যবহারে আফগান সরকার অত্যন্ত দুর্বল। তবে তালেবান একেবারে বিপরীত। যেখানে তালেবানরা শূন্য থেকে ১০০ দেখায়, সেখানে সরকার প্রায় নীরব। তালেবানদের সঙ্গে তাদের লড়াইয়ের ফলাফল প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে আসছে না। জনগণের জন্য তারা যে যথাসম্ভব সবকিছুই করছে, সেটা সরকারকে জানাতে হবে। সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধান যানবাহন এবং কাফেলা আজকাল আর কাবুলে চলাচল করছে না। ফলে সাধারণ জনগণ বুঝতে পারছে না, যেকোনো আক্রমণ সম্পর্কে সরকার সজাগ রয়েছে। কৌশলগত সম্পদের ১০ শতাংশ সংস্থানও যে তালেবানদের হাতে নেই এবং সরকারের কাছে যে সমস্ত আধুনিক অস্ত্র, সরঞ্জাম এবং উচ্চ প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী রয়েছে, সেটা তারা জনগণকে বোঝাতে পারছে না। তবে সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি। এখনো সব দল একসঙ্গে বসে সম্মিলিত হওয়ার বিষয়ে একমত হলে আফগানিস্তানের আশার আলো রয়েছে।



মৃদুল কান্তি বিশ্বাস বর্তমানে আফগানিস্তানে একটি বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত প্রকল্পের আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব

(৩ পাতার পর)

এছাড়াও কার্যকরী পরিষদের সদস্য পদের জন্য মনোনয়ন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০ ডলার।

সংশ্লিষ্ট পদের প্রার্থীকে অবশ্যই স্বশরীরে উপস্থিত থেকে ২২ আগষ্টের মধ্যে মনোনয়ন জমা দিতে হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময়- দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। মনোনয়ন প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখ ২৯ আগষ্ট।

নির্বাচনের নিয়মাবলী- ভোটারের বয়স নূনতম ১৬ বছর হতে হবে। ভোটার রেজিস্ট্রেশন ফি ৫ ডলার। প্রার্থীতার ডিক্লেয়ারেশন ফর্ম ফি ৩০ ডলার।

নির্বাচনের তারিখ ও স্থান- ৫ সেপ্টেম্বও, সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা।

উল্লেখিত কর্মকান্ড পরিচালনার স্থান- ঝযধষ-রসধৎ পঁরংরহব ড়ভ ওহফরধ, ২৩০১১ ঠবহঃঁৎধ ইষাফ, ডড়ড়ফষধহফ ঐরষষং, ঈঅ ৯১৩৬৪. -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগ নেতা ফরিদ আলমের মাতৃবিয়োগ

(৩ পাতার পর)

করা হয় বলে জামালপুর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে। মোহাম্মদ ফরিদ আলম তার মাতার ইন্তেকালে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনার সবার দোয়া কামনা করেছেন।

অপরদিকে ফরিদ আলমের মায়ের ইন্তেকালে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

শোক প্রকাশকারী উল্লেখ্যযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা জামাল হোসাইন, সেবুল মিয়া, ইফজলর আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ।

বাংলাদেশ কি আসলেই গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের

(১৯ পাতার পর)

বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে। ধান উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত গ্রিনহাউস গ্যাস (প্রধান প্রধান তিনটি) নির্গমন, প্রশমন প্রযুক্তি, ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি পদ্ধতিতে ধান উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা খুবই গুরুত্ব বহন করে। যদি আমাদের ভাগাড়গুলো গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের উৎস হয়, তবে বর্জ্য ও স্যানিটারি ভাগাড় দুটিই সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার, জৈব সার তৈরি, বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ, বায়ো-স্লারি সার তৈরি ইত্যাদি বহুবিধ বিকল্প ব্যবহার। এভাবে সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা করতে পারলে সারা বিশ্বের কাছে বরং বিকল্প ব্যবহারের দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। যাই হোক, এই উদ্দেশ্যে আমাদের সম্ভাব্য সব সেক্টরের সম্মিলিত তথ্যসহ একটি জাতীয় ডাটাবেইস তৈরি করতে হবে এবং তারপর বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত মোট জিএইচজি নির্গমনে অবদান নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। এই তথ্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দ্বারা উল্লিখিত তথ্যের সত্যতা যাচাই করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে (যেমন–ব্লুমবার্গ বা আইপিসি)। বাংলাদেশের বিভিন্ন ভাগাড়, ধান উৎপাদন এবং গ্যাস সরবরাহ পাইপলাইন ফাটলের মতো উৎস থেকে মোট এবং প্রকৃত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন, প্রশমন ও পূর্বাভাস আরো পরিমার্জন করার জন্য অসংখ্য স্টাডি পরিচালনার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন করে উৎপাদন বজায় রাখছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে দেশটি অদূর ভবিষ্যতে আরো সাফল্য দেখাবে। সে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিচর্চাগুলো বাংলাদেশে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন প্রশমন করতে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে:

মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডসহ নন-কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনকে হ্রাস করে এমন কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তন করা;

পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো পদ্ধতি (এডাব্লুইডি), ড্রিপ সেচে ধানের উৎপাদন, নালা চাষ পদ্ধতির এক নালাতে সেচ প্রদান; সেচ সময়সূচি বা পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ;

উন্নত কর্ষণ পদ্ধতি (শুকনো অবস্থায় বা ভেজা অবস্থায় সরাসরি বীজ বপন, বিনা কাদাকরণে চাষ, যন্ত্রের মাধ্যমে রোপণ, যন্ত্রের মাধ্যমে সরাসরি ধানের চারা বপন ইত্যাদি); ফসলের অবশিষ্টাংশ জমিতে ধরে রাখা;

ফসলের বৈচিত্র্যায়ণ (শস্যাবর্তন, আন্ত ফসল চাষ, মিশ্র ফসল চাষ);

নাইট্রোজেন সারের দক্ষ ব্যবহার [ইউরিয়া ব্রিকেট, ইউরিয়া-সালফার সার, যৌগিক সার, ইউরিয়া-অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যাগ্রোটেইন-কোটযুক্ত ইউরিয়া এবং জৈব পলিইউরিথেন কোটযুক্ত ইউরিয়া]।

লেখক : প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা ইউনিট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

অন্যূন ১ মিলিয়ন বা নূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এসেসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৮ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

নিউইয়র্কে বন্ধুর বাসা থেকে বাংলাদেশী তরুনের লাশ

(প্রথম পাতার পর)

পুনরাবৃত্তি কমিউনিটিতে আতংকের সৃষ্টি করেছে। জানা গেছে. শাহরিয়ার ইসলাম গত শুক্রবার রাতে নিজের এক বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যান। রাতে মাকে ফোন করে জানান, তার বন্ধুদের সাথেই তিনি রাত কাটাবেন। তাই বাসায় আসবেন না।

রাতে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সেখানেই সোফার মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

সূত্রমতে, সকালে অন্য বন্ধুরা ঘুম থেকে উঠে শাহরিয়ারকে সোফার নীচে ফ্লোরে পড়ে থাকতে দেখেন। অনেক ডাকাডাকির পরও কোন সাড়া না পেয়ে তারা পুলিশ কল করেন। পুলিশ ও এম্বুলেস তাৎক্ষনিক এলেও তাকে আর জীবিত পাওয়া যায়নি। নিউ ইয়র্কের একটি হাসপাতালে শাহরিয়ারকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে ছেলেন মৃত্যু সংবাদ বাড়ীতে পৌঁছার পর পরই সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সূচনা হয়। শাহরিয়ারের বাবা ও মা আকস্মিক অনাকাংখিত এই ঘটনায় বার বার মুর্চা যাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন অনেকেই। কিন্তু তখন করার কিছুই ছিল না।

শাহরিয়ারের মৃত্যুর কারণ হিসেবে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সাম্প্রতিক সময়ে তরুণদের এই মৃত্যুকে অনেকেই স্বাভাবিক বলে মনে করছেন না।

অনেকের মতে আমাদের তরুন সমাজের গন্তব্য কোনদিকে তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে।

গত রোববার নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশনের টাইম এক্সুসিভ অনুষ্ঠানে এবিষয়ে অনেকে কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, সময় এসেছে চোখ মুখ কান খোলার।

অনুষ্ঠানের অতিথিরা বলেন, আমাদের অভিবাবকদের মধ্যে দেখেও না দেখা, শুনেও না শুনার যে প্রবণতা ও অভ্যাস অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের স্বার্থে।

অতিথিরা বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অনেক কিছুই ঘটছে। কিন্তু সবাই যেন পালন করছে নীরব দর্শকের ভূমিকা। এই অবস্থায় যে কারো পরিবার বা জানা শুনা কেউ বিপথগামী মনে হলে তা আলোচনা করা উচিৎ। এবিষয়ে এখনই স্বোচ্চার না হলেও আরো অনেক ঘটনা দূর্ঘনার সাক্ষী হতে হবে কমিউনিটিকে।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

এ সংখ্যায় আমরা 'ইমিগ্রেশন ও আপনি' বিষয়ে প্রশ্ন এবং উত্তর দিয়ে শুরু করছি।

নিউইয়র্ক থেকে কামাল হোসেনের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএসএর সিটিজেন। ২০১৩ সালে বাংলাদেশে বসবাসরত আমার মা-বাবার জন্যে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু প্রয়োজনীয় কাগপত্র জমা দিতে বেশ দেরী হয়েছিল। অবশেষে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার (এনভিসি) থেকে আমাকে জানানো হয়েছিল যে, কেসটি ইন্টারভিউ এর অপেক্ষায় রয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে ২০২১ এর এপ্রিল মাসে আমার বাবা কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন বাংলাদেশে আমার মা একা বাসায় বসবাস করছেন। আমার সব ভাই ও বোনেরা বিদেশে এবং দেশের বিভিন্ন শহরে তাদের পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন।

এই অবস্থায় আমার মায়ের ভিসার ইন্টারভিউ এর কী হবে আর আমাদের করণীয় কী?

কামাল হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার বাবার মৃত্যু সংবাদ এবং আপনার কেসের দীর্ঘসূত্রিতার সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এরকম কেসের ক্ষেত্রে সাধারণত ১ বছরের বেশি সময় লাগার কথা নয়। তবে সম্প্রতি কোভিড-১৯ এর কারণে একটু সময় বেশি নিচ্ছে। কোভিড এর কারণে সরকারী অনেক অফিস বন্ধ ছিলো অথবা সীমিত পরিসরে কার্যক্রম চলছে। ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ২০২১ এর ৩০ এপ্রিল থেকে ইউএস দূতাবাস সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইমিগ্রেশন ভিসা কার্যক্রম শুরু করেছে যা আমরা এখন সকলের সঙ্গে শেয়ার করছি।

আপনার মায়ের আবেদনের ক্ষেত্রে আপনি মানবিক কারণে কেসটি দ্রুত নিস্পত্তি করতে আবেদন জানাতে পারেন। আপানি ভিসা সেন্টারে যোগাযোগ করে দেখুন আপনার অভিভাবকদের ফাইলটি তাদের কাছে আছে, নাকি তারা সেটি ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাসে পাঠিয়ে দিয়েছে। যদি ফাইলটি ঢাকা দূতাবাসে পাঠিয়ে দেয়া হয়ে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে আপনি ই-মেইল এর মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সম্ভবতঃ আপনাকে ডিএস-২৬০ ফর্ম এবং আই-৮৬৪ এফিডেভিড অব সাপোর্ট আপডেট করতে হবে। আপনি যেসব কাগজপত্র ইমিগ্রেশন এবং ভিসা সেন্টারে জমা দিয়েছেন, সেসব নিয়ে আমাদের অফিসেও আসতে পারেন। তাহলে আমরা আপনাদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারব।

বিশ্ব মহামাতারী কোভিড-১৯ কালে ইউএস দূতাবাস সমূহে ইমিগ্রেশন ভিসা অগ্রাধিকার

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট গত ৩০ এপ্রিল ২০২১ এর আমেরিকান দূতাবাসসমূহে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা অগ্রাধিকার আপডেট করেছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হেয়ছে, 'স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিশ্বব্যাপী ভিসা কার্যক্রমের বর্তমান আপডেট জানাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভিসা আবেদনের ব্যাকলগ হ্রাসে কিভাবে ভিসা অগ্রাধিকার নিয়ে কাজ করছে তার বিস্তারিত জানাবো। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় ভিসা ব্যাকলগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয় যে, যেসব দূতবাস ও কনস্যুলেট ইমিগ্র্যান্ট এবং ল' ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রসেস করছে, তারা ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদন প্রসেস করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা সেবাও দিচ্ছে। প্রত্যেক দূতাবাস অথবা কনস্যুলেট স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিসার সংখ্যা ও ধরণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। স্থানীয় অবস্থার মধ্যে থাকছে যাতায়াত এবং সামবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা। কেননা আমেরিকান দূতাবাস ও কনস্যুলেট সামাজিক দূরত্ব ও অন্যান্য বিধিনিষেধ প্রয়োগ করছে। কনস্যুলেট সেকশনগুলো নির্দিষ্ট অঞ্চলে নিরাপত্তা সুরক্ষা করে সব রকমের রুটিন সেবাও দিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকান দূতাবাস ও কনস্যুলেট সমূহ ভিসা কার্যক্রম শুরু করতে এবং বর্ধিত সেবা দানের লক্ষ্যে স্তর ভিত্তিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। কোন কোন কনস্যুলেট সেকশন পরিস্থিতি বিবেচনায় ৪টি স্তরেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভিসা সেবা দেবে প্রতি মাসে।

প্রথম স্তরঃ অব্যবহৃত আত্মীয় (যাদের বয়স পার হয়ে যাওয়ার কারণে অচিরেই ভিসার জন্য অযোগ্য হয়ে যাবে) যারা আন্তদেশীও এ্যাডপশন ভিসা এবং কতিপয় বিশেষ ভিসা (এসকিউ এবং এসআই ভিসা যেসব আফগান ও ইরাকী আমেরিকান সরকারে কাজ করছে)।

দ্বিতীয় স্তরঃ অব্যবহিত আত্মীয় ভিসা, ফিয়াঁসে ভিসা এবং প্রত্যাগত রেসিডেন্ট ভিসা।

তৃতীয় স্তরঃ পারিবারিক অগ্রাধিকার ইমিগ্র্যান্ট ভিসা এবং বিদেশে অগ্রাধিকর পরিকল্পনার লক্ষ্য যতকরম ভিসায় ব্যাকলগ সৃষ্টি হয়েছে তা সীমিত সামর্থে কমিয়ে আনা। যাহোক, অগ্রাধিকার পরিকল্পনায় প্রতিমাসে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের ভিসা আবেদনাকরীর আবেদনের তারিখ নির্ধারণ ও বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট স্বীকার করে যে, ভিসা আবেদন বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে বিলম্ব চলতে থাকবে।



আমেরিকান সরকারে কর্মরত কতিপয় এই বিশেষ ইমিগ্র্যান্ট ভিসা।

চতুর্থ স্তরঃ এমপ্লয়মেন্ট অগাধিকার এবং ডাইভারসিটি ভিসাসহ অন্যসব ইমিগ্র্যান্ট ভিসা।

অনেক দূতাবাস ও কনস্যুলেট সব ধরনের ইমিগ্র্যান্ট ভিসার বিশাল ব্যাকলগ অব্যাহত আছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট মারাত্মক সীমাবদ্ধতা এবং কোভিড সত্ত্বেও যথাসম্ভব এবং যতবেশি সম্ভব ডাইভারসিটি ভিসা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে চায়।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে সেস্ট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে যোগাযোগ করতে পারেন।

ইউএসসিআইএস ঘোষণা করেছে যে, ফোনেও বায়োমেট্রিক সার্ভিস সাক্ষাতকারের সময় পুনুঃ নির্ধারণ করা যাবেঃ

ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসস (ইউএসসিসআইএস) ঘোষনা করেণে, ইউএস সিআইএস'র ৮০০-৩৭৫-৫১৮৩ ফোন নম্বরে কল করে বায়োমেট্রিক আবেদনের তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করা যাবে। আগে তারিখ পুনঃ নির্ধারণের একমাত্র পথ ছিলো ইউএসসিআইএস এপ্লিকেশন সাপোর্টসেন্টারে চিঠি দেয়া। কেউ যদি তার গ্রিনকার্ড বা নাগরিকত্বের জন্যে আবেদন করেন এবং তার বায়োমেট্রিক/ ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেয়ার তারিখ নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং নির্ধারিত তারিখে যেতে অপারগ হলে তবে তাকে নির্ধারিত তারিখের পূর্বে টেলিফোন করতে হবে, তার সেই নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তনের জন্য।

আপনাকে অবশ্যই নির্ধারিত তারিখের আগেই ফোন করতে হবে। তবে আপনি কল না করলে আপনার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। আমাদের পরামার্শ হবে, খুব জোরালো কারণে ছাড়া আপনার নির্ধারিত এপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করা উচিত। তারিখ পুনঃ নির্ধারণে কারণে ইমিগ্রেশন আপনার অনুরোধ বাতিল করলে আবেদন প্রত্যাখ্যানও হতে পারে।

বিস্তারিত জানতে ইউএসসিআইএসএর লিংকে যোগাযোগ করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য'

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ২৫ বছরে
The Weekly Bangla Patrika

সব মিলিয়ে সবার ফকির আলমগীর

গণসংগ্রামের আদর্শ বিশুদ্ধ আবেগ ইতিহাস চেতনা

মোরসালিন মিজান

ফকির আলমগীর যে চলে যাচ্ছেন, সত্যি বলতে, চলে যাওয়ার পরই তা উপলব্ধি করেছি। যত সময় যাচ্ছে এ উপলব্ধি তত গাঢ় হচ্ছে। আসলে গণসঙ্গীতের একমাত্র তারকাটি খসে পড়ার মতো দুর্বল ছিল না কখনই। বয়স ৭১ হয়ে গিয়েছিল। তাতে কী? তার গানের মতো গায়ের বল নিয়েও অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। ভরপুর প্রাণ ও কর্মচাঞ্চল্য তাকে হারানোর ভয় দূর করে দিয়েছিল। কিন্তু হায়! একেবারেই অকল্পনীয়ভাবে চলে গেলেন তিনি। হাসপাতালে ভর্তির পর আর কথা হয়নি তার সঙ্গে। সেই থেকে বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী হয়ে গেল! অথচ গণসঙ্গীতের কিংবদন্তি শিল্পী গণমানুষের স্বভাব রপ্ত করেছিলেন। সবার সঙ্গে খুব সহজে মিশতে পারতেন। এই অতি মিশে যাওয়ার কারণে কিছু সমালোচনাও তাকে হজম করতে হয়েছে। তাই বলে নিজেকে বদলাতে যাননি। অদ্ভুত এক সারল্য তার মাঝে ছিল। দুর্লভ আবেগ ছিল। করোনাকাল শুরু হওয়ার পর কিছুটা হয়তো ভয় পেয়েছিলেন। নিয়মিত বিরতিতে গুণীজনদের মৃত্যু তাকেও বিষণ্ন করে তুলেছিল। একদিন ফোন করে বললেন, 'আহারে, দেখছ কী সব গুণী মানুষ চইলা যাইতেসে। আমারও তো বয়স হইছে। তুমি না বলছিলা, আমার সঙ্গে একদিন বসবা। আমার কাছে কত কিছু আছে, তোমার লেখার কাজে লাগব। কবে আসবা, বলো?



অগত্যা তার অফিসে গিয়ে উপস্থিত হতে হলো। তারও আগে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। কাঁধের ব্যাগে অনেক ছবি আর দেশী-বিদেশী পত্রিকার কাটিং নিয়ে এসেছেন।

ফকির আলমগীরের আর্কাইভ সেন্স, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বললে, ভীষণ ভাল ছিল। ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত তার মাঝে। দীর্ঘ শিল্পী জীবনে ফকির আলমগীর বিশাল এবং বিস্ময়কর এক ফটো আর্কাইভ গড়ে তুলেছিলেন। সবাই এর কদর বুঝতেন, না, তা বলা যাবে না। তবে যারা বুঝতেন তাদের সামনে ঝাঁপি খুলে বসতে ভাল বাসতেন তিনি। পেশাগত কারণে মাঝেমধ্যেই তার সংগ্রহে থাকা ছবি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। এজন্য বাড়তি সময় হাতে নিয়েই তার কাছে যেতাম। ছবি দেখাতে দেখাতে তিনি বলতেন, 'দেখো, কোনটা কোনটা তোমার লেখার কাজে লাগব, নিয়া যাও। তোমারেই তো দিমু। তুমিই তো লেখবা।'

এসব ছবিতে ফকির আলমগীরের নিজের কালটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাওয়া যেত। একইভাবে তার সমকালীন প্রায় সকল শিল্পীকে ফ্রেমবন্দী করতেন তিনি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পপসঙ্গীতের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল, সে ধারার শিল্পীদের দু'একজন ছাড়া কেউ আর বেঁচে নেই। কিন্তু ফকির আলমগীরের আর্কাইভে জীবন্ত হয়ে আছেন তারা। আযম খান, ফেরদৌস ওয়াহিদ (এখনও জীবিত), ফিরোজ সাঁই, পিলু মমতাজদের অবদানের কথা কী যে আগ্রহ নিয়ে বলতেন তিনি!

তার আগের কালের বিখ্যাত শিল্পী ও সংগঠকদের প্রতি ছিল বিশেষ এক ধরনের দুর্বলতা। সাধারণত আমরা যাদের ভুলে থাকি তাদের তিনি একেবারে বুকে বাঁচিয়ে রাখতেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কলিম শরাফী, অজিত রায়, গাজিউল হক, ফয়েজ আহমদ, দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোহরাব হোসেন, আলতাফ আলী হাসু, এম আর আকতার মুকুল...। একেক প্রসঙ্গে একেক নাম উচ্চারণ করতেন তিনি। কত কত বছর আগের ছবি, ছবির মানুষ ও তাদের কীর্তি সম্পর্কে অনর্গল বলতে পারতেন। এ ক্ষেত্রে সব সময়ই অকৃপণ মনে হয়েছে তাকে। বড়দের আরও বড়, আরও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরতেন। এ সময় তার চোখে মুখে বিশুদ্ধ এক আবেগ ও ইতিহাস চেতনা কাজ করত বলেই আমার বোধ হয়েছে। বহু বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন এমন অনেক যুগস্রষ্টার নাম কেবল ফকির আলমগীরের সঙ্গে আড্ডায় বসেই শুনতে পেতাম। সবচেয়ে বেশি অবাক হতাম তার স্মরণ শক্তি দেখে। দিন তারিখসহ ছবির ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারতেন।

ফকির আলমগীর কথার ফাঁকে ফাঁকে গান ধরতেন। গানের ফাঁকে ফাঁকেও জুড়ে দিতেন কথা। এভাবে একটি অপরটিকে সমর্থন করে এগিয়ে নিয়ে যেত। বড় গীতিকার সুরকার বা শিল্পীর কথা বলতে গিয়ে তাদের গানের কয়েক লাইন গেয়ে শোনাতেন। গানের লাইন শেষ করে সেই গানের ইতিহাস বর্ণনা করতেন।

ফকির আলমগীরে মাঝে আরও দেখেছি আন্তর্জাতিকতাবাদ। তিনি শিল্পী সত্তার মিল খুঁজতে, সম্মিলন ঘটাতে বহির্বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিশ্বসঙ্গীতে মাইকেল জ্যাকসনের অবদান বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেছেন তিনি। জন হেনরি, নেলসন ম্যান্ডেলার মতো বিশ্ব নেতাদের গানে বেঁধেছিলেন।

কিছুদিন আগে চির বিদায় নেন বলিউডের একসময়ের সুপারস্টার দিলীপ কুমার। তাকে নিয়ে লিখব, কী লিখব, ভাবছি। ঠিক তখন চোখে পড়ল ফকির আলমগীরের ফেসবুক পোস্ট। দিলীপ কুমারের সঙ্গে একই ছবিতে পাওয়া দেখা গেল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে ফোন। বলিউড তারকার ঢাকা সফর সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য জানতে তার সহযোগিতা চাইলাম। তৎক্ষণাত হোয়াটসএ্যাপে কয়েকটি ছবি পাঠিয়ে দিলেন তিনি। দিলীপ কুমারের সফর নিয়ে নিজে তিনি লিখেছিলেন, সেই লেখা পাঠিয়ে দিলেন পড়ার জন্য। এভাবে বিরল তথ্যভান্ডারে পরিণত হয়েছিলেন তিনি।

ফকির আলমগীর খুব আনন্দের সঙ্গে সেদিন বলছিলেন, দিলীপ কুমার আমার পরিচয় জানতে পেরে 'ফকির সাহাব' বলে সম্বোধন করেছিলেন। জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু 'ফকির সাহাব' বলায় এত কেন আনন্দ কেন? জানতে চাইলে ফকির আলমগীরের এক অজানা কষ্টের কথা সামনে চলে আসে। নিজের নামের কারণে নাকি মারাত্মক ভুগতে হয়েছিল এই গণসঙ্গীত শিল্পীকে। বিব্রত হতে হয়েছিল। কারণ তার নামের সঙ্গে জুড়ে ছিল 'ফকির' শব্দটি। প্রচলিত ধারণা মতে, ফকিররা একেবারেই প্রান্তিক এবং অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী। অনেকে ফকির আলমগীরকে নিয়ে পরিহাস করতে এই শব্দ ব্যবহার করে বসতেন। এমন নিষ্ঠুর আচরণে তিনি অপমানিত বোধ করেছেন। কষ্ট পেয়েছেন। দীর্ঘশ্বাস গোপনের চেষ্টা না করেই তিনি বলছিলেন : 'ফকির তো হইল গিয়া বাংলার বাউল। বাংলার সাধকরা। সুফিরা। আমি সেই অর্থে ফকির। অথচ এই শব্দটার ভুল ব্যবহার, ইশ, কী যে কষ্ট দিসে আমারে! আমার সন্তানরাও অনেক কষ্ট পাইছে।' হয়তো এ কারণেই নিজের তিন ছেলের নামের সঙ্গে 'আলমগীর' শব্দটি রাখলেও, ফকির রাখার আর সাহস করেননি।



গণমানুষের শিল্পী



ফরিদুর রেজা সাগর

অবিশ্বাস্য সংবাদ। ফকির আলমগীরের মৃত্যু সংবাদে মন ভেঙে গেল। দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। চিকিৎসার জন্য আছি সুদূর নিউইয়র্কে। কিন্তু আমার মন পড়ে আছে ঢাকায়।

ফকির আলমগীরের হাজারও স্মৃতি মনে পড়ছে। এক বর্ণাঢ্য অসাধারণ শিল্পী হিসাবে অনেক বড় তিনি। দেশবরেণ্য শিল্পী। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন। তার গান পৌঁছে গেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। খুব কম শিল্পীর জীবনেই এমন সৌভাগ্য ঘটে। ফকির আলমগীর গণমানুষের শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। আমার অগ্রজ বন্ধু তিনি। কোনোদিন তার মন খারাপ দেখিনি। চ্যানেল আই, বাংলাদেশ টেলিভিশন, শহিদ মিনার, শিল্পকলা একাডেমি, সরকারি কোনো অনুষ্ঠানে যখনই তার সঙ্গে দেখা হতো, তিনি উদ্ভাসিত হয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাছে এসে দাঁড়াতেন। নিত্যনতুন পরিকল্পনা। নতুন গান তৈরির গল্প। আগামীতে কী করতে চান কিংবা গণসঙ্গীত নিয়ে তার স্বপ্নের কথা তিনি বলতেন। কী যে কাজের উৎসাহ। ক্লান্তিহীন তার কাজের স্বপ্ন। আর সব স্বপ্নই তার ছিল বাংলা গানকে ঘিরে। ফকির আলমগীর ছিলেন অসম্ভব স্বাপ্নিক। ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর মাধ্যমে কত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ঋষিজ পদক বিতরণ করতেন প্রতিবছর। আমাদের দেশে গণসঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূর্বসূরিদের সম্মান জানানোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন।

দেশে-বিদেশে মঞ্চ কাঁপানো শিল্পী ছিলেন তিনি। বাবরি চুল ঝাঁকিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গান পরিবেশন করতেন। তার পরিবেশনা দেখেনি এমন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ফকির আলমগীর আচারে-ব্যবহারে ছিলেন শিশুর মতো। গানকে ভালোবেসে একটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। গানই ছিল তার প্রাণ। গানের বাইরে তিনি কিছু ভাবতেন না। ষাট দশকের শেষে আবির্ভাব। সত্তর দশকে পপ গান গেয়ে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তারপর নিজেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করতে থাকেন। দেশের গান, মেহনতি মানুষের গান, সমাজ বদলের গান গেয়ে তিনি বিখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।





মানুষের জন্য গান- এই বিশ্বাসে তিনি ছিলেন অটল। যে কোনো সংকটে, যে কোনো রাজনৈতিক টানাপোড়েনে তিনি চারণ কবির মতো গান বেঁধে ফেলতেন। এমন যোগ্যতা আর কারও মধ্যে দেখা যায় না।

এই তো গত মে দিবসে তিনি চ্যানেল আইতে গান দিয়ে শুরু অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। গত বিজয় দিবসে বিজয়মেলায় তিনি সারাদিন লাল-সবুজ পোশাক পরে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আইতে।

বলতেন, করোনা থেকে সাবধান থাকতে হবে। ঘরেই বেশি সময় থাকা উচিত। সেই মরণঘাতী করোনায় আক্রান্ত হয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এই বেদনা ও ক্ষতি আমরা এখনই উপলব্ধি করতে পারব না। ফকির গানের বাদশা। তার অনন্ত যাত্রায় আমাদের সবার দোয়া।

২.

গণমানুষের শিল্পী, মেহনতি মানুষের শিল্পী... বাংলা গণসঙ্গীতের প্রবাদপুরুষ ফকির আলমগীর। তার কণ্ঠে আর কখনো রাজপথ প্রকম্পিত হবে না। মেহনতি মানুষের বজ্রমুষ্ঠি আর তার গান শুনে আকাশপানে উঠবে না। সংগীতের মাধ্যমে ফকির আলমগীর রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে, নেলসন ম্যান্ডেলার পক্ষে গান গেয়ে। কোথায় নেই তিনি?

ফকির আলমগীর সঙ্গীতের মাধ্যমে রাজপথে রেখেছেন শিল্পের ছোঁয়া আর শিল্পে তুলে এনেছেন রাজপথের গান। বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক আন্দোলনে তার গান ছিল অনন্য হাতিয়ার। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দসৈনিক হিসাবে তার উপস্থিতি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের করেছে উজ্জীবিত।

সত্তরের দশকে বাংলা আধুনিক গানে পাশ্চাত্যের ধারাকে যোগ করা ফকির আলমগীর বাংলা পপ গানের ধারার অন্যতম প্রবর্তক। তার গাওয়া গণসঙ্গীত আমাদের বাংলা গানকে ঋদ্ধ করেছে। প্রতিবাদী গানের শিল্পীদের দল হিসাবে তিনি গড়েছিলেন ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী।

৩.

আমার জানামতে ব্যক্তিজীবনে ১ হাজারেরও বেশি গান গেয়েছেন গণমানুষের কিংবদন্তি গায়ক ফকির আলমগীর। এর মধ্যে 'ও সখিনা', 'মায়ের একধার দুধের দাম' গানগুলো এতটাই জনপ্রিয় যে ফকির আলমগীরকে চেনেন না এমন মানুষও অন্তর থেকে এই গান গেয়ে ওঠেন। ১৯৮২ সালে বিটিভির আনন্দমেলায় প্রথম প্রচারিত হয় 'ও সখিনা' গানটি।

দেশের সব গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ফকির আলমগীর বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। নিজে গান রচনা করতেন এবং সময়কে ধারণ করে প্রতিবাদী গান গাইতেন, যা সাধারণ মানুষকে আন্দোলন-সংগ্রামে ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে প্রেরণা জোগায়।

ফকির আলমগীর চ্যানেল আই পরিবারের একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। নতুন কোনো গান তৈরি হলেই চ্যানেল আইতে আসতেন। চ্যানেল আইয়ের সকালের গানের অনুষ্ঠান, দুপুরের তারকাকথন অনুষ্ঠানের তিনি ছিলেন নিয়মিত শিল্পী। মেহনতি মানুষের প্রিয় শিল্পী ফকির আলমগীরকে লাল সালাম।

ফরিদুর রেজা সাগর : লেখক; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই

নতুন রূপে আত্মঘাতী বাঙালী



আবদুল মান্নান

বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে নীরোদ সি চৌধুরীর পরিচয় না-ও থাকতে পারে। কারণ এই প্রজন্মের বেশির ভাগ তরুণই পরীক্ষা পাসের জন্য পড়ালেখা করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়। ব্যতিক্রম তো কিছু আছে। কোনো এক তরুণকে কোনো একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলে সাধারণত উত্তর আসে 'পড়েছিলাম স্যার, এখন মনে নাই।' মনে হয় বর্তমান প্রজন্মের কাছে একটি ডিলিট বাটন আছে। পরীক্ষা শেষ তারপর ডিলিট বাটন টিপ দিলেই সব কিছু মুছে যায়। নীরোদ সি চৌধুরীর জন্ম বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে। পড়ালেখা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, স্কটিশ চার্চ কলেজ আর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। তাঁর ভালো লাগার মধ্যে অন্যতম ছিল পাশ্চাত্য জীবনধারা, যদিও তিনি ৫৭ বছর বয়সের আগে বিলাত যাওয়ার সুযোগ পাননি। তিনি অসংখ্য বই লিখেছেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'আত্মঘাতী বাঙালী'। তিনি সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন আজ থেকে শতবর্ষ পরে জানার আগে জানা উচিত আজ থেকে শতবর্ষ আগে বাঙালি কেমন ছিল। বলা বাহুল্য, তিনি বলতে চেয়েছেন আজ থেকে শতবর্ষ আগে বাঙালি অনেক উন্নত ছিল। শতবর্ষ পর বাঙালির যে দৈন্যদশা হবে তার জন্য বাঙালি নিজেকেই দায়ী করতে হবে। নীরোদ সি চৌধুরী বেঁচে ছিলেন প্রায় ১০২ বছর। বসতি গেড়েছিলেন অক্সফোর্ডে। শেষ জীবন পর্যন্ত লিখে গেছেন। ১৯৯২ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে।

পাঠক, মনে করবেন না আমি এখানে নীরোদ সি চৌধুরী সম্পর্কে লিখতে বসেছি। তা নয়। বসেছি এটা বলতে সম্প্রতি চট্টগ্রামের রেল ভবন এলাকায় একটি ৫০০ বেডের হাসপাতাল, একটি মেডিক্যাল কলেজ ও একটি নার্সিং ইনস্টিটিউট করার পরিকল্পনা নিয়েছে একটি সওদাগরি প্রতিষ্ঠান। তাকে হালাল করার জন্য প্রকল্পটিকে বলা হচ্ছে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। সঙ্গে আছে রেল কর্তৃপক্ষ আর সরকার। এর মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকারের আমলে সম্ভবত আর হয়নি। এরই মধ্যে চট্টগ্রামের নাগরিকসমাজ এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে।

একটু পেছনে ফিরে যেতে হচ্ছে। ১৯৯৭ সাল। আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ছিল ছোট। এর বড় অংশ ব্যয় হয় পরিবহন খাতে, যার মধ্যে শাটল ট্রেনের জন্য মাসে প্রায় দেড় লাখ টাকা ভাড়া। পরিবহন খাতের এই বিশাল ব্যয়ের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনো খাতে উন্নয়ন করা যাচ্ছিল না। সিন্ডিকেটে প্রস্তাব উঠল বর্তমান রেল ভবন এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর করলে এই বিশাল অঙ্কের ব্যয় বেঁচে যাবে, যা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক উন্নয়ন কিছুটা হলেও বেগবান হবে। ঠিক হলো এই প্রস্তাব নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শেখ হাসিনার সঙ্গে সিন্ডিকেট সদস্যরা দেখা করবে। দিনক্ষণ ঠিক হলো। আমার নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাবটি তাঁকে জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওই সুন্দর জায়গাটাকে নষ্ট করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য বাড়তি বরাদ্দ লাগলে তা দেওয়া হবে। তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। সেই মেয়াদে তিনি বাণিজ্য ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ নির্মাণের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছিলেন, আরো দিয়েছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের নতুন ভবন, আইটি ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্ব দেওয়ার পর আমি যখনই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ বরাদ্দ চেয়েছি তিনি কখনো না করেননি। এখন সেই রেল ভবন এলাকায় নাকি একটি হাসপাতালসহ সংশ্লিষ্ট আরো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান হবে। তা যদি হয় তা হবে প্রাচ্যের রানি বলে খ্যাত চট্টগ্রামের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার শামিল। স্বাধীনতার পর থেকে চট্টগ্রাম থেকে গন্ডায় গন্ডায় মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু কেউ চট্টগ্রামের উন্নয়ন নিয়ে তেমন একটা ভাবার প্রয়োজন মনে করেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম চট্টগ্রামের প্রয়াত মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী। তাঁর একটা বড় গুণ ছিল তিনি কোনো কিছু করার আগে কিছু মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তাঁর একটা পরামর্শক কমিটি ছিল। নিজে একজন সদস্য হিসেবে দেখেছি তিনি কিভাবে সদস্যদের মতকে গুরুত্ব দিতেন। চট্টগ্রামে এখন তাঁর মাপের কোনো নেতা নেই। নেতা আছেন অনেক, তবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ নেই। সব দলেই আছে লাগামহীন কোন্দল।

চট্টগ্রাম রেল ভবন একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা, যা বর্তমানে রেলের মধ্য মেধার কর্মকর্তারা অনুধাবন করতে পারবেন না। ১৮৫৩ সালে প্রথমবারের মতো রেল এসেছিল ভারতে, মূলত ভারত থেকে সম্পদ লুণ্ঠনের সুবিধার্থে। আর বাংলায় এসেছিল ১৮৯২ সালে। ভারতে রেল এসেছিল বেসরকারি কম্পানির হাত ধরে। বাংলায় রেললাইন বসিয়েছিল আসাম-বেঙ্গল রেল কম্পানি, যার সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রামের বর্তমান রেল ভবনে। এই দৃষ্টিনন্দন রেল ভবনটি নির্মিত হয়েছিল ১৮৭২ সালে। প্রথম রেললাইন বসেছিল ময়মনসিংহের ভৈরব থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত। এই রেললাইন বসানো হয়েছিল মূলত বাংলার ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য। চট্টগ্রাম বন্দরের পশ্চাদভূমি (হিন্টারল্যান্ড) সুদূর আসাম পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। এই রেলপথ দিয়ে আসামের চা আর সেগুন কাঠ, বাংলার পাট, সিলেট থেকে হাতির দাঁত প্রভৃতি জিনিস ইংরেজ বণিকরা তাদের দেশে নিয়ে যেত। বাংলার পাট দিয়ে গড়ে উঠেছিল ইংল্যান্ডের ডান্ডি শহর আর তার পাটশিল্প অঞ্চল। ভারত, আমেরিকা, চীন ও মিসরের তুলা দিয়ে গড়ে উঠেছিল ইংল্যান্ডের ল্যাংকাশায়ার বস্ত্রশিল্প শহর। আখ হতো আমেরিকায় আর তা মাড়াই করে চিনি হতো ইংল্যান্ডে। বিক্রি হতো আমেরিকায়। ব্রিটেনের উন্নয়নের পেছনে আছে তাদের উপনিবেশের অবদান। তাদের নিজেদের কিছু নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান বার্মা দখল করে নিলে চট্টগ্রামের পতন আসন্ন মনে হলে আসাম-বেঙ্গল রেলের সদর দপ্তর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আসামের ডিব্রুগড়ে। সব কর্মকর্তা-কর্মচারী লোটাকম্বল নিয়ে ছুটলেন আসাম। যুদ্ধ শেষে সদর দপ্তর আবার ফিরিয়ে আনা হয় চট্টগ্রামে। ১৯৪৭ সালের পর এই কম্পানির রেলব্যবস্থা পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। পাকিস্তান অংশের নামকরণ করা হয় ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে, পরে ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ে। চট্টগ্রামের রেল ভবন হয় সদর দপ্তর। এই পুরো এলাকাটি অনেকটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে একটি অসাধারণ দৃষ্টিনন্দন এলাকা। এখানে চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারের বাসভবন ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো অবকাঠামো ছিল না। রেল কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ ছিল দেখার মতো। রেল সদর দপ্তর ছাড়াও এখানে ছিল রেল কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের জন্য একটি চমৎকার হাসপাতাল। পরে সামনে আরেকটি বহুতল হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কারণে এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর হাত দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রেল সদর দপ্তর ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে চট্টগ্রামের রেল ভবন কিছুটা গুরুত্ব হারায়। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ ভবনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করে তাতে হাত দেয়নি। রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক আগের মতোই চলতে থাকে। পরিবেশ থাকে অক্ষুণ্ন। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভবনসহ এলাকাটিকে হেরিটেজ বা ঐতিহ্য ঘোষণা করে। খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলে রেল সড়কের দক্ষিণ অংশে এক দলীয় কর্মীকে একটি পেট্রলপাম্প করার অনুমতি দেন। পরবর্তীকালে আদালতের আদেশে তা সম্ভবত বন্ধ করা হয়। সকাল-সন্ধ্যা এই এলাকায় অসংখ্য মানুষ জগিং করে, ছেলেরা ফুটবল, ক্রিকেট খেলে। বিকেলে অনেকে এখানে সময় কাটায়। এই এলাকায় আছে প্রায় শ খানেক শত বছরের পুরনো শিরীষগাছ। চট্টগ্রামে এত জায়গা থাকতে চট্টগ্রামের ফুসফুসখ্যাত এই এলাকাটির ওপর দৃষ্টি পড়ল বেনিয়াদের। হাসপাতাল যদি করতেই হয় তাহলে একটু দূরে পাহাড়তলী পরিত্যক্ত হাজিক্যাম্পে নয় কেন বা কুমিরার পাহাড়ের ওপর ব্রিটিশ আমলে নির্মিত টিবি স্যানিটরিয়ামের মতো এত সুন্দর স্থান নির্বাচিত করা হলো না কেন? এর বাইরেও চট্টগ্রামে রেলের অনেক জমি আছে, যেখানে ১০টা হাসপাতাল বা কলেজ করা যেতে পারে।

আসলে যাদের মাথায় রেল ভবন এলাকায় এই হাসপাতাল করার কুবুদ্ধি এসেছে তারা এলাকাটি ধ্বংস করতে চায় নিজেদের স্বার্থে। এরই মধ্যে চট্টগ্রামের জনগণ এই অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রামের জনপ্রতিনিধিরা যদি এই উদ্যোগে শামিল হন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাতে পারেন, আমি নিশ্চিত রেল ভবন এলাকায় কোনো হাসপাতাল হবে না। সবাই জানে চট্টগ্রামের প্রতি তাঁর একটা দুর্বলতা আছে। তিনি নিশ্চয় চাইবেন না জনমতকে উপেক্ষা করে উন্নয়নের নামে চট্টগ্রামের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ হোক। যে চট্টগ্রামকে বলা হয় বিপ্লবের তীর্থভূমি, সেই চট্টগ্রামের মানুষ যদি একযোগে রেল ভবন এলাকায় এই তথাকথিত হাসপাতাল নির্মাণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন, তাহলে এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে না।

বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে নীরোদ সি চৌধুরীর পরিচয় না-ও থাকতে পারে। কারণ এই প্রজন্মের বেশির ভাগ তরুণই পরীক্ষা পাসের জন্য পড়ালেখা করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়। ব্যতিক্রম তো কিছু আছে। কোনো এক তরুণকে কোনো একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলে সাধারণত উত্তর আসে 'পড়েছিলাম স্যার, এখন মনে নাই।'

লেখক: বিশ্লেষক ও গবেষক

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

নেপালে প্রধানমন্ত্রী অলির যুগ শেষ



গৌতম দাস

নেপালের প্রধানমন্ত্রী খড়্গ প্রসাদ অলি বা কে পি অলি সাবেক প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। গত ২০১৮ সালের প্রথম নেপালি পার্লামেন্টের নির্বাচনে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন। তাও আবার সংসদের সিদ্ধান্ত বা তার নিজের পদত্যাগ ইত্যাদি এসবের কোনো কারণে নয়। ১২ জুলাই ২০২১, নেপালি সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে তিনি পদচ্যুত হয়েছেন। আর সেই সাথে নেপালি কংগ্রেসের শের বাহাদুর দিউবা গত ১৩ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর শপথ নিয়েছেন। এতে দেড়-দুই বছর ধরে অস্থিতিশীল হয়ে ওঠা নেপাল ও এর সরকার, নেপালি রাজনৈতিক দলগুলো অলির বিরুদ্ধে নানান অসন্তোষ ও অভিযোগ এসব কিছুর অবসান ঘটল। এ সময়ে বারবার অলির বিরুদ্ধে নিজ দল ও বিরোধীদের অভিযোগ ও অসন্তোষ জেগে উঠলেও তিনি বরং যেকোনো উপায়ে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করে হলেও ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করে গেছেন। এ সময়ে দু-দু'বার সংসদ ভেঙে দেয়া হয়েছে বলে প্রেসিডেন্টকে দিয়ে ঘোষণা করিয়েছেন। কিন্তু দু'বারই আদালত তার সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে দিয়েছেন। তাই আদালতের রায়ে অবৈধ ও ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাওয়া অলি এখন রাজধানী ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে। আর এই প্রথম দিউবা সরকার আগামী নির্বাচনের (২০২৩) আগে টানা দেড় বছর আইনগতভাবেই স্থিতিশীল ক্ষমতায় শাসন চালাতে পারবেন বলে নেপালের রাজনীতিবিদ ও সংশ্লিষ্টরা আশা দেখছেন। কিন্তু কেন এমন হলো? ২০১৮ সালে দুই কমিউনিস্ট পার্টি মিলে টু-থার্ড মেজরিটিতে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু এখন নেপালি কংগ্রেসই কিছু কমিউনিস্টের সমর্থনে সরকার গড়তে সক্ষম হলো কেন? এক নেপালি দৈনিকে শ্যাম শ্রেষ্ঠ নামে এক কমেন্টেটর যিনি বাম রাজনীতির দিকে চোখ রাখেন তিনি কে পি অলি সম্পর্কে মূল্যায়ন করে লিখেছেন, 'অলি ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহার করে ২০১৮ সালের নির্বাচনের রায়ে যে ঐতিহাসিক সুযোগ তাদের হাতে এসেছিল, তাকে হেলায় হারিয়ে ফেললেন। কারণ অলি এক দাম্ভিক, অর্থহীন একগুঁয়ে আর ইগো বা অহংবোধে আচ্ছন্নব্যক্তিত্ব।' বোঝা যাচ্ছে, যথেষ্ট শক্ত অবজারভেশন এবং সম্ভবত তা সবচেয়ে সঠিক!

অলির পুরনো রাজনৈতিক দল এক 'কমিউনিস্ট পার্টি' বলে পরিচিত। কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (ইউনাইটেড মার্কসবাদী-লেনিনবাদী), সিপিবির মতো দল হলেও কিন্তু এটি আবার নেপালের সেকালের পরিবেশে মূলত সংসদীয় ভোটে দাঁড়ানো দল। তাও নেপালে রাজতন্ত্রের আমলের (২০০৮ সালের আগের ২৪০ বছরের রাজতন্ত্র) এমন ভোটে দাঁড়ানো দলগুলো হতো রাজার দিকে মুখ চাওয়া দল; যদি রাজা তার দলকে সরকার গঠন করতে ডাকেন বা মন্ত্রিসভায় নেন, সেটি হতো তাদের সাফল্য; অর্থাৎ নেপাল তখন নাগরিকের হাতে ক্ষমতার রাষ্ট্র নয়, রাজার মালিকানাধীন এক কথিত রাষ্ট্র নেপাল। তাই তাতে ওই সব দলের নামে কমিউনিস্ট শব্দ থাকুক কিংবা কংগ্রেস দল হোক কী-ই-বা আর আসে-যায়। আসা-যাওয়ার কোনো কারণ নেই, এমনই দল ছিল সেগুলো।

কিন্তু সেকালে নেপালের রাজার সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্ক-ভারসাম্য এমন থাকলেও তাতে ব্যাপক ফাটল ধরে ও পরিবর্তনের সূচনা করেছিল ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির পর থেকে। কারণ ওই বছর থেকে আরেক কমিউনিস্ট দল যারা 'মাওবাদী' নামেই বেশি পরিচিত; আনুষ্ঠানিক নাম তাদের যাই হোক না কেন, তাদের নাম নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) বা কখনো এদের নাম ছিল নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী-কেন্দ্র)। একে অনেক নাম নিতে হয়েছিল, কারণ কোনো ছোট গ্রুপ মূল দলের ভেতর অঙ্গীভূত হলেই নামের একটু পরিবর্তন করা হয়েছে, এমন।

এসব মাওবাদীই নেপালের রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন বা ভারসাম্যে পরিবর্তন এনেছিল। অথচ অন্য সবাই যেখানে আইনি রাজনৈতিক দল, মাওবাদীরা ছিল জন্ম থেকেই সশস্ত্র দল। শুধু তা-ই নয়, এরাই ১৯৯৬ সালে দাবি তুলে ছিল যে, নেপালের রাজতন্ত্র উৎখাত করে একটি রিপাবলিক মানে 'গণপ্রজাতান্ত্রিক নেপাল রাষ্ট্র' কায়েম করতে হবে। এ লক্ষ্যে তারা শেষে ২০০৮ সালের জুনে নেপালে রাজতন্ত্র উৎখাত করে আর এতে একটি রিপাবলিক মানে গণপ্রজাতান্ত্রিক নেপাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পথ খুলে যায়। তবে এরই মধ্যে রাজার আমলের পুরনো দলগুলোর সাথে মাওবাদীসহ সবাই ২০০৬ সাল থেকেই আইনি (প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনের দল) দল হিসেবে নিজেদের যৌথ অবস্থান প্রকাশ করে নিয়েছিল। এর ভেতর দিয়েই মাওবাদী দলের প্রধান পুষ্পকমল দাহাল-ও ক্রমেই প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেন।

কিন্তু তবু একটা ট্র্যাজিডি নেপালের রাজনীতিকে সবসময় অস্থির করে রেখেছে। তা হলো আজ পর্যন্ত নেপালের রাষ্ট্র গড়ার কাজে যতটুকু অর্জন বা অগ্রগতি হয়েছে, এতে সবচেয়ে বড় অবদান মাওবাদীদের হলেও এই দলের নির্বাচনী ভাগ্য খুবই খারাপ। নেপালে ২০০৮ ও ২০১৩ সালে দু-দু'বার কনস্টিটিউশন প্রণয়নের প্রতিনিধি নির্বাচন হয়েছিল। প্রথমবার ভারতের প্ররোচনায় ও প্রভাব হস্তক্ষেপে পড়ে প্রতিনিধি সভা নির্ধারিত সময়ে কনস্টিটিউশন প্রণয়নে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই নেপালি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তারা দ্বিতীয় সুযোগ (২০১৩) পেয়েছিলেন। পরে ২০১৫ সালে কনস্টিটিউশন রচনা সমাপ্ত ও গৃহীত হওয়ার ঘোষণা দেয়ায় ভারত প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। পরে ২০১৮ সালেই নেপালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এসব নির্বাচনে কখনোই মাওবাদী দল একা সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ মানে পঞ্চাশ ভাগের বেশি আসন দখল করতে পারেনি। অথচ নেপাল এত দূর আসতে যত দেশী-বিদেশী বাধা নেপাল পার হয়েছে, তাতে দাহালের ভূমিকা সবার ওপরে, বিশেষ করে অন্য দলগুলোকে সাথে নিয়ে সঙ্কট মোকাবেলার মূল অর্গানাইজার হিসেবে দাহালই ভূমিকা রেখেছেন।

রাজা উৎখাতের পরে ২০০৮ সালের প্রথম নির্বাচনে মাওবাদীরা জিতে ২৯.২৩ শতাংশ আসন, যদিও এটি মূল তিনটি দলের মধ্যে একক সর্বোচ্চ। অন্য দুই দল নেপালি কংগ্রেস পেয়েছিল ২১.১৪ শতাংশ আর অলির দল পেয়েছিল ২০.৩৩ শতাংশ; অর্থাৎ মোট ৬০০ আসনের মধ্যে দল তিনটির আসনসংখ্যা হিসাবে ফল যথাক্রমে ২০০, ১১০ ও ১০৩।

নেপালের রাজনীতিতে ২০০৮ সাল থেকেই ভোটের ফলের এই 'ত্রিভঙ্গ অবস্থা' মানে তিন দলের তিন ভাগে বিভক্ত ভোট, কেউই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না- এটি ২০০৮ সাল থেকে আজো একই অবস্থা বজায় থেকেছে; যদিও ২০১৩ সালের দ্বিতীয়বারের কনস্টিটিউশন সভার প্রতিনিধি নির্বাচনে সেবার নেপালের ভোটাররা মাওবাদীদের ওপর শুধু না, সামগ্রিক রাজনীতির ওপর প্রচণ্ড আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। এর প্রতিফলনে ফল হয়েছিল নেপাল কংগ্রেস ১৯৬, অলির দল ১৭৫ আর মাওবাদী হয়ে যায় মাত্র ৮০ আসন।

নেপালি কংগ্রেস মানে হলো ট্র্যাডিশিনাল ও বয়স্কদের দল; তুলনায় মাওবাদীরা তরুণ ও বিপ্লবীদের সমর্থক ভোটারদের দল; এভাবে হয়তো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ভারতের প্ররোচনায় প্রথমবারের প্রতিনিধি সভা নির্ধারিত সময়ে কনস্টিটিউশন প্রণয়নে ব্যর্থ হওয়ায় মানে রাজতন্ত্র ভেঙে দেয়ার পরও নিজ রিপাবলিক রাষ্ট্র গড়ে নিতে ব্যর্থতা দেখে তারা প্রচণ্ড হতাশ হয়ে যায়- এরই প্রতিফলন ছিল ২০১৩ সালে ফল। কিন্তু তিন দলের কেউই যে একাই পঞ্চাশ ভাগের বেশি আসন পার হতে পারেনি, সেই ধারা ২০০৮ সালের মতো এখনো বজায় আছে।

তবে সেবার অন্য একটি বড় ইতিবাচক দিক ছিল। তা হলো দাহালের উদ্যোগে এই তিন দল শপথ নেয় যে, একটি কনস্টিটিউশন প্রণয়নের কাজ শেষ করা অবধি তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে; ভারতের দিকে তাকাবেও না; যোগাযোগ সম্পর্ক করবে না। এর ফলেই ভারতকে চরমভাবে পরাস্ত করে এই তিন দল (যারা একত্রে ৭৫ ভাগ আসনধারী) ২০১৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নেপালের কনস্টিটিউশন প্রণয়ন সম্পন্ন ও গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষণা দিতে সক্ষম হয়। এটি ছিল ভারতের প্রকাশ্য বিরোধিতা ও উপেক্ষা। কারণ নেপালের এই কনস্টিটিউশন প্রণয়ন কেমন হবে তা নিয়ে ভারত দাবি, শর্ত বা চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে ভারতের সাথে নেপালের সমতলী সীমান্ত এলাকার 'মাধোসি ও তরাই অঞ্চলের' মুখপাত্র সাজতে চাইছিল ভারত।

কিন্তু নেপালের কনস্টিটিউশন প্রণয়ন সম্পন্ন ও গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষণা ভারত ঠেকাতে না পেরে শেষে ল্যান্ডলকড নেপালে যেখানে বাইরের পণ্য প্রবেশ করতে গেলে ভারতের অনুমতি ও সহযোগিতা লাগে- এরই ফিজিক্যাল বাধা তৈরি করে ভারত। তারা স্থলবন্দর বন্ধ করে দেয়। ফলে জ্বালানি তেল বা রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারসহ যা ভারতের স্থলবন্দর দিয়ে সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ ছিল, সেসবের যেকোনো পণ্যবাহী ট্রাক অবরোধ করে রাখে ভারত।

এ ঘটনায় প্রতিক্রিয়ায় নেপালের রাজনীতিক সমাজে এক ব্যাপক পোলারাইজেশন ঘটে গিয়েছিল। দল নির্বিশেষে নেপালের নাগরিকমাত্রই ভারতবিরোধী হয়ে ওঠে। এমনকি নেপালি কংগ্রেসও যাকে সবচেয়ে ভারতঘেঁষা মনে করা হয়, সেও। কথাটা এমন হয়ে যায় যে, কারো বাসায় রান্না হয়নি ভারতের কারণে। কারণ ভারতীয় গ্যাস বন্ধ। যেখানে নারীদের দুর্দশা সবার উপরে। কারণ পরিবেশ রক্ষার চাপে থেকে পাহাড়ের পাতা বা কাঠ টোকানি জ্বালানিতে রান্না তাদের বহু আগেই ত্যাগ করতে হয়েছিল। আর তারা অভ্যস্ত হয়েছিল ভারতীয় সিলিন্ডার গ্যাসে। অথচ তখনকার ভারতীয় অবরোধের দিনে চাইলেই আবার সে কাঠ টোকানি আর চুলার দিনে ফেরত যাওয়া খুবই কঠিন।

এ দিকে সে সময় কনস্টিটিউশন চালুর পরে নেপালে তিন দলীয় বোঝাবুঝি অনুসারে, সরকার গড়ার পালা অলির দলের। তিনি ক্ষমতায় এসেই ভারতবিরোধী প্রবল সেন্টিমেন্ট সফল ব্যবহারকারী হয়ে ওঠেন আর এতে নিজের দলের সাংগঠনিক ভিত্তি বাড়িয়ে নেন। হয়ে ওঠেন ভারতবিরোধী জনতার কণ্ঠস্বর। আর তিন দলই সিদ্ধান্ত নেয় এই প্রথম চীনের সাথে নেপালের যোগাযোগ সম্পর্কের। কারণ অন্তত জ্বালানিসহ পণ্য আমদানির বিকল্প উৎস নেপালের লাগবেই। ছয় মাস টানা অবরোধের পরে ভারত, ওদিকে চীনের আগমন টের পেয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু তত দিনে চীন নেপালে প্রবেশ সম্পন্ন করে ফেলেছিল। তখন থেকেই এক নতুন নেপাল : এখান থেকেই নেপাল একেবারেই বদলে যায়; যাকে বলা যায় একেবারেই ভারতের হাতের বাইরে চলে যাওয়া। আর বিপরীতে চীনের প্রভাব দ্রুত বেড়েই চলে, অথচ ভারত নিজের পায়ে কুড়াল না মারলে এমন হতো না। চীন শুধু পণ্য সাপ্লাইয়ের বিকল্প প্রধান উৎসই নয়। এমনকি বিভিন্ন অবকাঠামোর বিনিয়োগদাতা অবশ্যই। চীনের নিজের সড়ক হাইওয়ে বা হাইস্পিড ট্রেন লাইনের সাথে (কাঠমান্ডু পর্যন্ত) প্রায় শত কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ ও নতুন রেল পেতে দিয়ে নেপালকেও চীনের নিজের অবকাঠামোর সুবিধার হাত বাড়িয়ে দেয়। এখানেই শেষ নয়।

তত দিনে চীন নেপালের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্টদের বন্ধু হয়ে উঠেছিল। তাই কনস্টিটিউশন চালু হওয়ার পর ২০১৮ সালের প্রথম নির্বাচন লড়তে দুই কমিউনিস্ট দল একদল হয়ে গিয়ে লড়ুক, এ পরামর্শ দেয় চীন। আপাত ফল হয় মারাত্মক। যৌথ দল দু-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করেছিল। দল দুটো এক হওয়ার প্রক্রিয়ার শুরু ঘোষণা দিয়ে (আইনগতভাবে একদল না হয়েই) ওই নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। ফলে আইনত ওটা নির্বাচনী জোটের বিজয় ছিল। দাহাল ও অলি দল দুটোর পক্ষ থেকে যৌথ প্রেসিডেন্ট, এভাবেই যাত্রা শুরু করেছিল। কথা ছিল একজন দলীয় সভাপতি হলে অন্যজন প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু অলি সেটি কখনোই বাস্তবায়ন করতে রাজি হননি, নানা অজুহাতে।

এ ব্যাপারে অলির ট্র্যাক রেকর্ড খুবই খারাপ। তিনি কারো সাথে চলা, ক্ষমতা শেয়ার করা, সিদ্ধান্ত শেয়ার ইত্যাদি এসব কোনো কিছু করতেই অভ্যস্ত বা আগ্রহী নন। তাই বিরোধ বাড়তে থাকে। কিন্তু ততই চীনের পরামর্শও বাড়তে থাকে কোনো সঙ্ঘাত বা বিরোধ না করতে।

খুব সম্ভবত চীনের অনুমিত কমিউনিস্ট পার্টি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে চেয়েছিল। তাই ২০১৮ সালের বিজয়ের পরে শুরু হওয়া বিরোধটাকে টেনে আজ প্রায় তৃতীয় বছরে টেনে শেষ করা হলো। তবে এত লম্বা টান-টানি যে অর্থহীন ছিল তা হয়তো চীন এখন স্বীকার করবে। আর তা ছাড়া নেপালে দুই কমিউনিস্ট দলের এক না হতে পারার বিরোধে চীনের সংশ্লিষ্টতা বিরাট দৃষ্টিকটুভাবে হাজির হতে শুরু করেছিল, যা চীনের পক্ষে যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী অলি সব মিলিয়ে নিজ দলকে (তত দিনে তা এক দল) অমান্য করেই এককভাবে ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু একা সব সিদ্ধান্তে চলা ব্যক্তিত্ব অলির সাথে থাকা তার দলের লোকজন তত দিনে তাকে ছেড়ে দাহালের পক্ষে চলে যায়। একপর্যায়ে অলি নিজের ক্ষমতার বিপদ বুঝে এবার ভারতবিরোধী অলি ভারতের দ্বারস্থ হন। ভারতের 'র'-এর প্রধানকে প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে দাওয়াত করে এনে সারা দিন মিটিং করেন। উদ্দেশ্য ছিল, নেপালি কংগ্রেসের সমর্থনে নতুন সরকার গড়া। কিন্তু তত দিনে কংগ্রেস দলের ভেতরেও উপদল থাকায় তা তত জমে ওঠেনি। বরং কমিউনিস্টদের যে অংশ নেপালি কংগ্রেসকে সমর্থন করবে, তাদের সাথেই তারা সরকার গঠন করবে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। কিন্তু বহু সংসদ সদস্য কেনাবেচা, অধ্যাদেশ জারি করে কনস্টিটিউশন বদলে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী রাখার চেষ্টা- এসব কিছুর শেষে নেপালের সুপ্রিম কোর্ট অলির এসব তৎপরতাকে অবৈধ বলে ঘোষণা দেয়ার পর এবার নেপালি কংগ্রেসের শের বাহাদুর দিউবা গত ১৩ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের পথ খুলে যায় এবং তিনি এখন নেপালের প্রধানমন্ত্রী।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কে পি অলির রাজনৈতিক জীবন এরপর আর তত গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকবে না। এ দিকে চীনের অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়ে ফেলা যে অপ্রয়োজনীয় ছিল, অনুমান করি চীন তা এখন অনুভব করবে ও শিক্ষা

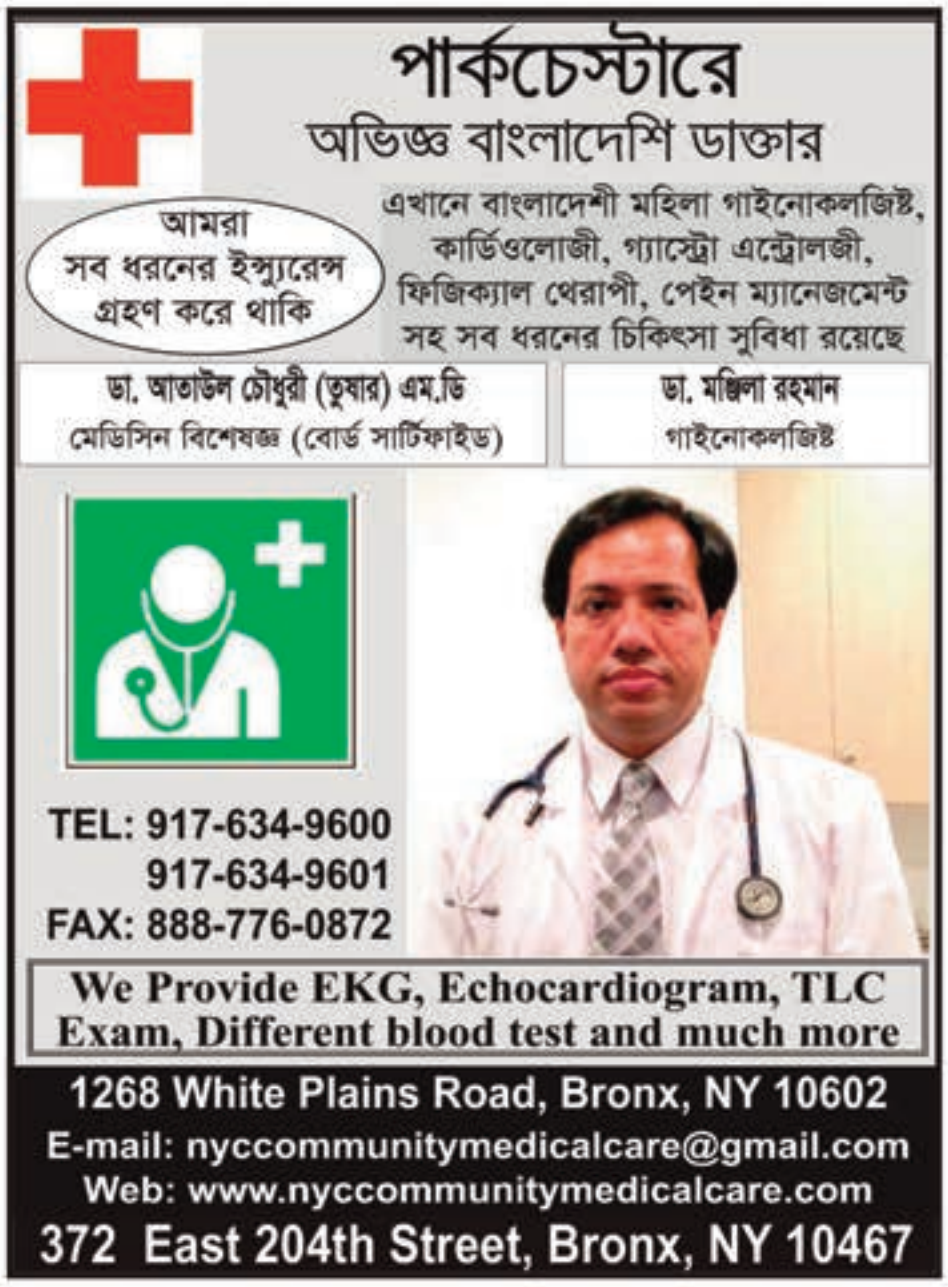


প্রধানমন্ত্রী অলি সব মিলিয়ে নিজ দলকে (তত দিনে তা এক দল) অমান্য করেই এককভাবে ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু একা সব সিদ্ধান্তে চলা ব্যক্তিত্ব অলির সাথে থাকা তার দলের লোকজন তত দিনে তাকে ছেড়ে দাহালের পক্ষে চলে যায়। একপর্যায়ে অলি নিজের ক্ষমতার বিপদ বুঝে এবার ভারতবিরোধী অলি ভারতের দ্বারস্থ হন।


প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন
STAR
Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com


গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com


Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ধ্বজভঙ্গ * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিস্টাইটিস *স্বরভঙ্গ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাটাক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।


পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি
এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট,
কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী,
ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট
সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে
ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)
ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট
TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872
We Provide EKG, Echocardiogram, TLC
Exam, Different blood test and much more
1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467


ALL YOUR NEED REAL ESTATE
BUYING & SELLING.
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!
Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com
Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent
Each Office is Independently
Owned and Operate
MLS


ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়াল এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবহরেশরনস্তরগড়েমসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঋৎ ঙ ইধহবব ঋধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ পধফধনড়ভড়ঁমযা জড়মফ
উঢ়ঢ়রষ ঊধষষু, চঙ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

কোরবানি ও করোনা, হজ ও অলিম্পিক

মীযানুল করীম

এবারো হজে যেতে পারলেন না বাংলাদেশসহ বিশ্বের লাখ লাখ মুসলমান। গত বছরের মতো এবারো এর কারণ অভিন্ন, করোনা মহামারীর প্রচন্ড প্রকোপ। কবে তারা পবিত্র হজ পালন করার মতো বিরাট ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন, পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানেন না। এর মধ্যে অনেকে হয়তো পৃথিবী থেকেই চিরবিদায় নেবেন মহাকালের অনিবার্যতায়। হজ ইসলামের পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভতুল্য মূল বিষয়ের একটি। এটি যে প্রধানত মক্কা শরিফে অনুষ্ঠিত হয়, সবার জানা। আর সে শহর (সেই সাথে রাসূলুল্লাহ সা:-এর রওজা মোবারক যেখানে, সেই মদিনা শরিফও) রাষ্ট্র হিসেবে সৌদি আরবে অবস্থিত। এটিও সবাই জানেন। হজের ব্যাপারে আলাদা একটি সৌদি মন্ত্রণালয় রয়েছে, যার কাজ চলে সারা বছর। এবার তারা বাংলাদেশকে যথাসময়ে কোনো কিছু জানাতে না পারলেও এ দেশের কিছু মুনাফালোভী ব্যক্তি হজে লোক পাঠানোর নামে অন্যায়ভাবে ব্যবসায়িক তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিলেন। সরকারের কঠোরতা ও মানুষের সচেতনতায় তারা এগোতে পারেননি। না হয় দেখা যেত, অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে তাদের মিথ্যা আশ্বাসের ফাঁদে পা রেখে অনর্থক প্রচুর টাকা পয়সা খুইয়ে আফসোস করছেন। কারণ নিয়ম-মাফিক সৌদি সরকার সবাইকে জানিয়েছে, 'এবারো সে দেশের বাইরের কেউ হজে শামিল হতে পারছে না এবং সে দেশে অবস্থানরত যারা এবার এ সুযোগ পাবেন, তাদেরও কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।' আর করোনার টিকার বিষয়ে আগে থেকে কঠোরতা তো আছেই। তা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এক দিকে হজের সমস্যা; অন্য দিকে 'অলিম্পিক' নিয়ে টানাটানি। এটিকে 'পরিস্থিতিজনিত টানাপড়েন' বলাই উত্তম। ঞযব এৎবধঃবংঃ ঝযড়ড়ৎহ উধৎঃয বলা হয় অলিম্পিককে। কিন্তু গত বছরের এ বৈশ্বিক ক্রীড়া উৎসব ২০২১-এ গড়ালেও অনিশ্চয়তার দোলাচলে অনেকেই দুলেছেন। জাপানিরা জাতি হিসেবে বাংলাদেশীদের চেয়ে কম ক্রীড়াপাগল নন। তবুও তারা মিছিল করে দাবি জানিয়ে বলেছেন, 'অলিম্পিকের আগে জীবন। তাই মহামারী ঠেকাতে হবে সর্বাগ্রে; অন্যথায় অলিম্পিক বন্ধ থাকবে। আমরা করোনার টিকা চাই; অলিম্পিক চাই না।'

এ দিকে অলিম্পিক ভিলেজে করোনা অণুজীবের সংক্রমণ বাড়ছে। কয়েকটি দেশের প্রতিযোগী ও কর্মকর্তারা এরই মধ্যে কোভিডে আক্রান্ত ও অসুস্থ। এর মধ্যে ব্রাজিলের নাম প্রথমেই। এমনকি 'সর্বশ্রেষ্ঠ পরাশক্তি' যুক্তরাষ্ট্রের টিমেরও রেহাই নেই। রেহাই মেলেনি দক্ষিণ আফ্রিকার। উল্লেখ্য, ব্রাজিলে এমনিতেই করোনায় মারা যাচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ (যুক্তরাষ্ট্রের পরই)। নেইমারের দেশ ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান রাষ্ট্র, যা আমাদের বাংলাদেশের প্রায় ৭৫ গুণ বড় এবং বিশ্বের বৃহত্তম অরণ্য এ দেশেই। একটি পত্রিকা অলিম্পিকের আগেই খবর দিয়েছে, 'টোকিওর অলিম্পিক ভিলেজে করোনাভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শনিবার (১৭ জুলাই) একজন আক্রান্তের খবর বেরিয়েছিল। এবার নতুন করে দুই অ্যাথলেট করোনায় আক্রান্ত হলেন। বার্তা সংস্থা এএফপি এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। টোকিও অলিম্পিকের মুখপাত্র মাসা তাকায়া জানিয়েছেন, করোনায় তিনজন একই দেশের ও একই ক্রীড়া ডিসিপ্লিনের। তাদের রাখা হয়েছে আইসোলেশনে।' যা হোক, মোট অন্তত ২৬ জন অলিম্পিক ভিলেজে করোনা আক্রান্ত বলা হয়েছে। যেভাবে এর সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে শেষ পর্যন্ত কী অবস্থা দাঁড়ায়, তা বলা যায় না।

মহান স্রষ্টা আমাদের শিক্ষার জন্য মহামারীর মাধ্যমে মহামার দিচ্ছেন হয়তো। তবুও ইউরো আর কোপা আমেরিকা নিয়ে এই বাংলাদেশে মাতামাতি কম নয়। রংপুরের এক গরু বেপারির নাম 'অলিম্পিক মিয়া' জেনে হাসতে পারেন। এর চেয়েও হাস্যকর হলো, কোপা আমেরিকা নিয়ে একজন অন্যজনকে কোপাতে পর্যন্ত আমরা দ্বিধা করি না। যেমন- নেইমার ভক্তের মার খেয়ে বি-বাড়িয়ায় একজনের প্রাণ পর্যন্ত চলে গেছে। সত্যিই, কী বিচিত্র প্রজাতি এই বাঙালি। নিজের দেশের বিশ্বকাপে ফুটবল খেলার খবর নেই; অথচ ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনা নিয়ে জোশের কমতি নেই। আর্জেন্টিনার ম্যারাডোনা একবার 'বাংলাদেশ' কী জিনিস জানতে চেয়ে বলেছিলেন, 'ডযধঃ রং ইধহমষধফবংয'?

ঈদের এক দিন আগে কোনো মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছিল, 'এবার শেষ দিকে রাজধানীর পশুর বাজার জমে উঠেছে। গরুর দাম সন্তোষজনক বলে ক্রেতারা সন্তুষ্ট।' এর বিপরীতে কোনো কোনো মিডিয়া বলেছে, 'কোরবানির পশুর দাম চড়া। তাই ক্রেতারা বেশি দাম দেখে হতাশ।' মিডিয়াগুলো 'অন্ধের হস্তিদর্শন'-এর মতো নিজ নিজ অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেও টিভির শ্রোতা আর পত্রিকার পাঠকরা পড়েন নিদারুণ সমস্যায়। তারা কার কথা বিশ্বাস করবেন?

আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগের কথা মনে পড়ল। আমার বাসার কাছে একটি পুকুরে পাওয়া গিয়েছিল জনৈক যুবকের লাশ। এমন সাঙ্ঘাতিক ঘটনা সেখানে সম্ভবত- এটিই প্রথম। পরদিনের পত্রিকাগুলো দেখতে থাকি এ মর্মান্তিক ঘটনার প্রকৃত খবর পড়ার জন্য। সব পত্রিকাই পুলিশের একই সূত্রের উল্লেখ করে সংবাদ ছাপিয়েছে। কিন্তু এর বয়ান ভিন্ন ভিন্ন। খবরের উৎস অভিন্ন, ঘটনাও ভিন্ন নয়; তা হলে ঘটনার কারণ বা বিবরণ ভিন্ন হয় কিভাবে? তবুও তা হলো। একাধিক মিডিয়ার একাধিক বয়ান দেখে হতভম্ব। শেষাবধি বুঝতে পারলাম না, আলোচ্য যুবকের লাশ সে পুকুরে কিভাবে এলো কিংবা তার মৃত্যু কেন ও কেমন করে হয়েছিল? এ অবস্থা থেকে জনগণের মুক্তি পাওয়া অবিলম্বে দরকার; অন্যথায় ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকগুলো যেমন একই রোগীর একই বিষয়ে রিপোর্ট দিচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন (এমনকি পুরুষকে নারী বানায়) আর হারাচ্ছে মানুষের আস্থা, তেমনি গণমাধ্যমও জনগণের আস্থা বেশি দিন ধরে রাখতে পারবে না। এমনিতেই গণ-আস্থা মিডিয়ার প্রতি কমছে (যদিও বিক্রি বা কাটতি সে তুলনায় কমেনি); এখন আস্থা যতটা আছে, তা ধরে রাখা দরকার। মনে পড়ল, পত্রিকায় একবার ছিনতাইয়ের সংবাদে 'ডাকুয়া' মসজিদের উল্লেখ ছিল, আসলে নামটি ছিল তাকওয়া মসজিদ। কোথায় তাকওয়া বা খোদার ভয় আর কোথায় ডাকুয়া অথবা ডাকাত। পত্রিকায় আরেকবার 'আ. কা. মোল্লা' লেখা হলো 'আহকাম উল্লাহ'কে।

হবিগঞ্জের এক জায়গায় বিদ্যুৎস্পর্শে একজনের এবং ঝিনাইদহের এক গাঁয়ে সাপের কামড়ে নানী-নাতির মৃত্যু হয়েছে। ঈদের দিন এসব খবর টিভিতে প্রচারিত হলো। বিদ্যুৎ প্রাণহীন বস্তু এবং সাপ ইতর প্রাণী বা সরীসৃপ। কিন্তু সৃষ্টির সেরা মানুষ ঈদের সুমহান শিক্ষা ত্যাগ ও সংযম এবং আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ কতটা শিখতে পেরেছে? তা যে পারেনি, এরই নমুনা একই টিভি নিউজের আর দু'টি সংবাদ। একটি হলো, এবার ঈদের দিন পটকা ফোটানোকে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে জনৈক কলেজছাত্রকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। অপর খবরটি হলো, গোপালগঞ্জে ফুটবল খেলা উপলক্ষে দুই গ্রাম পরস্পর ঝগড়ায় জড়িয়ে সংঘর্ষ বাধায় যাতে আহত হয়েছে শতাধিক লোক। তা ছাড়া ঈদের দিনে বিভিন্ন অঘটন তো আছেই এ দেশে।

ঈদ মানেই কোলাকুলি-গলাগলি আর সালাম-কালাম। গত বছর থেকে মহামারী করোনাভাইরাস কেড়ে নিয়েছে এ দু'টি জিনিস। এখন ঈদের সময়েও মুখে থাকে হাসির বদলে উৎকণ্ঠা। টিভিতে দেখা গেছে, এবারো কোনো





কোনো দেশে ঈদ জামাত শেষে যথারীতি কোলাকুলি। এমনকি অনেক প্রবাসী বাংলাদেশীও তা করতে ভোলেননি। এ দিকে বাংলাদেশে যেন কোলাকুলি ও করমর্দন বিদায় নিয়েছে।

সারা বিশ্বে একই দিন ঈদ করা, তথা সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে ঈদের নামাজ ও কোরবানি আদায় বাংলাদেশে একটি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। তবে এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের নীরবতা এবং সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার প্রেক্ষাপটে দিন দিন এই প্রবণতা বাংলাদেশে বাড়ছে। এবার দেশের মধ্যে উত্তরে ঠাকুরগাঁও থেকে দক্ষিণে পটুয়াখালী, পশ্চিমে সাতক্ষীরা থেকে পূর্বে চাঁদপুর এবং বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল মাদারীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় অনেকে এক দিন আগেই ঈদুল আজহা পালন করেছে সৌদি রাষ্ট্রের সাথে মিল রেখে।

বর্তমানে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মাস্ক। তবে বাংলাদেশের মানুষ এর পরিধানে অনভ্যস্ত এবং এর প্রতি যেন তারা খড়গহস্ত। তেমনি তারা চায়না স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে। পত্রিকার খবর, অনেক জায়গায় মানুষ মাস্ক পরলেও স্বাস্থ্যবিধি মানে না। তারা হয়তো অতি সামাজিক, তাই 'সামাজিক দূরত্ব' বজায় রাখছে না। বরং এটিকে একটা 'অসামাজিক' কর্ম বলেই তারা মনে করে। তবে ধূমপায়ীদের দৌরাত্ম্যে যেভাবে ডাবল মাস্ক পরা অধূমপায়ী লোকজনও অতিষ্ঠ, তার আশু অবসান হওয়া জরুরি, সামাজিক দূরত্ব তো ৩ ফুটের; আর সিগারেট সেবনের ধোঁয়া বোধহয় অনায়াসে ৫-৬ ফুটও পেরিয়ে যায়। যারা ধূমপানের পশ্চাতে দিনে ৪০-৫০ টাকা খরচ করে ফেলে নির্দ্বিধায়, তারা একটি মাস্কও বুঝি কিনতে পারে না? আসলে নিজের ইচ্ছাই মূল কথা। আমাদের সমাজে যাদের সচেতন থাকার কথা, তারাই অসচেতন। তা হলে অন্যদের কথা আর কী বলা যায়? মাস্কের বেলায়ও একই কথা। শিক্ষিত সচ্ছল লোকজনও এটি পরিধান করা সম্পর্কে উদাসীন ও অনিচ্ছুক। অনেকে বিনা পয়সায় মাস্ক পেলে বড়জোর কানে ঝোলান বা থুতনিতে নামিয়ে রাখেন। তবুও গাঁটের পয়সা দিয়ে একটি মাস্ক কিনবেন না কখনো। আর যারা নিয়মিত মাস্ক পরেন; স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন এবং সামাজিক দূরত্ব বরাবর বজায় রাখেন, তারা যেন এসব করে 'অপরাধ' করে ফেলেছেন। অথচ খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'স্বাস্থ্যবিধি না মানলে হাসপাতাল বাড়িয়ে কিংবা হাজার হাজার ডাক্তার নিয়োগ করেও মহামারী ঠেকানো যাবে না।'

এ দিকে কোরবানির গরুর বাজার নিয়ে বিপাকে পড়ার দশা হয়েছিল অনেক ক্রেতার। কারণ এক দিকে অনলাইন প্লাটফর্ম খুলে কর্তৃপক্ষের ব্যাপক প্রচারণা ডিজিটাল পশু ক্রয়ের জন্য। অন্য দিকে সরকারের আওতাধীন সিটি করপোরেশনগুলো অফলাইন বা পশুর বাস্তব মার্কেট ইজারা দিয়ে পশু বিক্রির হাসিল আদায়ের তোড়জোড়। এবার কোরবানির গরু ৫০ শতাংশ আগেভাগেই খামার থেকে বেঁচে ফেলার প্রচারণা। আবার এই অনলাইন পশু বিক্রি ১০ শতাংশও না হওয়ার প্রপাগান্ডা!

এমনিতেই মহামারীর ভয়ে সবাই কাঁপছেন, তার ওপর মেঘ বৃষ্টি বাতাস মিলে বর্ষার বিশ্রী আবহাওয়া। এর মধ্যে ১৯ জুলাই সকালে টিভি খুলতেই কয়েকটি খবরে মন সত্যিই আরো খারাপ হয়ে গেল। প্রথমত, দেশে ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ডতুল্য ২৩১ জনের মৃত্যু কোভিডের কারণে। দ্বিতীয়ত, ইরাকের রাজধানী বাগদাদে আত্মঘাতী হামলায় কমপক্ষে ৩৫ জন নিহত। তৃতীয়ত, পাকিস্তানে সড়কে প্রচণ্ড দুর্ঘটনায় হতাহত প্রায় ৭৫ ব্যক্তি- এর মধ্যে নিহতই ৪০ জন অন্তত! এর সাথে বাংলাদেশের আবহাওয়া অফিস জানিয়ে দিলো, ঈদের দিন বৃষ্টি হবে। এটি ঈদ-পরবর্তী কড়া লকডাউনঘটিত 'মেন্টাল ব্রেকডাউন' বাড়িয়ে দেয়।

এবার অসংখ্য মানুষের ঈদের আনন্দ ছিল না। যে লাখ লাখ মানুষ ঢাকা থেকে নাড়ির টানে বাড়ির দিকে ছুটে গেলেন ছুটি পাওয়া-না পাওয়ার কথা না ভেবেই, তাদেরও আনন্দের চেয়ে উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক ছিল অধিক। এ উৎকণ্ঠা সময়মতো ও কম দুর্ভোগ পোহানোর মধ্য দিয়ে বাড়ি যাওয়া; আর এ আতঙ্ক শহরে সম্ভাব্য কঠোর লকডাউন এবং কর্মচ্যুতি ও অনাহার, তা ছাড়া পথের নানা দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার ভয়ে। স্মর্তব্য, এবার ঢাকায় বহু সাধারণ মানুষ আর্থিক অনটন ও কঠোর লকডাউনের সম্ভাবনার দরুন বাড়ি যায়নি। তাদের এই কোরবানির স্বীকৃতি দিতে হবে। তারা আমাদের এই সমাজের বিরাট অংশ।

আর কোরবানির ঈদে কেন 'পানির দামে' চামড়া বেচতে বাধ্য হওয়ার অভিযোগ ওঠে? এবারো কোরবানি দাতারা এ জন্য দায়ী করছেন মৌসুমি কারবারিদের। আর মৌসুমি ব্যবসায়ীরা দোষ চাপাচ্ছেন ট্যানারি মালিকদের ঘাড়ে। কিন্তু পারস্পরিক দোষ চাপানোর খেলায় সাধারণ কোরবানি দাতাদের পশুর চামড়ার দাম বাড়ে না। অন্য দিকে এক মিডিয়া যখন বলে, 'এবার চামড়ার দাম পড়ে গেছে'! তখন আরেকটির প্রচারণা, 'এ বছর চামড়ার দাম বেশ ভালো হওয়ায় কোরবানি দাতারা খুশি!'

মুখ ও মুখোশ

আমরা সাধারণত মাস্ক পরতে চাই না করোনাকালেও। এর অর্থ, আমরা মুখ দেখাতে চাই; মুখোশ নয়। তবে এ সমাজের অসংখ্য কেউকেটা লোক ভালো মানুষের চেহারার মুখোশ পরার মতো নিজেদের মন্দ পরিচয় লুকিয়ে দিব্যি আরামে আছেন। তাদের অপরাধ-অন্যায়-অযোগ্যতা-অনাচার বজায় ও ঢেকে রেখে অন্যদের বিভ্রান্ত করা এবং বেকুব বানানোর জন্য এই মুখোশ বা মাস্ক পরাকে তারা জরুরি ভাবেন। তা হলে করোনা থেকে রেহাই পেতে ও দিতে একটি সস্তা মাস্কও কেন পরিধান করতে পারবেন না? আর মাস্ক পরা কোনো কঠিন কাজ নয় যে, তা প্রাপ্তবয়স্ক কাউকে শিখিয়ে দিতে হবে।

নদী ও সেতু

কিছু দিন আগে একজন জবরদস্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি বলেছেন পদ্মা সেতু নির্মাণে জোর দিয়ে, 'এ সেতুর কারণে হয়তো পদ্মা নদীর নাব্যতা কমেছে। কিন্তু আমরা নদীর চেয়ে সেতুকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।' কথা হলো, নদীই যদি না থাকে, তা হলে সেতু দিয়ে কী হবে? সেতুর প্রয়োজন নদীর কারণেই। মনে পড়ল একটি চুটকি। এক নেতা ভোটে দাঁড়িয়ে ভোটারদের আশ্বাস দেন, 'জিতলে এ গ্রামে সেতু বানিয়ে দেবো।' শুনে শ্রোতারা বলল, 'এখানে কোনো নদীই নেই; সেতু হবে কিভাবে?' নেতাজি দমার পাত্র নন। তিনি বললেন, 'দরকার হলে তখন আগে এ গ্রামে নদী বানিয়ে দেবো।' তেমনি কঠোর লকডাউনে গরিব মানুষের জীবনই চলে যাওয়ার উপক্রম! যদি জীবন না থাকে, তা হলে জীবিকা কার জন্য? সরকার নাগরিকদের জীবিকা টেকাতে চান; কিন্তু করোনাকালে প্রণোদনার টাকা গরিবের হাতে না পৌঁছালে ওদের জীবনই যে থাকবে না। গরিবের ভাত কারা কিভাবে মেরে

সাইমন ড্রিং : হে বন্ধু বিদায়



হারুন হাবীব

বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্বিচার গণহত্যা শুরুর প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক সাইমন ড্রিং মৃত্যুবরণ করলেন। সাইমন একাধারে ছিলেন বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক, একই সঙ্গে খ্যাতিমান টিভি উপস্থাপক ও তথ্যচিত্র নির্মাতা। মুক্তিযুদ্ধের সময় সাইমনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি, যদিও গেরিলা যুদ্ধে যুক্ত থেকেও রণাঙ্গনের সাংবাদিকতা করার সুযোগ ঘটেছিল আমার। তার সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে অনেক পরে, যখন দেশের প্রথম বেসরকারি একুশে টেলিভিশন গড়ে তোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, নব্বই দশকের শেষ প্রান্তে। আমি তখন জাতীয় সংবাদ সংস্থা বাসস-এর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি বলে ইটিভি ও বাসস অফিসে কথা হয় অনেকবারই। শিল্পী শাহাবুদ্দিনের আমন্ত্রণে তার কলাবাগানের বাড়িতেও আড্ডা বসে।

সাইমন ড্রিং নামটি বাংলাদেশের রক্তাক্ত জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। কারণ ঢাকায় নিরস্ত্র বাঙালি জনতার ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার সাক্ষী ছিলেন এবং সে খবর সবিস্তারে তিনিই বিশ্ববাসীর সামনে প্রথম তুলে ধরেছিলেন। কাজেই জাতি হিসেবে এই সাংবাদিক আমাদের কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন।

১৯৭১-এর মার্চ মাসের প্রবল উত্তেজক সময়ে লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের তরুণ সাংবাদিক সাইমন ছিলেন কম্বোডিয়ায়। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়। তারপর থেকে ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণসহ প্রতিটি বড় ঘটনার ওপর তিনি রিপোর্ট ছাপতে থাকেন ডেইলি টেলিগ্রাফে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর পরিকল্পিত গণহত্যা শুরুর আগে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থানরত বিদেশি সাংবাদিককে দেশ থেকে বহিস্কার করে। এমনকি তাদের সবাইকে হোটেল থেকে ধরে-বেঁধে এয়ারপোর্টে নিয়ে জোর করে প্লেনে তুলে দেয়। সামরিক বাহিনী চায়নি কয়েক ঘণ্টা পর যে হত্যাযজ্ঞ শুরু হবে, তার কোনো খবর বিশ্ববাসী জানতে পারুক। হোটেলের ছাদের এক কোণে জীবন বাজি রেখে লুকিয়ে থাকেন সাইমন। একইভাবে থাকেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এপির ফটোগ্রাফার মাইকেল লোঁরা। ২৭ মার্চ কারফিউ উঠে গেলে সব বিপদ উপেক্ষা করে তারা দুজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য এলাকায়, যেখানে উন্মত্ত সৈন্যরা ২৫ ও ২৬ মার্চ নির্বিচার আগুন দিয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে তার ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করেন। এই দুজন এরপর সেনাবাহিনীর তল্লাশি ও জেরার মুখে ঢাকা থেকে ব্যাঙ্কক পৌঁছেন। সাইমন পরে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট লেখেন তার পত্রিকার জন্য, যা ডেইলি টেলিগ্রাফ-এ প্রকাশিত হয় ৩০ মার্চ ১৯৭১।

পশ্চিমা দেশীয় সাংবাদিকদের মধ্যে যারা বাংলাদেশের শরণার্থী সংকটসহ মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ড নিয়ে সরাসরি রিপোর্ট করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন সাইমন ড্রিং, সিডনি শনবার্গ, মার্ক টালি, ডেন কগিন, কলিন স্মিথ, পিটার হেজেলহার্স্ট, টনি ক্লিফটন, মাইকেল লোঁরা, আরনল্ড জেটলিন, সিরিল জন, মিশেল রবার্ট, লুই হেরেন, নিকোলাস টমালিন, ডিটার আর কান ও পিটার আর হেনরিস।

টাইম্স ম্যাগাজিনের ডেন কগিনকে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সৈন্যরা জোর করে দেশ থেকে বের করে দেয়। এরপর তিনি পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেন, মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন প্রতিরোধ সংগ্রামের ওপর প্রতিবেদন লেখেন। তার লেখা টাইম্স ম্যাগাজিনের ১৯ এপ্রিল ১৯৭১-এর দ্য ব্যাটল অব কুষ্টিয়া প্রতিবেদনটি ছিল সাড়া জাগানো। এ ছাড়াও অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের সাহসী ভূমিকার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করতে হবে। এই পাকিস্তানি সাংবাদিক করাচির মর্নিং নিউজ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সামরিক সরকার পাকিস্তানের আটজন সাংবাদিককে তাদের পক্ষে লেখার জন্য এপ্রিল মাসে এক সফরে ঢাকায় নিয়ে আসে। সরেজমিন পর্যবেক্ষণের পর ম্যাসকারেনহাস বিবেকের দংশনে ভুগতে থাকেন এবং একসময় পালিয়ে লন্ডনে চলে যান। কাজটা তার ব্যক্তিজীবনের এক বড় বিপ্লব ছিল সন্দেহ নেই। কারণ তার গোটা পরিবার তখন করাচিতে। লন্ডনে পৌঁছে তিনি সানডে টাইমস্ পত্রিকার সম্পাদক হেরাল্ড ইভান্সের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং জেনোসাইড শিরোনামে সানডে টাইমস্-এর ১৩ জুন ১৯৭১ সংখ্যায় বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, যা বিশ্ব বিবেক নাড়িয়ে দেয়।



১৯৭১-এর ৯ মাসের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, মানবিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের খবর প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে ভারতের সংবাদপত্র। দেশটির প্রতিটি সংবাদপত্র কার্যত বাংলাদেশের সংবাদপত্রে পরিণত হয়। ফলে বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতবাসী দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের জাতীয় যুদ্ধকে নিজেদের নৈতিক যুদ্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

স্টেটসম্যান-এর অমূল্য গাঙ্গুলি, অশেষ চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, মানস ঘোষ, সত্যব্রত চক্রবর্তী, আনন্দবাজার-এর অসীম দেবরায়, তুষার পণ্ডিত, অরুণ চক্রবর্তী, যুগান্তর-এর অনিল ভট্টাচার্য (সিনিয়র) এবং আগরতলার অনিল ভট্টাচার্য; টাইমস অব ইন্ডিয়ার সুভাষ চক্রবর্তী, কীরিট ভৌমিক; পিটিআই-এর মধুসূদন গুহরায় ও মানিক চৌধুরী, আকাশবাণীর সনৎ মুখার্জি এবং ইউএনআই-এর কে কে চাড্ডা- তাদের প্রায় সবাইকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, যারা তাদের পেশাগত জীবনের একটি বড় অধ্যায় কাটিয়েছেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাংবাদিকতায় নিজেদের যুক্ত করে।

আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। দীপেশ ভৌমিক, প্রণবেশ সেন, উপেন তরফদার, দিলীপ সেনগুপ্ত, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরও কয়েকজনের নাম মনে পড়ে, যারা মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ভূমিকা রাখেন। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের প্রাত্যহিক বাংলা সংবাদ ও সংবাদ পর্যালোচনা মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশের মানুষের মনোবল বাড়িয়েছে বহুগুণ। নিরবচ্ছিন্ন এই সমর্থনের কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারত তথা বিশ্ব সমর্থনের ভিত শক্তিশালী হয়েছে।

এ ছাড়াও ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরি, যুগোস্লাভিয়া, জাপান, জার্মানি, কানাডা, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকার ভূমিকাও প্রশংসাযোগ্য। এসব দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি শরণার্থীর দুঃখ-দুর্দশার প্রতিবেদন প্রচার করেছে।

সাইমন ড্রিং তার দীর্ঘ পেশাগত জীবনে অনেকবার ঝুঁকি নিয়েছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন এশিয়া ও আফ্রিকায় একাধিক বড় যুদ্ধ, এমনকি ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনির ইসলামী বিপ্লব পর্যন্ত। ১৬ জুলাই সাইমনের মৃত্যুর পর তার ২৬ বছরের জীবনসঙ্গী ফিওনা ম্যাকফারসন ফেসবুকে একটি নোট লেখেন। লেখাটি এতই আবেগপূর্ণ যে, পড়তে গিয়ে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন। ফিওনা লেখেন- তারা খুব শিগগিরই রোমানিয়া থেকে ফ্রান্সে যাবার চিন্তা করছিলেন, যাতে সুন্দর একটা অবসর জীবন কাটাতে পারেন। সাইমন একই সঙ্গে সেখানে তার স্মৃতিকথা লেখার কাজটিও শেষ করতে চেয়েছিলেন। কারণ, জীবন ছিল প্রচুর ঘটনার সাক্ষী। বাংলাদেশ ছিল তার জীবনের ভালোবাসার নাম। চলতি বছরের শেষে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি কাব্য করতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেটা হয়ে উঠল না।

বাংলাদেশের ৫০ বছর পূর্তিতে গণহত্যার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন সাইমন এভাবে- মানুষের জীবনে সত্যিকার অর্থে স্পষ্টভাবে মনে রাখার মতো গভীর অনুভূতির মুহূর্ত কমই আসে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকার রাতটা ঠিক তেমন, একদিকে আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক সময়ের একটি, আরেক দিকে আমার সাংবাদিকতা পেশার কর্মবহুল এক অধ্যায়। ৫০ বছর পর, আজও সেই ভয়াবহ রাতের শব্দ আর দৃশ্যগুলো দেখি, আমি যার সাক্ষী, আমাকে এমন করে তাড়া করে ফেরে যেন তারা সেদিনের মতোই স্পষ্ট। ২৫ মার্চ বিকেলে আমি শ দুয়েক বিদেশি সাংবাদিকের সঙ্গে হোটেলে আটকা পড়েছিলাম। ঢাকায় সেদিন কারফিউ জারি হলো, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছিল। রাত ১১টা বাজার খানিক আগে দেখলাম পাকিস্তানি কিছু ট্যাঙ্ক আর ট্রাক ভরে সৈন্য শহরের ভেতরের দিকে যাচ্ছে। যেতে যেতে হোটেলের সামনের রাস্তার প্রতিবন্ধকগুলো গুঁড়িয়ে দিল। মধ্যরাতের সামান্য পরেই আমি সেনাবহর দেখতে পেলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে বন্দুক আর মেশিনগানের গগনবিদারী আওয়াজ আসতে লাগল। ভোরের সামান্য আগে আকাশ আগুনের হলকায় জ্বলে উঠল, যে আগুন তখন পুরো শহরটাকে পুড়িয়ে ফেলছিল। তার পরের দিন আমি সেনাবাহিনীর তৈরি করা ঘেরাটোপ গলিয়ে বেরোতে পারলাম- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ছাত্রাবাসের বাইরে আর চত্বরে যত্রতত্র গুলি খাওয়া ছাত্রের লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। কিছু পরিবারকে দেখলাম নিজ বাড়িতে পুড়ে কয়লা হয়ে পড়ে আছে। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি আনতে ২৫ ও ২৬ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট নামে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ চালায়, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় তার যতটুকু কথায় প্রকাশ করা যায়, তার চেয়ে আমি অনেক বেশি প্রত্যক্ষ করেছি। আমার প্রতিবেদন ও মিশেলের তোলা ছবি, দুই মিলে সেই প্রথম মার্চের কালরাত্রিতে কী হয়েছিল, সে সত্য প্রকাশ করল। কিন্তু আমি বড় এক ভুল করে বসলাম। প্রতিবেদনে লিখে ফেললাম যে কেবল ঢাকাতেই অন্তত সাত হাজার মানুষের মৃত্যুর ভয়াবহতার কারণে বাংলাদেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম হয়তো মাঝপথেই শেষ হয়ে যাবে। আমার ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল।

ডেইলি টেলিগ্রাফের সাড়া জাগানো প্রতিবেদনটির কিছু অংশ এ রকম- ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর ঢাকা মহানগরী মুহুর্মুহু তোপধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে থাকে, সর্বত্র বোমা-বারুদের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। টিক্কা খান বর্বর সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে নির্মমভাবে গণবিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এসব অভিযানে নির্বিচারে ভারী আর. আর. গান ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তৈরি আমেরিকান ট্যাঙ্ক ও এক কলাম সৈন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঘিরে ফেলে। তারা ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ে এবং সেটাকে ছাত্রাবাসে গোলাগুলি চালানোর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। আকস্মিক গোলাবর্ষণে ইকবাল হলেই ২০০ ছাত্র নিহত হয়। একদিকে হলগুলোর দিকে উপর্যুপরি শেল নিক্ষেপ করা হতে থাকে, অন্যদিকে চলতে থাকে মেশিনগানের গুলি। দুদিন পর্যন্ত পোড়া ঘরগুলোর জানালা-দরজায় মৃতদেহ ঝুলে থাকতে দেখা যায়। পথেঘাটে মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। অন্য একটি হলের মৃতদেহগুলোকে সৈন্যরা ত্বরিত গর্ত খুঁড়ে গণকবর দেয় এবং পরে ট্যাঙ্ক চালিয়ে সমান করে। ইউনিভার্সিটি-সংলগ্ন বসবাসকারী সাধারণ মানুষও এই আগুনের শিকার হয়। রেললাইন-সংলগ্ন বস্তিগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার দুদিন পরও ইকবাল হলের যত্রতত্র মৃতদেহ পড়ে থাকে। মৃতদেহ পড়ে থাকে আশপাশের জঙ্গল ও পুকুরে। শিক্ষকদের মধ্যে সাতজন মৃত্যুবরণ করেন নিজেদের বাড়িতেই। সেনাবাহিনী এসব মৃতদেহ বেশিরভাগই সরিয়ে ফেলে। রেললাইনের দুপাশ দিয়ে গড়ে ওঠা বস্তিগুলোকে নির্বিচারভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। দুই দিন পর যখন সত্যিকার ভয়াবহতা বোঝা গেছে, তখন অনেক মৃতদেহই দেখা গেছে কঙ্কাল এবং কাঁথা মুড়ি দেওয়া, ঠিক যেন তারা ঘুমিয়ে আছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজও সেনাবাহিনীর নির্বিচার গোলাগুলি থেকে রক্ষা পায়নি। রক্ষা পায়নি পাশের একটি মসজিদও। আর্মি কমান্ডোদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট সংযুক্ত পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেক।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সাইমন ড্রিং বাংলাদেশের পরম বন্ধু, তাকেই বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে! বাসস থেকে আমিও চাকরিচ্যুত হলাম প্রায় একই সময়। মনে পড়ে, অসংখ্য মানুষ আমরা সেদিন সেগুনবাগিচার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সমবেত হয়েছিলাম অকৃত্রিম এই বন্ধুকে বিদায় জানাতে। অভিবাদন তোমাকে সাইমন

---

২৫ বছরে
সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

ক্লান্তিহীন এক স্বপ্ন অভিযাত্রী

আলমগীর শাহরিয়ার

ভারত বিভক্তির পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠে যে শিক্ষিত রাজনীতি, শিল্প ও সংস্কৃতি-সচেতন নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। কণ্ঠস্বরকে ঘিরে ষাটের সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্বই শুধু নন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন-উত্তর সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের মিছিলের অগ্রভাগেও ছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপনে যে রাষ্ট্রীয় বাধা আসে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সহপাঠীদের নিয়ে তখন প্রবল সাহসী ভূমিকা পালন করে জন্মশতবর্ষ আয়োজন ও উদযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ষাটের দশকে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর উৎসব নানা কারণে বাঙালির জীবনে একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। স্বাধিকার আন্দোলনে জেগে ওঠার কালে এ অনুষ্ঠানকে ঘিরে বাঙালি লেখক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের একটি ব্যাপক জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষার প্রধান লেখক ও শিল্পীকে বাতিল করার এ অপতৎপরতা তারা রুখে দাঁড়ান। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এ প্রসঙ্গে এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ও তার গ্রন্থ বিদায় অবস্তীতে বলেন, পাকিস্তান যুগে বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন যে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার পর, দীর্ঘ এক দশকের ব্যবধানে পরোক্ষ ও অঘোষিত হলেও, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আয়োজন ছিল ওই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালিত্বের দ্বিতীয় প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ। স্বাধীন বাংলাদেশে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তির নাম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা। মাত্র ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি এখন এদেশের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বইপড়া যার প্রধান কর্মসূচি। পাশাপাশি আরও অনেক উৎকর্ষ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা যার অভীষ্ট লক্ষ্য। কেননা, অনালোকিত ও ক্ষুদ্র মানুষ দিয়ে একটি বড় জাতি হয় না। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই এখন লাখো পাঠকের কাছে প্রতিদিন পৌঁছায়। কেন্দ্রের নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পাঠিবমুখ সমাজে বিপুল জনগোষ্ঠীকে তিনি বইপড়ায় উৎসাহিত করে চলেছেন। সর্বগ্রাসী প্রযুক্তি-বিস্তারের সময়েও পাঠকের দোরগোড়ায় নিয়মিত পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন আলো ও আশা জাগানোর নিরন্তর প্রয়াসের ক্লান্তিহীন এক স্বপ্নসন্ধানী অভিযাত্রী যোদ্ধা। যার স্বপ্ন ও লক্ষ্য আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একটি জাতি ও জ্ঞানভিত্তিক একটি সমাজ বিনির্মাণ। বস্তুগত পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু অবস্তুগত পরিবর্তন বা উন্নয়ন সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। দীর্ঘমেয়াদি এক প্রক্রিয়া। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মাধ্যমে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সে অবস্থার দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের লক্ষ্যেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। মন্টেস্কু, ভলতেয়ার ও রুশোর লেখা যদি ফরাসি বিপ্লবের প্রেরণা দেয়; রামমোহন, বিদ্যাসাগরের কর্মতৎপরতা যদি উনিশ শতকের ঘুমন্ত বাঙালিকে জাগায়, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের এই বইপড়া আন্দোলনও নিশ্চয়ই আমাদের একদিন মাথা উঁচু করে বিশ্বদরবারে দাঁড়ানোর প্রেরণা দেবে।



আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বিশ্বাস করেন, বয়স একটি সংখ্যা মাত্র। আশি পেরিয়েও তাই তিনি অশীতিপর নন। একান্ত সান্নিধ্যে কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় নানা সময় খেয়াল করেছি তার হৃদয়জুড়ে সবসময় ঝলমলে বসন্ত ও তারুণ্যের বাস। সবসময় উপভোগ করেন অপেক্ষাকৃত তরুণদের সান্নিধ্য। তাই হয়তো মননে কখনও বার্ধক্য তাকে কাবু করেনি। নজরুল তারুণ্যের গান-এ যথার্থই বলে গেছেন, বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বেঁধে রাখা যায় না।

জীবনভর আলোকিত মানুষ গড়ার কর্ম ও সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৪ সালে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পেয়েছেন এশিয়ার নোবেলখ্যাত র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার। পরের বছর একুশে পদক এবং প্রবন্ধে ২০১২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেলেও এখনও তাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়নি। গুণীজনকে প্রাপ্য সম্মান দিতে বরাবরই একটা কার্পণ্য আছে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে। অনেক গুণীজনকেই আমরা এই মহামারি করোনাকালে হারিয়ে ফেলেছি। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এখনও তার বিপুল কর্মযজ্ঞ ও সৃজনশীলতা নিয়ে আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাকে যেন আমরা তার প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত না হই। নক্ষত্র ঝরে যাওয়ার কালে স্যার আপনি শতায়ু হোন। আজ জন্মদিনে এই আমাদের প্রার্থনা।

কবি ও গবেষক

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

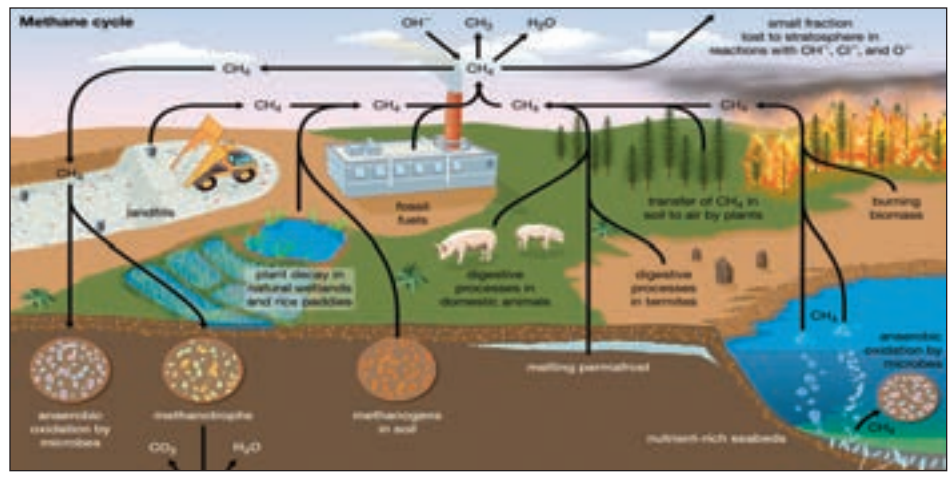
বাংলাদেশ কি আসলেই গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী?

ড. মো. খাইরুল আলম

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎস থেকে 'রহস্যময়' মিথেন (CH4) গ্যাসের বিশাল কুন্ডলী বায়ুমন্ডলে নির্গত হচ্ছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিশাল এই মিথেন গ্যাস নিঃসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের ১২তম বৃহত্তম মিথেন গ্যাসের উৎস পরিণত হয়েছে। অন্য উৎসগুলোর মধ্যে এই মিথেনের একটি বড় অংশ মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিল বা ময়লার ভাগাড় থেকে আসছে। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার (ইএসএ) স্যাটেলাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ধানক্ষেত, সুয়েজ নিষ্কাশন ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইনে ফাটল বা গর্ত বাংলাদেশে মিথেন নির্গমনের প্রধান কারণ হতে পারে।

মন্ট্রিয়লভিত্তিক সংস্থা জিএইচজিস্যাটের (১৮ এপ্রিল ২০২১) হুগো উপগ্রহের চিত্রানুসারে ল্যান্ডফিল সাইট থেকে মিথেন নিঃসরণের পরিমাণ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় চার হাজার কেজি, যা এক লাখ ৯০ হাজার যানবাহন প্রতি ঘণ্টা চলাচলের ফলে সৃষ্ট বায়ুদূষণের সমান। আমি অবশ্যই এই মতের বিপক্ষে মতামত দেব এই বলে যে এই মিথেন নির্গমনের একাধিক উৎস থাকতে পারে। বাংলাদেশ আকারে খুব ছোট একটি দেশ, তাই বিভিন্ন জলবায়ুগত উপাদানের কারণে এই মিথেন গ্যাস অন্যান্য দেশ থেকে এ দেশের পরিবেশে প্রবেশ করতে পারে। এই যুক্তির পেছনে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে এবং বিভিন্ন স্টাডি দেখিয়েছে যে রেডক্স সম্ভাবনা নেতিবাচক বা দুই শর চেয়ে কম হলে তবেই মিথেন গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়। চোখের অনুমানে মনে হচ্ছে না যে মাতুয়াইল ভাগাড়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। তবে এ নিয়ে আরো গবেষণার দরকার রয়েছে। নিঃসরণের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ এবং উৎস শনাক্ত না করে বাংলাদেশকে সরাসরি দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। এমনকি কেউ এটি করলেও এটিকে দুরভিসন্ধিমূলক বলা যেতে পারে।

এখন মিথেনের আরেকটি উৎস ধানক্ষেত নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাংলাদেশে প্রায় ৩১৩টি শস্য পর্যায়ে প্রায় ৫০ ধরনের ফসল জন্মানো হয়। যদিও এগুলোর বেশির ভাগ ধানভিত্তিক, তবু এই শস্য পর্যায়ের অর্ধেক ফসলই শাক-সবজি/অধান ফসল। এক বছরে একই জমিতে ধান ও উঁচু জমির ফসল জলাবদ্ধ এবং উঁচু জমিতে পর্যায়ক্রমে চাষ করা হয়। দুইফসলি বা তিনফসলি ফসল ক্রমের প্রত্যেক ফসলের জন্য আলাদা পরিচর্যা, সার, বালাইনাশক, সেচ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। ফলে উঁচু জমির ফসল ধানের জমি থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ওপর বিশাল প্রভাব বিস্তার করে। যদিও অনেক ধানক্ষেতে জলাবদ্ধ করে সেচ দেওয়া হয়, তবে মাঝ মৌসুমে শুকিয়ে যাওয়া এবং ভেজা আবার শুকিয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া তার ফলস্বরূপ মিথেন নির্গমন হ্রাস পায়। ভেজা ও শুকানোর পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি (অডউ) অনুসরণ করে মিথেন নির্গমনের বিষয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা



ইনস্টিটিউট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং উচ্চতর রেডক্স পটেনশিয়াল বজায় থাকার কারণে খুব কম মিথেন নির্গমনের হার প্রমাণিত হয়েছে। ব্রি, বারি, বিএইউ এবং অন্যান্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ধানক্ষেত থেকে জিএইচজি (বিশেষত মিথেন) নির্গমন সম্পর্কে আরো কিছু গবেষণা সম্পন্ন করেছে। রাজশাহী অঞ্চলে জমিতে সরিষা-বোরো ধান-আমন ধানের ফসল ক্রমে জিএইচজি নির্গমন পরিমাপ করা হয়েছে। ধানক্ষেত থেকে মিথেন নির্গমন মোট জিএইচজি নির্গমনের ৬০-৭০ শতাংশ (লাইফ সাইকেলভিত্তিক), তারপর খামার যন্ত্রপাতি ব্যবহার ১৩-১৬ শতাংশ ও মৃত্তিকা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন ৯-১০ শতাংশ।

বাংলাদেশের অনুরূপ আবহাওয়া এবং মৃত্তিকা পরিস্থিতিতে পরিচালিত গবেষণা অনুসারে চীনে ধান, ভুট্টা ও গম প্রতি টন উৎপাদনে জিএইচজি নির্গমন হয়েছে ৫.৯, ১.৭৬ এবং ২.৭৫ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড ইকুইভেলেন্ট। উঁচু ভূমি ফসল বা ধান উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে পরিচালিত গবেষণা সেখানে পেয়েছে ১-১.৩ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড ইকুইভেলেন্ট, যা চীন বা অন্যান্য দেশে পাওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ইকুইভেলেন্ট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের চেয়ে কম। তবে চূড়ান্ত উপসংহার টানতে এই তথ্য-উপাত্ত পর্যাপ্ত নয়। চীন বিশ্বের উন্নত দেশের চেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক রেডিয়াম গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত একটি নতুন গবেষণা প্রতিবেদনে এমন দাবি করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে ২০১২ সালে চীন বিশ্বের গ্রিনহাউস গ্যাসের ২৬ শতাংশ নির্গমনের জন্য দায়ী ছিল (বিবিসি)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক রেডিয়ামের মতে, যুক্তরাষ্ট্র হলো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী বিশ্বের বৃহত্তম দেশ। দেশটি মোট গ্রিনহাউস গ্যাস ১১ শতাংশ নির্গত করে। মোট ৭.৮ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে বৈশ্বিক তালিকায় ভারত তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের আবর্জনার ভাগাড় (ল্যান্ডফিল), ধানের ক্ষেত এবং অন্যান্য উৎস থেকে মিথেন নির্গমন বৈশ্বিক উষ্ণায়নে কেমন ভূমিকা রাখে তা মূল্যায়নের পর্যাপ্ত তথ্য নেই। তবে মিথেনসহ অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে এই উৎসর ভূমিকা জানার জন্য এদের সংশ্লেষণ এবং নির্গমনের আসল তথ্য জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের যদি নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত থাকে, তবে আমাদের ওপর আরোপিত দায় এড়ানোর পাশাপাশি অন্যান্য অভিযোগের যথাযথ উত্তর আমরা দিতে পারব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো ক্ষতিপূরণের জন্য দৃঢ়ভাবে দাবি জানাতে সক্ষম হব।

২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ কোপেনহেগেন চুক্তির স্বাক্ষরকারী হয়েছে। অর্থনীতি ও শিল্পের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশের আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলেও আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির সমর্থনে বিশ্বকে তাদের দায়িত্ববোধ প্রদর্শনের জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস প্রশমনমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। কৃষিতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণে অর্থনীতিতে তার ভূমিকা বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশে ২০০৫ থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষির অবদান ৯০ শতাংশেরও বেশি। দেশের মোট শ্রমবাজারের প্রায় ৫০ শতাংশ এবং গ্রামীণ জনপদের প্রায় ৭৫ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছে, যখন প্রায় ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার তাদের আয়ের ন্যূনতম একটা অংশের জন্য হলেও কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ধান ছাড়াও অন্যান্য উঁচু ভূমির শস্যের জন্য সার, কীটনাশক ইত্যাদি জোগান অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী। ফসল ধারায় ফসল উৎপাদনে লাইফ সাইকেলভিত্তিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন নিরূপণ করলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হটস্পট এবং শস্য উৎপাদনের পর্যায় শনাক্ত করা যায়, যা নীতিনির্ধারক ও কৃষকদের গ্রিনহাউস গ্যাস এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্ভাবনা (এডচ) প্রশমন করতে বা সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক বিকল্প ফসল উৎপাদন পদ্ধতি বাছাই করতে সহায়তা করতে পারে।

ডব্লচ প্রাক্কলন করে দেখিয়েছে, ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ধানের উৎপাদন আরো ৪০ শতাংশ (বাকি অংশ ৮ পাতায়)





বিয়ানীবাজার সমিতির সদস্য নবায়নে লক্ষাধিক

(শেষের পাতার পর)

আজীবন সদস্য রয়েছেন ৮১২জন। সব মিলিয়ে এবারের নির্বাচনে ৫,৩৬৩জন সদস্য/ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। আগামী ১০ অক্টোবর সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে 'মিসবাহ-অপু' এবং 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়াস্থ জনতা মিলনায়তনে রোববার (২৫ জুলাই) সমিতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুই প্যানেলের কর্মকর্তারা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় সদস্য নবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। এদিন বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলে। এ সময় সমিতির সভাপতি মকবুল রহিম চুনই ও সাধারণ সম্পাদক মহিবুর রহমান রুহুলসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও দুই প্যানেলের নেতৃবৃন্দবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে ভোটের মাধ্যমেই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা চাচ্ছে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেল। গত ২৩ জুলাই শুক্রবার রাতে ওজনপার্কের দেশী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই প্যানেলের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সমিতির সাবেক উপদেষ্টা, প্রবীণ ব্যবসায়ী হাজী শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে সাবেক সভাপতি যথাক্রমে আজমল হোসেন কুনু, বুরহান উদ্দিন কফিল ও বদরুল হোসেন খান সহ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুজাহিদুল ইসলাম, বদরুল হক, গৌছ উদ্দিন খান, হেলাল আহমদ, সাইকুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন যে, সমিতির বর্তমান কমিটি গঠনতন্ত্র না মেনে তাদের ইচ্ছেমত সংগঠন পরিচালনা করছেন। সদস্যদের অংশগ্রহণ কমানোর জন্য পবিত্র আরাফাতের দিন সাধারণ সভা আয়োজন করে নজীরবিহিন ঘটনার জন্ম দিয়েছেন। সাধারণ সভায় সংঘটিত ঘটনা ' অপ্রীতিকর ঘটনা' হিসেবে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন অনেক সময় ভুলবুঝাঝি থেকে অনেক ঘটনাই হয়ে থাকে। তবে ঐ ঘটনা আমরা মিলেমিশে সমাধান করতে পারি। এক্ষেত্রে প্রবাসী বিয়ানীবাজারের মুরুব্বীরা ভূমিকা রাখতে পারেন।







সভায় 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের নির্বাচনী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এরা হলেন- হাজী শামসুল ইসলাম, মোজাহীদুল ইসলাম, আজমল হোসেন কুনু, বদরুল হক, বদরুল হক খান, ময়নুল হোসেন ও সামসুল আবদীন।

সভায় 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান সহ প্রায় অর্ধশত বিয়ানীবাজারবাসী উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

ই-কমার্সে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে

মুঈদ রহমান

প্রযুক্তির অনেক নেতিবাচক দিক থাকলেও চূড়ান্ত বিচারে তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। এখন আমাদের প্রতিদিনের কাজের সঙ্গে ইন্টারনেট ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইন্টারনেটের ব্যবহার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ই-কমার্স বা ইলেক্ট্রনিক বাণিজ্য। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মানুষ এক কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। পেশাগত উন্নয়ন ও উৎকর্ষের স্বার্থে তাদের এই বিনোদনহীন অবিরাম ছুটে চলা। কোনো ধরনের কথা বলার ফুরসত নেই। এ প্রতিযোগিতার শেষ কবে ও কোথায় মানুষ তা জানে না। মানুষের এখন আর পাতার পর পাতা অসাধারণ সব চিঠি লেখার সময় নেই, ই-মেইল বা এসএমএসের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। যে কোনো পেশাদার অভিভাবককে কিছু বলতে গেলেই এখন বলেন, 'তোমার কথা শোনার সময় নেই।' কথাই যদি শোনার সময় না থাকে, তাহলে বাজার-সদাই করবেন কখন? মানুষের এই ছুটে চলাকে অধিকতর কার্যকর করতে চাই 'লজিস্টিক সাপোর্ট'।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার বিরাট ভূমিকা থাকে। অর্থনীতির যে তিনটি মৌলিক সমস্যা- কী উৎপাদন, কীভাবে উৎপাদন এবং কার জন্য উৎপাদন- এ তিনটিরই সমাধান করে থাকে ব্যক্তি। মানুষ যে নিজ নিজ কাজে মহাব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তা কেউ কেউ খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। তারা অনুধাবন করতে পেরেছেন, কোনো পণ্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য প্রচলিত যে বাজারব্যবস্থা তা যথেষ্ট নয়। প্রচলিত বাজার বা শপিংমলে গিয়ে পণ্য ক্রয় করা অনেকের কাছেই বিড়ম্বনা মনে হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থা। কর্মব্যস্ত মানুষের এ সমস্যাটা কোনো কোনো উদ্যোক্তা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন এবং এর সমাধান হিসাবে উদ্ভাবন করেছেন ই-কমার্স। পৃথিবীকে মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছে আমাজন, আলিবাবা, দারাজের মতো অনলাইন বাণিজ্যিক কোম্পানি। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পণ্য যার যার ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে প্রস্তুতকৃত যে কোনো পণ্য নির্ধারিত দামে অর্ডার করলে তা ঘরে বসেই পাওয়া যায়। জীবনকে গতিশীল করা কিংবা গতিশীল জীবনকে অধিকতর গতি দেওয়ার জন্যই ই-কমার্স। লাখ লাখ কর্মী এখন এই উপখাতটিতে কাজ করছেন, এক ধরনের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মসংস্থানের কথাই যখন এলো তখন বলতে হয়, বাংলাদেশে মোট কর্মজীবীর সংখ্যা ৬ কোটি ৮০ লাখ (করোনা-পূর্ব সময়ে)। এর মধ্যে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ১৩ লাখ ৭৫ হাজার। যেসব সরকারি পদ শূন্য আছে তা ধরা হলেও ১৬ লাখ ৭৮ হাজারের বেশি নয়। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, সরকারিভাবে আমাদের কর্মনিয়োজন মোট কর্মজীবীর একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমরা যতই সরকারের কাছে কর্ম দাবি করি না কেন, সরকার সেদিকে খুব একটা গুরুত্ব দেবে বলে মনে হয় না। আমাদের চাওয়া, তা যত সাংবিধানিকই হোক না কেন, তার সঙ্গে সরকারের ধরন-বৈশিষ্ট্যের একটা পার্থক্য আছে। আমাদের শাসকগোষ্ঠীর মূল পরামর্শক হলো বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবি, যারা সব সময়ই সরকারি কার্যপরিধিকে সীমিত করতে পরামর্শ দিয়ে থাকে। কর্মসংস্থানের একটি কার্যকর ক্ষেত্র হলো বিনিয়োগ। আমাদের মোট দেশজ বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ কোটি টাকা। এর ৭৬ শতাংশই হলো বেসরকারি। আর যদি এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মানি, তাহলে মানতেই হবে যে এদেশে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের বিষয়টি এখন বেসরকারি উদ্যোক্তাদের হাতে। সুতরাং সরকার যে কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে চায়। ই-কমার্স তেমনই একটি উপখাত।



ই-কমার্সকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে অনলাইনে অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা চালু করেছে। এই সুবিধাকে পুঁজি করে দেশে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। আগেই বলেছি, মানুষের অতিকর্মময় জীবনের চাহিদার নিরিখেই এ অনলাইন বাণিজ্যের অবতারণা। খুব সাধারণভাবেই এর একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে করোনা মহামারি। দেশে করোনা মহামারিকালে অনলাইন বাণিজ্য অনেকটাই বেড়েছে। করোনা-পূর্বকালে এর ৮০ শতাংশ কাজই পরিচালিত হতো ঢাকা, চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে। কিন্তু তা এখন দেশের প্রায় সব শহরেই ছড়িয়ে পড়েছে। ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই অনলাইন কার্যক্রম দেশের গন্ডি পেরিয়ে গেছে। বর্তমানে দেশে ই-কমার্স খাতের আকার ৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি। উদ্যোক্তারা বলছেন, এ খাতের প্রবৃদ্ধি ৭৫ শতাংশেরও বেশি। এ কারণে তারা আশা করছেন, এই প্রবৃদ্ধির হার বজায় থাকলে ২০২৩ সাল নাগাদ এ খাতের আকার দাঁড়াবে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। এটা অমূলক ধারণা নয়। কারণ কম্পিউটার, সেলফোন, মুদিপণ্য, ল্যাপটপ, প্রসাধনী, পোশাক থেকে শুরু করে সবকিছুরই জোগান দিচ্ছে এই ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো। এরই মধ্যে দেশে প্রায় ২ হাজার ৫০০টি ই-কমার্স সাইট তৈরি হয়েছে এবং প্রায় দেড় লাখ ফেসবুকভিত্তিক উদ্যোগ রয়েছে। সুতরাং এর অগ্রযাত্রা প্রত্যাশা করাই যেতে পারে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ই-কমার্সের বেলায় ক্রেতা-বিক্রেতার পরিচয়ের একমাত্র মাধ্যম হলো ইন্টারনেট, এখানে সরাসরি কারও সঙ্গে কারও কোনো পরিচয় নেই। সব ধরনের পেমেন্ট হয় অনলাইনে। সেক্ষেত্রে আস্থা ও বিশ্বাস হলো একমাত্র পুঁজি। এর কোনো ধরনের ব্যত্যয় এ ধরনের বাণিজ্যকে ক্ষতি করবে। সাম্প্রতিক একটি অপ্রত্যাশিত খবর আমাদের ই-কমার্সের প্রতি আস্থা হারানোর কারণ হতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুদক প্রায় ৪০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনেছে। প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যেহেতু অর্থ আত্মসাতের অভিযোগটির তদন্তকাজ চলছে, তাই প্রতিষ্ঠানটির নাম উল্লেখ করলাম না।

প্রতিষ্ঠানটির প্রতি অভিযোগ তুলেছেন ভোক্তা এবং প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলো। ভোক্তারা বলছেন, পণ্যের টাকা পরিশোধ করা সত্ত্বেও তারা নির্ধারিত পণ্য পাচ্ছেন না। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটির পণ্য সরবরাহকারীরা বলছে, কোম্পানি তাদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করছে না। অর্থাৎ দুদিক থেকেই অভিযোগ- প্রতিষ্ঠানটি অর্থ আত্মসাৎ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮ সালের ১৪ মে নিবন্ধন পেয়ে কার্যক্রম শুরু করে একই বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে। পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ মাত্র ৫০ হাজার টাকা আর অনুমোদিত মূলধন মাত্র ৫ লাখ টাকা। খুব অল্প সাধ্য নিয়ে, অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধিত গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫ লাখে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা বিক্রয় মূল্যের বিপরীতে সরকারকে কর দিয়েছে মাত্র ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা। যে পণ্য তারা বিক্রি করে তার অর্ডার পায় গড়ে প্রতি মাসে ১০ লাখ। দেখা গেছে, প্রতি মাসে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে। তাদের প্রধান প্রধান পণ্যের মধ্যে আছে- মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোনসেট, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন ইত্যাদি। কেন এত অল্প সময়ে প্রতিষ্ঠানটি এতটা সফলতা পেল, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথমত ও প্রধানত চোখে পড়ে আকর্ষণীয় অফার। তারা এক ধরনের 'ভাউচার' নামক পদ্ধতি চালু করে, যা দিয়ে পণ্য সংগ্রহ করা যেত। সেখানে ৩০০ শতাংশ থেকে ১৫০ শতাংশ, তা থেকে ১০০ শতাংশ এবং সর্বশেষ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতারা বিপুলভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। কোনো ক্রেতাই ভাবেনি এই ক্যাশব্যাক দিতে হলে অন্যের পকেট হাতড়ে দিতে হবে। আবার অপরকে দেওয়ার বেলাতেও পকেট কেটেই দিতে হবে। তাদের অফারে ক্রেতারা হামলে পড়েছে। দেখা গেছে, পণ্য আছে মাত্র ১০টি, কিন্তু ক্রেতার কাছে এই সংখ্যার সঠিক তথ্য না থাকায় সেই পণ্যের জন্য অর্থ জমা দিয়েছেন ১ হাজার জন। ব্যস ১০ জনকে ১০টি দেওয়ার পর বাদবাকি ৯৯০ জনের টাকা প্রতিষ্ঠানের হাতে জমা থাকল, কেউ কেউ বলেন 'ফরএভার'। এ টাকার বিনিময়ে আদৌ ঘোষিত পণ্য পাবেন কিনা তা তাদের জানা নেই। ভোক্তাদের যন্ত্রণা ও বঞ্চনাটা এখানেই। সমস্যাটা গুরুতর হওয়ার আগে থেকেই মনিটর করা উচিত ছিল। সরকারের উপর মহল থেকে অনেক কঠোর বাণী শুনি, কিন্তু কোনো কোনো খাতে কার্যত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে একটি সাধারণ অভিযোগ হলো, তারা ভোক্তাদের এক পণ্য দেখিয়ে অন্য পণ্য সরবরাহ করে। আবার পণ্যের অর্ডার করে প্রতারণার শিকারও হয়েছেন অনেকে। আমরা যখনই কোনো আলোর মুখ দেখি, সঙ্গে সঙ্গেই তা অন্ধকারে ঢেকে যায়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য, প্রশাসন কোথাও কোনো সুখবর নেই। দুর্নীতি আর অর্থ আত্মসাৎকারীরা যেন আমাদের ঘিরে ফেলেছে। এই চক্র থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না। এক পদ্মা সেতুর গর্বেই আমাদের বুকফাটা অবস্থা। কয়েক ডজন পদ্মা সেতু যে আমাদের কালো টাকার মালিক ও অর্থ পাচারকারীরা গিলে ফেলেছে, তা নিয়ে এক মুহূর্তও ভাবি না। ই-কমার্স আমাদের জীবনে সচল রাখতেই প্রচলিত হয়েছে। এর উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনেক। এর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার জারি করেছে, এখন থেকে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহের পর দাম পাবে। গ্রাহক থেকে সংগ্রহ করা অর্থে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো মার্চেন্টের দায় পরিশোধ ছাড়া অন্য কাজে খাটাতে পারবে না। এই লেনদেন নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা করবে ব্যাংক, এমএফএস বা ই-ওয়ালেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া ক্যাশ অন ডেলিভারি পদ্ধতিতেও পণ্য বেচাকেনা অব্যাহত থাকবে। বাড়তি চার্জ ছাড়াই এসব সেবা দিতে হবে। এমন নির্দেশনা আগে দেওয়া হলে অনেক ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেত।

ই-কমার্সের জটিলতা নিরসনকল্পে গত ৪ জুলাই একটি নির্দেশিকা জারি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সেখানে বলা হয়েছে, ক্রেতা ও বিক্রেতা একই শহরে বাস করলে পাঁচ দিনের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করতে হবে এবং ভিন্ন শহর হলে এ সময়সীমা অনধিক ১০ দিন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিক্রেতা তার প্রতিশ্রুতি না রাখলে সেক্ষেত্রে কী হবে? আশা করি, সরকার বিষয়টি অধিকতর মনোযোগের সঙ্গে দেখবে। মানুষের সময় বাঁচাতে, বিড়ম্বনা এড়াতে এবং কর্মসংস্থানের তাগিদে ই-কমার্সকে রক্ষা করতে হবে।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়



এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

929-372-7445, 845-793-4580
www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
callijventures@gmail.com



খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

সাহিত্য সাময়িকী

কিছুটা ভূমি আজ ছুঁড়ে দাও

বদিউজ্জামান নাসিম

কিছুটা ভূমি আজ ছুঁড়ে দাও
অনাদরে ছুঁড়ে দাও
হৃদয়ের বিরল কিছু ভূমি

তোমার উপেক্ষা ক্লান্ত হয়ে হয়ে
অপেক্ষার মেঘ হবে একদিন
মেঘে মেঘে মেঘদল

অতঃপর-
ব্যর্থ উঠোনে নামবে বৃষ্টি
প্রার্থনার বৃষ্টিপাত চকিত সন্ধ্যায়

কিছুটা ভুমি আজ ছুঁড়ে দাও
অনুর্বর জেনে ছুঁড়ে দাও ...

হৃদয় জুড়ে তোমারও
বনতল বেড়ে উঠবে একদিন !

জ্যামিতিক বিভাজন এবং....

ওয়ালি মাহমুদ

হে মায়া তুমি ধাতুর অলংকার। হে স্বপ্ন আমি জওহরী। হৃদয়পন্থে
ভাজকে সমান ভাগ করি।

পরিপুরক সম্পাদ্য থাকে সারে সার। শুধু সৃষ্টিতে হয় হার।
ভাবনা হয়তো হবে দেখা। কল্পনাহীন ছেঁড়া তারে বাইন্ধা রেখো সখা।

রক্তমুখী চাঁদ

আদ্যনাথ ঘোষ

এই রক্তমুখী চাঁদ আমাকে সন্ধ্যা বিছিয়ে দেয়।
দখিনা বাতাস বয় জীবনের ঘেরে সাপ পথে।
পশ্চিম ঘনিয়ে আসে তপ্ত সন্ধ্যা, বিষাদের ঢেউ
ক্ষয়িষ্ণু জীবন পাঠে, ভুল করে খেয়ে নিই পুঁথি।
এই চাঁদ গ্রাস করে উদারা, মুদারা, তারা প্রাণ।
জলোচ্ছ্বাসে নিম্নমুখী; এ কেমন বুদবুদ ফোয়ারা
দখিনের বায়ু এসে- পশ্চিমে যায়, ধীর, নৈঃশব্দ্যে,
শব্দ, লয়ে, ভাষা খোঁজে ঝাঁপ দিই মরা গাঙ জলে।



মেপে দিই বৃষ্টি জনে জনে

মুজতাহিদ ফারুকী

আকাশের কান্না বলে কেউ, কেউ শুভাশিস
আমি কিছু না ভেবেই ভরে রাখি অতল নহর
দ্যুলোকের থেকে ঝরা মিঠা শালদুধে-
হাহাকারে ফেটে চৌচির হলে শুকনো পুকুর
মেপে দিই বৃষ্টি ফোঁটা ফোঁটা , গরমি-প্রহত জনে জনে-

একফোঁটা তোমার জন্য প্রিয়তমা
একফোঁটা অপত্যের হাতে
একফোঁটা বাবার কবরে
একফোঁটা মা'র-

ক্ষমতার কালরোষে যারা গুম হয়েছে বেকার
তাদের এতিম যেন পায় নুন গোটা দুই চার;
মুঠো ভরে রেখেছি লুকিয়ে।

ভাগ করে দিতে পারি এমন তো নেই কিছু আর,
বৃষ্টি বিতরণ শেষে, আমার খাতায় নয় থাক লেখা
ঠা ঠা বজ্রপাত, শাসকের রক্তচোখ,
কোটালের তেলপাকা লাঠি, পেয়াদার শরকি ক্ষুরধার।
মোনাজাতে তোলা অঞ্জলি, ভরবে নিশ্চিত জানি
গায়েবি শীতল ধারাপাতে।

পাঠকের চোখ

মোস্তফা মঈন

কবিতা খামারে বানানো হাইব্রিড কোনো
দলা পাকানো শব্দের স্তবক নয়।

গর্ভকোষ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা কবিতা
আর প্রাণহীন তুলার পুতুল পাঠকের চোখ চেনে।

জন্মজঠরে বেড়ে ওঠা বীর্যবান কবিতার
চোখ-মুখ টানটান, অন্যরকম অঙ্গরাগ, নাভিকুপ
দেহসৌষ্ঠব!

প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ার মতো।

অসীম প্রাণশক্তি নিয়ে কবিতা জেগে ওঠে
উত্তেজিত হয়।
ভুল নয়, ফুল নিজেকে মেলে ধরে।
কবিতাও মেলে ধরে নিজের গড়ন, দেহলতা খোলে দেয়
অমোঘ বচন।

হাহাকারই পৃথিবীর একমাত্র অর্জন

আলী সিদ্দিকী

খুব হুল্লোড় বেড়ে যাচ্ছে এখন!
ঘরে বাইরে মুখোমুখি হলেই কর্কশ কণ্ঠস্বর!
সবকিছুতেই বড্ড তালগোল পেকে যাচ্ছে
সবকিছুই কেমন যেন তাতানো আর শানানো
হাত ফসকে যাচ্ছে সবকিছু, মেজাজটাও-
উসকে উঠছে রক্তে ঢেউ।

বাতাসে এখন হুস হুস করে বিষ!
কাতর ফুসফুসগুলো অরক্ষিত শুধু কাতরায়!
ঠোঁটগুলো ছোঁয়াহীন শ্যাওলাময় আর চটচটে
আলিঙ্গন ভুলেছে উষ্ণতার সহজ সরল ব্যাকরণ
লোবানের গন্ধে নিষিদ্ধ হয়েছে গোলাপচর্চা-
শুনছে না কাউকেই কেউ।

আচানক মারমুখী ভূগর্ভের জ্বালামুখ
টন টন লাভায় পুড়ে মানুষ আদিম পাথর!
সাগর মহাসাগর জোট বেঁধে দিচ্ছে হানা খুলে
বাতাসে হুস হুস ছুটছে ভয়ানক হন্তারক দল
রুক্ষ খটখটে হয়ে গেছে বৃক্ষের ছায়াশীতলতা
তুমিও ভুলে বসেছো আলিঙ্গন।

মানুষ এমনই কি- শুধুই এক দঙ্গল!

অতলান্ত আলোর ফোয়ারা কেমন হিমশীতল!
যাবতীয় নিষিদ্ধ উল্লাস কারামুক্ত বিহঙ্গ এখন
আমাদের ঠোঁটে জমে আছে বর্ণহীন শীতের ছায়া
দেহের পরতে পরতে জংধরা শেকলের কাতরানি
আজ হাহাকারই পৃথিবীর একমাত্র ওর্জন।

ব্যাকুল বৃষ্টি

রেজা শামীম

আজকাল স্মৃতি প্রতারণা করছে আকছার
করমর্দনের হাত সরিয়ে নিতে নিতেই
ভুলে যাচ্ছি সদ্য পরিচিত মানুষের নাম
ঘর ছেড়ে কিছুদুর না যেতেই ফিরে আসি
দরজার তালা খুলে রেখে এসেছি সংশয়ে
মধ্যাহ্নে এসে মনে করতে পারিনা
সকালের পথ্যসেবনের কথা

ভুলে যাওয়ার তালিকা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ
ভুলে যাচ্ছি বহুদিন না ডাকা ডাকনাম
রঙজ্বলা ছবির মত কিছু মুখস্ত মুখ

অথচ স্পষ্ট মনে আছে
একদিন কি বিপুল বৃষ্টিতে আমরা
আটকা পড়েছিলাম হুডতোলা রিকসার ঘোরটেপে
দু'পাশে বৃষ্টির ছাঁট আমাদের ঠেলে দিয়েছিলো
পরস্পরের দিকে সলাজ সংকোচে।

আজো সেই একই বৃষ্টি
আমাদের দুটি ভিন্ন জানালার
বন্ধ শার্সিতে ব্যাকুল আছড়ে পড়ে।

একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন আহমেদ বাদশাহ'র চির প্রয়াণ

সাহেদ কালাম



তাঁর ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন তাঁর নামের মতই প্রাচুর্যপূর্ণ ছিল। তিনি একজন সফল পিতা ছিলেন, শত ব্যস্ততা থাকা স্বত্বেও একজন পিতা হিসেবে দায়িত্ব পালনে তার বিন্দুমাত্র কমতি ছিলনা, তারই ফসল হিসাবে তার দুই ছেলে এবং চার মেয়ে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কর্মক্ষেত্রে সফল।

তাঁর পরিবার ও আত্মীয়রা যারা আজ মধ্য ভূকশিমইলের তেরো-চালা টঙ্গী ঘর থেকে যেখানেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন সবার শেকড় ছিলেন তিনি। এই বার্ধক্যে এসেও সবার খোঁজ নিতেন নিত্য। যেকোন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁর সরব উপস্থিতি ছিল আর শালিসি বৈঠকে ছিল ন্যায়পরায়ণতা।

তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ছিল। আগেকার দিনের সকল যৌক্তিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। এই বার্ধক্যে এসেও সিলেটসহ বাংলাদেশের হাওরাঞ্চল বাঁচাতে তিনি বাংলাদেশ হাওর বাঁচা-কৃষক বাঁচাও সংগ্রাম পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রেসিডিয়াম সদস্যও ছিলেন তিনি। আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম তিনি তখন জাতীয় নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জনপ্রতিনিধিত্বে আসার পূর্ব থেকেই এ মানুষটি মানবসেবাকে জীবনের অন্যতম ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। জনপ্রতিনিধিত্ব যেহেতু সেবার অন্যতম ও অকৃত্রিম একটি মাধ্যম সেহেতু একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন আমৃত্যু। বিত্তবান হলেও বিত্তের অহংকার কখনও ছুঁতে পারেনি এ মানুষটিকে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন অকাতরে সদা সর্বক্ষণ।

তিনি একজন সম্পূর্ণ মাটির মানুষ ছিলেন।গ্রামের সবার অনুরোধে ভূকশিমইল ইউনিয়নে নির্বাচনে আসলেন গ্রামের মানুষসহ গোটা ইউনিয়ন তাদের কথা রাখলো তাঁকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করল। তিনি চেয়ারম্যান হয়ে সেবার মানসিকতাকে আরো প্রসারিত করলেন। হয়তো তাই মানব কল্যাণেই নিয়োজিত করেছিলেন তার শ্রম, মেধার, চেষ্টার সবটুকুই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবায়ও তিনি অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। নিজের গ্রামসহ অনেক জায়গায় শিক্ষার প্রসারে কাজ করেছেন। স্কুল, কলেজ, মসজিদ মাদরাসার উন্নয়নে যখন যেভাবে পেরেছেন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সবসময়। কোন মানুষ তার কাছে সাহায্য চেয়ে বিশেষ করে কেউ লেখাপড়ার জন্য আর্থিক সহায়তা চেয়ে খালি হাতে ফিরেছেন এমন নজির নেই। মৌলভী-বাজারে চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকার সুবাদে নিজের উদ্যোগে ভূকশিমইল ইউনিয়নে অনেক চক্ষুশিবির পরিচালনা করেছিলেন এবং গ্রামের মানুষের উন্নত চিকিৎসায় বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছিলেন। বর্তমান সমাজে বিত্তবান মানুষের অভাব নেই। কিন্তু এঁদের ক'জনইবা মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসেন? এদের ক'জনই মানবিক হতে পারেন!

কিন্তু আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন আহমেদ বাদশা ছিলেন সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম।

মহান আল্লাহ যেন মরহুমকে তাঁর সকল ভালো কাজের উসিলায় মাফ করে দেন এই প্রার্থনা করি। এবং পরিবারের পক্ষ থেকে সকলের নিকট চাচার মাগফিরাতের জন্য দুয়া চাচ্ছি।







বাফলোতে দেশীয় আমেজে কোরবানীর আয়োজন

(শেষের পাতার পর)

ওয়ান স্টপ সার্ভিস দিয়ে আসছে। কোরবানীর পশু পছন্দ করা, মুল্য নির্ধারণ, জবাই, চামড়া খসানো, মাংস, হাড় টুকরা টুকরা করা সহ যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে থাকে এই প্রতিষ্ঠান। তবে যারা জবাই করার পর পরবর্তী প্রক্রিয়া নিজেরা করতে চান তাদের বাড়তি অর্থ পরিশোধ করতে হয়না।

সরেজিমন বাতাবিয়া এলাকা উপস্থিত হয়ে দেখা যায় কোরবানী আয়োজনের আনন্দ ঘন এক পরিবেশ। বেশীর ভাগ বাংলাদেশীরা নিজ হাতে কোরবানী দিয়ে পরবর্তী পুরো প্রক্রিয়া নিজেরা সম্পাদন করছেন। অনেকের সাথে আলাপ হয় কোরবানী বিষয়ে তারা জানান বাতাবিয়ায় কোরবানী দিয়ে তারা খুশী, কারন দেশীয় আমেজে তারা পরবাসে কোরবানী দিতে পারছেন। কোরবানীর স্থান এর দুরত্ব বেশী হলেও অনেক পরিবার তাদের স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হোন।

ম্যাথিস খামারের পরিচালক চার্লসের সাথে আলাপকালে তিনি জানান, তার বাবা পার কিরক এবং ভাই জুসেফ এই খামারের মালিক। সাত বছর আগে ২০১৫ সালে ২৫টি গরু জবাই এর মাধ্যমে এই আয়োজন শুরু হয়েছিল। তাদের সেবায় বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশের মুসলমানরা সন্তোষ্ট হওয়ার কারণে এবার (২০২১ সাল) ১৭৯টি গরু জবাই হয়েছে তাদের খামারে। এর মধ্যে কোরবানীর দিন ১০৬টি কোরবানীর পরের দিন ৭৩টি গরু জবাই করা হয়। গরুর মুল্য জানতে চার্লস বলেন চলতি বছর ৮শ থেকে ৩২ শ ডলারের গরু জবাই হয়েছে।

ম্যাথিস খামারের পক্ষ থেকে বলা হয় কোরবানী দিতে আসা লোকদের সর্বোচ্চ সেবার ব্যবস্থা করেন তারা। কোরবানী দিতে অনেকের সাথে কথা হয়। তারা খামারের ব্যবস্থাপনার উপর সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ওজনের ভিত্তিতে মুল্য নির্ধারণ সহ সুন্দর পরিবেশে কোরবানী দেয়ার যে আয়োজন ম্যাথিস খামার করে সেটি অনবদ্য এবং প্রশংসনীয়।
















ইস্ট রিভারের তীরে সুরমা নদীর কলতান

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: উৎসবমুখর পরিবেশে সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা আয়োজিত বার্ষিক বনভোজন গত ১৮ জুলাই নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। বনভোজনের এই অনুষ্ঠানে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবে পরিণত হয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে এই বনভোজন আয়োজনে সকলের প্রশংসা পায়। বিশেষ করে বনভোজনে মঞ্চ নির্মাণ সকলকে আকৃষ্ট করে। যেনো নিউইয়র্কের ইস্ট রিভারের তীরে সিলেটের 'সুরমা নদী'র কলতান।

গাছ-গাছালীর ছায়াতলে প্রাকৃতিক পরিবেশে আয়োজিত বনভোজনে সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের ১৯৯৭ সাল থেকে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাবৃন্দ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন মহলের উপস্থিতি বনভোজনের এই অনুষ্ঠানকে আনন্দ মিলনমেলায় পরিণত করে।

নিউইয়র্কের ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু, সিলেটের কৃতি সন্তান অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ডা. মাসুদুল হাসন, ডা. ফরিদা ইয়াসমীন, নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রইমারীতে কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট জজ পদে জয়ী এটর্নী সোমা সাঈদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান লায়েক ও সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল প্রমুখ বনভোজন অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করে আয়োজকবৃন্দ। গিফট হ্যাম্পার, বৈশাখী উপহার, হাতপাখা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সুস্বাধু খাবার সহ বনভোজনের বিভিন্ন পর্ব বিপুল সংখ্যক অতিথি অংশগ্রহন করেন। এছাড়া সিলেটের ঐতিহ্যবাহী "ধামাল" নৃত্য জনপ্রিয় "নয়া দামান" গানের সাথে পরিবেশিত হয়।

অত্যন্ত সুশৃঙ্খল পরিবেশে বনভোজনের প্রতিটি কার্যক্রম আগত অতিথিরা প্রশংসা করেন।

বনভোজনের শেষে সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান লায়েক এবং সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল সহ সংগঠনের বর্তমান কার্যকরী কমিটির সহ সভাপতি শাহনেয়াজ কোরেশি, মুকুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহরাজ ফাহমী, আব্দুল ওয়াদুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক টিটু আহমেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ আহমেদ, প্রচার সম্পাদক রাজিব খান, ক্রীড়া সম্পাদক মিনহাজ চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মওদুদ পাশা, সদস্য নাসিম চৌধুরী, মাহবুব রহমান, জয় দেব জয় আগত সকল অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।



The International Association of Lions Club

NEW YORK BANGLADESHI MERICAN LIONS CLUB
DISTRICT 20-R2, NEW YORK

Installation Ceremony 2021
& 8th Charter Anniversary



Chief Guest

Douglas X Alexander
International President of Lions Club



Guest of Honor

Maribel Salabarria
District Governor, District 20-R2, New York

Special Guest

Eric L. Adams
Brooklyn Borough President and Democratic nominee of nyc mayoral election 2021

Donovan Richard
President Borough of Queens, City of New York

Catalina Cruz
State Assembly Member, Assembly District 39

Jenifer Rajkumar
Assembly Member, Assembly District 38

Jessica González-Rojas
Assembly Member, Assembly District 34

AKM Mike Bhuiyan, PMJF
PDG District 20-R2, New York











Saturday, July 31, 2021 | 7:00pm.
Invited Guests only



VENUE
LAGUARDIA AIRPORT MARRIOTT
102-05 DITMARS BLVD, EAST ELMHURST, NY 11369

LN. ROCKY AALIYAN
Convener
718-300-5194

LN. JFM RASEL
Member Secretary
917-306-0361

LN. AKM A RASHID
Chief Coordinator
347-774-6463

LN. MOHAMMED AZAD
Coordinator
917-346-8207

Member
Ln. Munmun Hasina
Ln. Md Mashiur Rahman
Ln. Daisy Yeasmin
Ln. Mohammad Hassan Zilani
Ln. Abul Kashem
Ln. Mahabbat Ali Akhund
Ln. Ryan Taj
Ln. Abeda Khanam
Ln. Ruhul Amin
Ln. FEMD Rocky
Ln Asadur Rahman
Ln. Ahsanul Haque

LN. AHSAN HABIB
President
646-331-3892

LN. MD. SAIFUL ISLAM
Secretary
646-427-4867

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরনিদ্রায় শায়িত ফকির আলমগীর

ঢাকা ডেস্ক: রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন কিংবদন্তি গণসংগীতশিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা ফকির আলমগীর। শনিবার (২৪ জুলাই) বাদ যোহর দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে খিলগাঁও মাটির মসজিদে দ্বিতীয় নামাজে জানাজা শেষে করোনার স্বাস্থ্যবিধি মেনেই খিলগাঁও তালতলা কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার দাফন সম্পন্ন করা হয়। এর আগে সকাল ১১টা খিলগাঁওয়ের পল্লীমা সংসদ মাঠে



গণসংগীতশিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা ফকির আলমগীরের জানাজা শেষে করোনার স্বাস্থ্যবিধি মেনে খিলগাঁও তালতলা কবরস্থানে তার দাফন করা হয়।



লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। শুক্রবার (২৩ জুলাই) তার হার্ট অ্যাটাক হয়।





এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। সেখানে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হয় ফকির আলমগীরের মরদেহ। বৃষ্টির জন্য দুপুর সোয়া ১২টায় নাগরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি শুরু হয়। বেলা ১টা পর্যন্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য রাখা হয়।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাত ১০টা ৫৬ মিনিটে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফকির আলমগীর মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীরের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শোক প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন এমপি, আইন মন্ত্রী আনিসুল হক এমপি পৃথক পৃথক বিবৃতিতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

এর আগে গত ১৪ জুলাই বুধবার ফকির আলমগীরের শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপর চিকিৎসকের পরামর্শে বাসায় থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তিনি। তবে বৃহস্পতিবার (১৫ জুলাই) সন্ধ্যা থেকে তার জ্বর ও শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। এজন্য তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে ১৫ জুলাই দিবাগত রাত ১টায় হাসপাতালের কোভিড ইউনিটে ভর্তির পরপরই তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। পরে ১৮ জুলাই রবিবার আইসিইউ থেকে তাকে তাকে



সংক্ষিপ্ত জীবনী: ফকির আলমগীর ১৯৫০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার কালামৃধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো. হাচেন উদ্দিন ফকির, মা বেগম হাবিবুন্নেছা। ফকির আলমগীর কালামৃধা গোবিন্দ হাই স্কুল থেকে ১৯৬৬ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন।

জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় এমএ পাস করেন। ১৯৬৬ সালে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের সদস্য হিসেবে ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী ও গণশিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে ষাটের দশকে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সঙ্গীত বলয়ে প্রবেশ করেন। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী একজন শব্দ সৈনিক হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। অবশ্য এর আগে ষাটের দশক থেকেই গণসংগীত গেয়ে আসছিলেন তিনি। ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী ও গণশিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে অসামান্য ভূমিকা রাখেন তিনি।

স্বাধীনতার পর ফকির আলমগীর পপ ঘরানার গানে যুক্ত হন। পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে বাংলার লোকজ সুরের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি বহু গান করেছেন। সংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্রীয় 'একুশে পদক', 'শেরেবাংলা পদক', 'ভাসানী পদক', 'সিকোয়েন্স অ্যাওয়ার্ড অব অনার', 'তর্কবাগীশ স্বর্ণপদক', 'জসীমউদ্ দীন স্বর্ণপদক', 'কান্তকবি পদক', 'গণনাট্য পুরস্কার', 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মহাসম্মাননা', 'ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় পুরস্কার', 'ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড যুক্তরাষ্ট্র', 'জনসংযোগ সমিতি বিশেষ সম্মাননা', 'চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড বিশেষ সম্মাননা' ও 'বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ' পুরস্কারে তাকে ভূষিত করা হয়।

ফকির আলমগীরের মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া

ঢাকা ডেস্ক: জনপ্রিয় গণসংগীতশিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা ফকির আলমগীরের মৃত্যুতে বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের পাশাপাশি দেশ ও প্রবাসের সর্বমহলেই গভীর শোকের ছায়ানেমে এসেছে। তাঁর মত্যুতে স্মৃতি চারণ করে সঙ্গীত ও মিডিয়া জগতের অনেকেই নানা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

তিমির নন্দী শিল্পী তিমির নন্দী এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কলকাতার নারিকেল ডাঙায় শরণার্থী শিল্পীগোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলাম আমরা। সেখানে ফকির আলমগীরের সহশিল্পী ছিলাম আমি, নাট্যকার-অভিনেতা মামুনুর রশীদসহ অনেকে। সেই সময় বিভিন্ন গীতিনাট্য নিয়ে আমরা কলকাতা ও কলকাতার আশপাশে সীমান্তে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছি। সেই সময় ফকিরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা গাঢ় হয়েছে। আমার সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব হয়েছিল।

ফেরদৌস ওয়াহিদ

সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, ফকির আলমগীর বাংলাদেশের এমন একজন গায়ক যাকে আমি বাংলার সঙ্গীতের বাঘ বলি। মজার বিষয় হচ্ছে, ওর মাথায় বিয়ের পাগড়িটা আমিই পরিয়েছিলাম। এমন হাজারো গল্প রয়েছে আমাদের। সে গণসঙ্গীতটাকে



ধরে রেখেছিল আমৃত্যু। তার চলে যাওয়ায় সঙ্গীতের এই অসাধারণ ধারাটিতে শূন্যতা তৈরি হলো।

কুমার বিশ্বজিৎ

শিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ বলেন, তিনি যেমন বড় মাপের শিল্পী ছিলেন তেমনি ভালো মনের মানুষ ছিলেন। তার আত্মা শান্তি পাক- সেই প্রার্থনাই করি।

হানিফ সংকেত



উপস্থাপক হানিফ সংকেত এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, মানবিক গুণাবলীতে মহান এই শিল্পীর অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদে স্বজন হারানোর কষ্ট অনুভব করছি। সম্প্রতি তার অসুস্থতার খবরে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। নিয়মিত খোঁজখবরও রাখছিলাম। ভাবীর সঙ্গে কথা হয়েছিল। বলেছিলেন- এখন কিছুটা স্ট্যাবল, দোয়া করেন। কিছুটা আশার আলো দেখেছিলাম। কিন্তু প্রাণঘাতী করোনার কাছে পরাজিত হয়ে চিরবিদায় নিলেন স্বাধীন বাংলা বেতারের এই শব্দসৈনিক-বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ফকির আলমগীর। বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে পাশে থেকে তিনি যেমন মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন, তেমনি শিল্পীদের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সবার সুখে-দুঃখে তিনি পাশে থেকেছেন। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার অনেক আড্ডার ও গল্পের স্মৃতি। মনে পড়ে আমার অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থিতির স্মৃতিময় সময়গুলোর কথা। আমি তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

কনকচাঁপা

এত টগবগে যুবকের প্রাণশক্তিওয়ালা মানুষটা করোনার ভয়াল থাবায় পর্যুদস্ত হলেন! আমি শোকে নিমজ্জিত! এই দুঃখ প্রকাশের ভাষা আমার নেই। সারাজীবন গণসঙ্গীত নিয়ে এক রকম যুদ্ধ করে গেছেন। যুদ্ধ করতে করতে নিজের একটা অটল পাহাড় সমান দুর্গম দুর্গ তৈরি করেছিলেন, করতে পেরেছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন গণমানুষের মুখপাত্র। তিনি ছিলেন আমাদের গণসংগীতের প্রাণপুরুষ। আমি ওনার শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করছি, তারা যেন এই ভয়াবহ শোক সইবার শক্তি অর্জন করেন।

গণতন্ত্রের স্বার্থেই পেগাসাস স্পাইওয়্যার নিয়ন্ত্রণ জরুরি

১৯৮৮ সালের পর গত বছর বিশ্বের সর্বোচ্চ সামরিক ব্যয় দেখতে হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় দুই ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর অর্ধেকেরও বেশি ব্যয় করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। প্রতিরক্ষা সক্ষমতা হচ্ছে একান্ত সুরক্ষিত জাতীয় সম্পদ। অস্ত্র রপ্তানি ও এর ব্যবহারকে ঘিরে বিধি-নিষেধের জাল গড়ে উঠেছে। কারণ কোনো দেশই চায় না তার সবচেয়ে প্রাণঘাতী অস্ত্রগুলো নিজের ওপর তাক করা হবে।

আজ পর্যন্ত অন্তত ৫০০টি বেসরকারি কম্পানি একেবারে নিয়ম-কানুনের বাইরে গিয়ে কাজ করছে। তারা অত্যাচারী শাসকদের কাছে অনুপ্রবেশে সক্ষম সফটওয়্যার বিক্রি করছে, যার মাধ্যমে শাসকরা তাদের সমালোচকদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি ও হয়রানি করে। এ ধরনের বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। কারণ গণতন্ত্রবিরোধী এসব তৎপরতা যথেষ্ট হয়েছে বলেই গণ্য করা উচিত। যদিও এটি অব্যাহত আছে; কিন্তু মূল উদ্যোগটা ছিল এই অস্ত্রটি যেন অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। এর পরিবর্তে বিভিন্ন দেশের সরকার যখন এই অস্ত্রগুলো শুধু নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধে নয়, গণতান্ত্রিক পশ্চিমের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করার সুযোগ নেবে, তখন কী ঘটবে?

আমরা হয়তো এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে যাচ্ছি। ইসরায়েলি হাইটেক ফার্ম এনএসওর গোপনে নজরদারি করা সফটওয়্যার পেগাসাস স্পাইওয়্যারটির ক্রেতা হচ্ছে বিভিন্ন দেশের সরকার। যেসব সরকার স্পাইওয়্যারটির মাধ্যমে এই নজরদারি করেছে, তাদের ফাঁস হওয়া ফোন নম্বরের তালিকা ঘেঁটে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গার্ডিয়ান, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও প্যারিসভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ফরবিডেন স্টোরিজসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সংস্থার একটি কনসোর্টিয়াম। ফরেনসিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এনএসওর ক্রেতারা সাংবাদিক, ভিন্নমতাবলম্বী ও কর্মীদের স্মার্টফোন হ্যাক করার জন্য পেগাসাস স্পাইওয়্যারটির ব্যবহার করেছিল। এর মধ্যে একজন কর্মরত ফরাসি মন্ত্রীর মোবাইল ফোনও ছিল, যাতে এনএসওর স্পাইওয়্যারসংশ্লিষ্ট ডিজিটাল চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্যারিস এরই মধ্যে এর তদন্ত শুরু করেছে। ফাঁস হওয়া ৫০ হাজারের বেশি মোবাইল ফোনের তালিকায় এই নম্বরগুলো ছিল।

ফাঁস হওয়া তালিকায় বিভিন্ন দেশের ১০ জন প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্সের ইমানুয়েল ম্যাখোঁসহ তিনজন প্রেসিডেন্ট ও মরক্কোর রাজা রয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, ভারতের সরকারও এনএসওর ক্রেতা, যারা দালাই লামার নির্বাসিত তিব্বতি সরকারের কিছু নির্বাচিত ফোন নম্বর আয়ত্তে নিয়েছে। ব্রিটিশ নাগরিকদের শত শত ফোন নম্বরও এই তালিকায় দেখা গেছে, যাদের বেছে নেওয়ার জন্য ব্রিটেনের উপসাগরীয় মিত্র সংযুক্ত আরব আমিরাত দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের অংশীদার ইসরায়েলের সঙ্গে দেশটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এখন এই ধরনের বন্ধুত্ব নিয়ে কেউ জিজ্ঞেস করতেই পারে যে আমাদের শত্রুদের আর কী প্রয়োজন? এই সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের ক্যাবিনেট দপ্তরবিষয়ক মন্ত্রী লর্ড ট্রু জানিয়েছেন যে যুক্তরাজ্য এনএসওর কার্যক্রম সম্পর্কে ইসরায়েল সরকারের কাছে বেশ কয়েকবার তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এনএসও বলছে যে যেহেতু তাদের বিক্রি করা স্পাইওয়্যার সিস্টেমটি তারা পরিচালনা করে না এবং এর গ্রাহকদের টার্গেট ডাটায় তাদের কোনো প্রবেশাধিকারও নেই, তাই সফটওয়্যারটির ব্যবহারের ওপর সংস্থাটি কোনো তদারকি করতে পারে না। এটা একটা স্বার্থপর যুক্তি, যা করপোরেট গোপনীয়তার ওপর নির্ভর করে আছে। তবে এটা সত্য যে এনএসওর তৈরি এ ধরনের স্পাইওয়্যার মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘনকে সহজ করে তুলছে। এখন পশ্চিমা গণতন্ত্রের পক্ষে চীন বা রাশিয়ার ডিজিটাল কর্তৃত্ববাদ রপ্তানির অভিযোগ করাটা ভণ্ডামি হবে, যদি পশ্চিমের মিত্ররাও একই ক্রেতার কাছে ডিজিটাল অস্ত্রগুলো বিক্রি করে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এখন সফটওয়্যার সম্পর্কিত। ইসরায়েলের উচিত তার স্পাইওয়্যার খাতকে দমন করা, যা বিশ্বের কর্তৃত্ববাদী শাসকদের সেলফ সেন্সরশিপ রপ্তানি করার সুযোগ দিচ্ছে। নিপীড়নমূলক এই অস্ত্রের প্রসার নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধও জরুরি হয়ে পড়েছে। এই ধরনের প্রযুক্তির বিস্তার সীমিত করা গণতন্ত্রের স্বার্থের জন্যই জরুরি। বর্তমানে আইনি লড়াইয়ের বাইরে গিয়ে কোনো সরকারি বা বেসরকারি ব্যবস্থায়ই এনএসওর মতো গোপন অস্ত্রগুলো দিয়ে করা স্বাধীন বাকশক্তি, সংগঠন ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার গুরুতর লঙ্ঘন প্রতিরোধ বা প্রতিকার করা সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। অনলাইন থেকে

সূত্র: সম্পাদকীয়, দ্য গার্ডিয়ান

ভাষান্তর: আফছার আহমেদ

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটির 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বাইতুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিন
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

টুকরো খবর

(শেষের পাতার পর)

কর্মীদের একাধিক স্বাস্থ্যজনিত ঘটনা তদন্ত করছে যুক্তরাষ্ট্র। জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০ জনের বেশি কর্মকর্তার মস্তিষ্কের রহস্যময় রোগ 'হ-াভানা সিনড্রোম'-এর মতো উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা বলছেন, মাইক্রোওয়েভ তেজস্ক্রিয়তার কারণে হয়ত এই রোগ দেখা দিতে পারে। ২০১৬-১৭ সালে প্রথম কিউবায় এই রোগ ধরা পড়ে। ওই সময় হাভানায় নিযুক্ত আমেরিকান ও কানাডার কূটনীতিকরা মাথা ঘোরা, ভারসাম্য হারানো, কানে কম শোনা এবং কোনও কিছু নিয়ে উদ্বেগের মতো উপসর্গ দেখা দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন। তখন কিউবার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র 'সোনিক হামলা' পরিচালনার অভিযোগ আনে। তবে হাভানা দৃঢ়ভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে। এতে উভয় দেশের সম্পর্কে উত্তেজনা ছড়ায়। ২০১৯ সালে একটি গবেষণায় হাভানা সিনড্রোম-এ অসুস্থ হওয়া কূটনীতিকদের 'মস্তিষ্কের অস্বাভাবিকতা' থাকার কথা উঠে আসে। তবে কিউবা প্রতিবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছে। বর্তমানে আবার ভিয়েনায় এই রোগে আক্রান্তের খবর শুক্রবার প্রথম প্রকাশ করে নিউ ইয়র্কার সাময়িকী। পরে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও তা নিশ্চিত করে জানিয়েছে, তারা জোরালোভাবে তদন্ত করছে।

নিউইয়র্কের স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ

করোনাভাইরাসের টিকা বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন নিউইয়র্কের স্বাস্থ্যকর্মীরা। গত ২২ জুলাই বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা ইউনিয়নের কর্মীরা ম্যানহাটনের প্রেসবিটারিয়ান হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভে অংশ নেয়া স্বাস্থ্যকর্মীরা দাবী করেন, হাস-পাতালে কাজের জন্য তাদের টিকা নেয়ার প্রয়োজন নেই। নিউইয়র্ক প্রেসবিটারিয়ান হেলথ সিস্টেম গত মাসে তাদের ৪৮ হাজার কর্মীকে পহেলা সেপ্টেম্বরের মধ্যে অন্তত একডোজ করোনা টিকা নেয়ার নির্দেশ দেয়। এর প্রতিবাদেই বিক্ষোভে নামেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

নিউজার্সীতে ব্রিজের উপর বিমান অবতরণ

নিউজার্সীতে ব্রিজের উপর অবতরণ করেছে একটি বিমান। গত ১৯ জুলাই সোমবার দুপুরে বিমানে ত্রুটি দেখা দিলে ওশেন সিটির একটি ব্রিজের ওপর অবতরণ করে বিমানটি। এ বিমানের পাইলটের বয়স মাত্র ১৮ বছর। ল্যান্ডন লুকাস নামের পাইলট জানিয়েছেন, আটলান্টিক সিটির স্টিল পাইয়ারের নিকটে উড়ন্ত অবস্থায় বিমানের ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দেয়। তিনি বিমানটি সাগরে ফেলার মনোস্থির করলেও তখন দেখতে পান ব্রিজের উপর ফাঁকা, কোন গাড়ি নেই। পরে বিমান ও নিজের কোন ক্ষতি না করে ব্রিজের উপরেই বিমানটি অবতরণ করেন। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সংস্থগুলো তদন্ত শুরু করেছে।

ওয়াশিংটন ডিসির পার্কে গোলাগুলি

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল পার্ক স্টেডিয়ামের বাইরে গোলাগুলিতে চারজন আহত হয়েছে। স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শকের উপস্থিতি খেলা চলাকালে গত ১৭ জুলাই শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এই গুলির ঘটনা ঘটে। গুলির ঘটনায় চার জন আহত হওয়ার তথ্য জানিয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি পুলিশ। আহত চারজনের মধ্যে কারও অবস্থা আশঙ্কাজনক নয় বলে জানানো হয়েছে। তবে গুলির উদ্দেশ্য কী, এ ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে ওয়াশিংটন ডিসি পুলিশ এখনো কিছু জানায়নি। তারা বলছে, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ন্যাশনাল পার্ক স্টেডিয়ামে দুটি দলের মধ্যে বেসবল খেলা চলছিল। খেলার ষষ্ঠ ইনিংস চলাকালে বাইরে কয়েক দফা গুলির শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তে স্টেডিয়ামের দর্শকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় ছোটাছুটি। এ সময় মাইকে দর্শকদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানানো হয়। গুলির এই ঘটনার পর স্টেডিয়ামে খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্ত্র বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফ-লতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamalmortgage tips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

(৩৭-১১-৭৪ ষ্ট্রিট) অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন ইউএস সুপ্রীম কোর্টেও এর্টনী এট-ল এর্টনী মঈন চৌধুরী।

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'র ৫০ বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠান ৩১ জুলাই, শনিবার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে। আয়োজক 'ফ্রেন্ডস অব ফ্রিডম' নামের একটি সংগঠন।

টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র বনভোজন ১ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্ক সিটির অদূরে নয়নাভিরাম সানকিন মেডো ষ্টেট পার্কে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ গ্যাষ্ট্রো ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে ব্লক পরীক্ষা, ইকোজি, স্পাইরোমেট্রি, মেগোগ্রাফি, টিবি টেষ্ট, কান পরিষ্কার করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

166-32 Highland Ave. Jamaica, NY. ফ্রম 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ড়রধ খড়ঢ়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝধবরহধু ঝধবরবহ,
অংড়ড়রধ, ঘঢ
ঘ ঃবৎরহ ঃড় ৩০ অব. ঝধবরড়হ
প্রবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



যুক্তরাষ্ট্রের ২০ কূটনীতিক

(প্রথম পাতার পর)

হারানো, শ্রবণক্ষমতা হ্রাস, উদ্বেগ ইত্যাদি। খবর বিবিসি।

গত এপ্রিলে ইরানকে পরমাণু চুক্তিতে ফেরাতে ভিয়েনা সংলাপ শুরু হয়। এই সংলাপে পাঁচ জাতিগোষ্ঠীর (চীন, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি) সঙ্গে আলোচনায় বসে ইরান।

জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন (জেসিপিওএ) নামের বহুজাতিক পারমাণবিক চুক্তিটি ২০১৫ সালে স্বাক্ষর করা হয়েছিল। কিন্তু তিন বছর পরে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ চুক্তি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

মার্কিন এ নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় ইরান চুক্তি লঙ্ঘন করে পরমাণু কর্মসূচি সক্রিয় করে। তারা উন্নত সেন্ট্রিফিউজ পরীক্ষার পাশাপাশি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে কাজ শুরু করে।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ভিয়েনায় রহস্যজনক অসুস্থতায় আক্রান্ত মার্কিন কর্মকর্তারা যেসব লক্ষণের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে হাভানা সিনড্রোমের মিল রয়েছে। হাভানা সিনড্রোম একটি রহস্যজনক মস্তিষ্কের অসুস্থতা। এই সিনড্রোম ব্যাখ্যাতীত। তবে মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি সম্ভবত মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের কারণে ঘটে।

২০১৬-১৭ সালে কিউবায় সর্বপ্রথম হাভানা সিনড্রোম দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কূটনীতিকেরা হাভানায় রহস্যজনক অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলেন।

হাভানা সিনড্রোম লক্ষ করে যুক্তরাষ্ট্র তখন কিউবার বিরুদ্ধে সনিক অ্যাটাকের অভিযোগ এনেছিল। তবে কিউবা এই অভিযোগ অস্বীকার করে। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে।

কণ্ঠযোদ্ধার বিদায়

(প্রথম পাতার পর)

ত্যাগ করেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ফকির আলমগীরের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা ফকির আলমগীরের স্মৃতিচারণ করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, একজন কণ্ঠযোদ্ধা, গণমানুষের শিল্পী হিসেবে ফকির আলমগীর বেঁচে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে।

গতকাল সকাল ১১টায় খিলগাঁওয়ের পল্লীমা সংসদে ফকির আলমগীরকে 'গার্ড অব অনার' দেয়া হয়। সেখানেই তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১২টায় তার মরদেহ নেয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। সেখানে বৃষ্টি উপেক্ষা করে সর্বস্তরের মানুষ তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এরপর শিল্পীর দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া মাটির মসজিদে। বাদ জোহর তালতলা কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। ফকির আলমগীর করোনা টিকার দুই ডোজই নিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন আগেই জ্বর ও খুসখুসে কাশি শুরু হয় এ শিল্পীর। পরে তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে করোনা পরীক্ষা করান। ফল পজেটিভ আসে। সেদিনই তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। এরপর তাকে গ্রীন রোডের একটি হাসপাতালে নেয়া হয়। ওই সময় নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের (আইসিইউ) প্রয়োজন পড়লে সেখান থেকে তাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে নেয়া হয়। শনিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

ফকির আলমগীরের জন্ম ১৯৫০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার কালামৃধা গ্রামে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। স্বাধীনতার পর পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে দেশজ সুরের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বাংলা পপ গানের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন ফকির আলমগীর। পরবর্তীতে গণসংগীত নিয়ে একাই তিনি কাজ করেন ব্যাপকভাবে। ফকির আলমগীর ছিলেন দেশীয় গণসংগীতের প্রবাদ পুরুষ। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তার কণ্ঠের বেশকিছু গান দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। এর মধ্যে 'ও সখিনা' গানটি এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ১৯৮২ সালের বিটিভি'র আনন্দমেলা অনুষ্ঠানে গানটি প্রচারের পর দর্শকের মধ্যে সাড়া ফেলে। কণ্ঠ দেয়ার পাশাপাশি গানটির সুরও করেছেন ফকির আলমগীর। তিনি সাংস্কৃতিক সংগঠন ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা, গণসংগীতচর্চার আরেক সংগঠন গণসংগীতশিল্পী পরিষদের সাবেক সভাপতি। ফকির আলমগীর গানের পাশাপাশি নিয়মিত লেখালেখিও করেছেন। 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও বিজয়ের গান', 'গণসংগীতের অতীত ও বর্তমান', 'আমার কথা', 'যারা আছেন হৃদয়পটে'সহ বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ হয়েছে তার। ফকির আলমগীর ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী ও গণশিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি যোগ দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। সংগীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকার ১৯৯৯ সালে ফকির আলমগীরকে একুশে পদক প্রদান করে।

শিল্পী তিমির নন্দী এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কলকাতার নারিকেল ডাঙায় শরণার্থী শিল্পীগোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলাম আমরা। সেখানে ফকির আলমগীরের সহশিল্পী ছিলাম আমি, নাট্যকার-অভিনেতা মামুনুর রশীদসহ অনেকে। সেই সময় বিভিন্ন গীতিনাট্য নিয়ে আমরা কলকাতা ও কলকাতার আশপাশে সীমান্তে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছি। সেই সময় ফকিরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা গাঢ় হয়েছে। আমার সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব হয়েছিল।

সংগীত শিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, ফকির আলমগীর বাংলাদেশের এমন একজন গায়ক যাকে আমি বাংলার সংগীতের বাঘ বলি। মজার বিষয় হচ্ছে, ওর মাথায় বিয়ের পাগড়িটা আমিই পরিয়েছিলাম। এমন হাজারো গল্প রয়েছে আমাদের। সে গণসংগীতটাকে ধরে রেখেছিল আমৃত্যু। তার চলে যাওয়ায় সংগীতের এই অসাধারণ ধারাটিতে শূন্যতা তৈরি হলো।

উপস্থাপক হানিফ সংকেত এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, মানবিক গুণাবলীতে মহান এই শিল্পীর অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদে স্বজন হারানোর কষ্ট অনুভব করছি।

শিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ বলেন, তিনি যেমন বড় মাপের শিল্পী ছিলেন তেমনি ভালো মনের মানুষ ছিলেন। তার আত্মা শান্তি পাক- সেই প্রার্থনাই করি।

ইসরায়েলকে সাহায্যকারীদের ট্যাক্স মওকুফ নয়- কংগ্রেসে রাশিদা

(প্রথম পাতার পর)

ইসরায়েল। বিষয়টি নিয়ে অনেক দেশ ও সংস্থা সরব হলেও কানে তুলছে ইসরায়েল। এবার, ইসরায়েলি বসতি স্থাপনে সাহায্যকারীদের কর মওকুফ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগকে আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির কংগ্রেসের সদস্য রাশিদা তালিব ও তার প্রগতিশীল বন্ধুরা। সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসে এ আহ্বান জানানো হয়। মিডলইস্ট আই এক প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে।

জানা গেছে, মার্কিন কংগ্রেসে এমন দাবি জানানোর পরদিনই গতকাল শুক্রবার পশ্চিম তীরের কাছে বাইতা গ্রামে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় অন্তত ১৪৬ জন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। ইহুদি বসতি স্থাপনের প্রতিবাদ করা এই হামলা চালানো হয় বলে খবর প্রকাশ করেছে টিআরটি ওয়ার্ল্ড।

গণমাধ্যমটি বলছে, আহতদের মধ্যে তাজা গুলিবিদ্ধ হয়ে নয়জন, রাবারে মোড়ানো গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩৪ জন এবং কাঁদানে গ্যাসে অসুস্থ হয়ে ৮৭ জন আহত হয়েছেন। উল্লেখ্য, এদিন স্থানীয় কৃষকদের কৃষিজমি দখলে নিয়ে ইহুদি বসতি স্থাপনের প্রতিবাদে শত শত ফিলিস্তিনি বাসিন্দার অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে এই ন্যাক্কারজনক হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা।

ডেল্টার তাণ্ডবে দৈনিক মৃত্যু ৪৮ শতাংশ

(প্রথম পাতার পর)

মৃত্যুর সংখ্যাও প্রায় ৪৮ শতাংশ বেড়েছে বিগত কয়েক সপ্তাহে। এখন সে দেশে দিনে গড়ে মৃত্যু হচ্ছে ২৩৯ জনের। ভারতে প্রথম হদিশ মিলেছিল এই ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের। তার পর ধীরে ধীরে তা বিশ্বের বাকি দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, বিশ্বের অন্তত ১০০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে করোনার এ ধরন। এখন পর্যন্ত করোনার যাতো ভ্যারিয়েন্ট দেখা গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংক্রামক ডেল্টাই, আর এ জন্যই বিষয়টি নিয়ে ভীষণ উদ্বেগ জানিয়েছেন হোয়াইট হাউজের মুখ্য স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অ্যান্টনি ফাউসি।

বুস্টার ডোজ দেয়ার পরামর্শ

(প্রথম পাতার পর)

এর কারণ, টিকা দেয়ার পর কয়েক শত মানুষের রক্তের পরীক্ষায় দেখা গেছে, টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুরক্ষা দানকারী এন্টিবডি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষয় পেতে থাকে। টিকা দেয়ার পর এন্টিবডি কমে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য। তবে এর অর্থ এই নয় যে, টিকা গ্রহণকারীরা করোনা ভাইরাসের কাছে অধিকমাত্রায় ঝুঁকিতে আছেন। তবে গবেষকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, যদি টিকার কার্যকারিতা ক্রমাগত কমতেই থাকে, তাহলে কার্যকারিতা এক সময় নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। ইউসিএল ভাইরাস ওয়াচ নামের গবেষণায় দেখা গেছে অক্সফোর্ড/এস্ট্রাজেনেকা এবং ফাইজার/বায়োএনটেকের টিকার দুটি ডোজ প্রয়োগ করার পর যে এন্টিবডি তৈরি হয় দ্বিতীয় ডোজ টিকা দেয়ার ৬ সপ্তাহ পরেই তা ক্ষয় পেতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০ সপ্তাহের মধ্যে এই এন্টিবডি শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি ক্ষয় পায়।

গবেষকরা জোর দিয়ে বলেছেন, করোনার বিরুদ্ধে খুব বেশি কার্যকর এ দুটি টিকাই। কিন্তু গবেষণায় যে তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে এই শরতের মধ্যে একটি বুস্টার ডোজ দেয়ার পরিকল্পনাকে সমর্থন করে। বিশেষ করে যারা প্রথমদিকে অক্সফোর্ড/এস্ট্রাজেনেকার টিকা নিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের সংক্রামক রোগ বিষয়ক প্রফেসর রব অলড্রিজ বলেছেন, আমরা জানি যে এন্টিবডির লেভেল একেবারে উচ্চে উঠে যায় এবং তা দ্রুত কমে যেতে শুরু করে। আমরা গবেষণায় যে হারে এই এন্টিবডি কমে যেতে দেখেছি তা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে আমরা উদ্বিগ্ন। এটা অব্যাহত থাকলে টিকার কার্যকারিতাও কমে যেতে থাকবে। এখন প্রশ্ন হলো, তা কখন ঘটতে যাচ্ছে। জয়েন্ট কমিটি অন ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জেসিভিআই) গত মাসে অন্তর্বর্তী পরামর্শ দিয়েছে। তাতে বৃটেনের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা (এনএইচএস) খাতকে শরতে একটি বুস্টার প্রোগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই বুস্টার ডোজ দেয়া হবে কিনা তা নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি। তা ছাড়া টিকা দেয়ার পর তাতে সুরক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে এতটাই কম দুর্বল পারফরমেন্স দেখিয়েছে- যাতে বুস্টার ডোজ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা স্পষ্ট হওয়া যায়নি। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, অধিক জরুরি ভিত্তিতে অন্য দেশগুলোকে টিকা দেয়ার প্রয়োজন।

ইউসিএল টিম ৬০৫ জন মানুষের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করেছে। তাদের বেশির ভাগের বয়স ৫০ ও ৬০ উত্তীর্ণ। এতে তারা দেখতে পেয়েছেন রোগীভেদে এন্টিবডির পরিমাণে ভিন্নতা রয়েছে। এতে আরো দেখা গেছে অক্সফোর্ড/এস্ট্রাজেনেকার দুই ডোজ টিকা যে পরিমাণ এন্টিবডি তৈরি করে তার চেয়ে অনেক বেশি এন্টিবডি তৈরি করে ফাইজার/বায়োএনটেকের দুই ডোজ টিকা। এতে আরো দেখা গেছে, ফাইজারের টিকার পূর্ণাঙ্গ ডোজ দেয়ার তিন থেকে ৬ সপ্তাহ পরে প্রতি মিলিলিটার রক্তে প্রায় ৭৫০০ একক এন্টিবডি আছে। কিন্তু ১০ সপ্তাহ পরে তা কমে ৩৩২০ এককে নেমে এসেছে। এক্ষেত্রে এস্ট্রাজেনেকায় ৩ থেকে ৬ সপ্তাহে প্রতি মিলিলিটারে এন্টিবডির পরিমাণ ১২০০ একক। ১০ সপ্তাহ পরে তা কমে দাঁড়ায় ১৯০ এককে। দ্য ল্যানসেট ম্যাগাজিনে এ তথ্য প্রকাশ হওয়ার পর গবেষকরা আরও ৪৫০০ অংশগ্রহণকারীর মধ্যেও একই প্রবণতা দেখতে পেয়েছেন।

করোনায় মৃত্যু ছাড়াল ৪১ লাখ ৬৩ হাজার

(প্রথম পাতার পর)

মারা গেছেন ৪১ লাখ ৬৩ হাজার ৮১৫ জন। বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র। ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ভারতের অবস্থান দ্বিতীয়। ব্রাজিল আছে তৃতীয় অবস্থানে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সিএনএন বলছে, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশটিতে প্রতিদিন হাজার হাজার নতুন রোগী শনাক্ত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এভাবে চললে একটা সময় দেশটির স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যথেষ্ট নমুনা পরীক্ষার অভাবে সংক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। এর ফলে ঠিক সময় করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে আইসোলেশনে রাখা যাচ্ছে না।

ইসলামভীতি নিরীক্ষণ করার আহ্বান

(প্রথম পাতার পর)

এ বিষয়ে মুসলিম ও ইহুদি ডেমোক্রেটরা যৌথভাবে কাজ করেন।

ইসলামভীতি নিরীক্ষণ করার বিষয়ে প্রস্তাবগুলো একটি চিঠির মাধ্যমে পাঠানো হয়। এ চিঠিটি তৈরি করেন ইলহান ওমর (মুসলিম) আর জান স্কাওকস্কি (ইহুদি)। পরে ওই চিঠিটি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের কাছে পাঠানো হয়।

ওই খসড়া-প্রস্তাব প্রণয়নকারীদের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০০৪ সালে সরকার ইহুদিবিরোধী কর্মকা-নিয়ন্ত্রণে যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছিল তাকে আদর্শ মডেল হিসেবে ধরেই ইসলামভীতি নিরীক্ষণ করার কার্যক্রম চলবে। ইসলামভীতি নিরীক্ষণ করার ওই কাঠামোর নাম হলো, স্পেশাল এনভয় ফর মনিটরিং অ্যান্ড কমব্যাটিং ইসলাম ফেবিয়া (ইসলামভীতি নিরীক্ষণ ও প্রতিরোধে বিশেষ দূত)।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামভীতি বা ইসলাম ফেবিয়া ভয়াবহভাবে বেড়েছে আর মুসলিমদের ওপর অত্যাচারও বেড়েছে ভয়াবহভাবে।

ওই চিঠিতে মুসলিম উইঘুরদের ওপর চীনের নির্যাতন, রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের নিপীড়ন, নিউজিল্যান্ডে মুসলিদের মসজিদে হামলা ও গণহত্যার কথা বলা হয়। এছাড়া কানাডার ওন্টারিও আর ব্রিটেনের লন্ডনে মুসলিম পরিবারের সদস্যদের হত্যার কথাও বলা হয়।

ওই প্রস্তাবে ২৩ ডেমোক্র্যাট স্বাক্ষরকারীর মধ্যে দু'মুসলিম সদস্য হলেন, ইন্ডিয়ানার আন্দ্রে কারসন ও মিশিগানের রাশিদা তালিব। যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ অব রিপ্রেসেন্টটেটিভের ২৫ ইহুদি সদস্যদের মধ্যে সাতজন ওই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন। ওই ইহুদি ডেমোক্র্যাটরা হলেন, স্ক্যাওকস্কি, টেনেসির স্টিভ কোহেন, সারা জ্যাকবস, ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যালান লোয়েথাল, মাইক লেভিন, ইলিনয় ব্র্যাড স্লাইডার ও মিনেসোটার ডিন ফিলিপস।

বই বিক্রেতা থেকে মহাকাশের পথে জেফ বেজোস

(প্রথম পাতার পর)

তৈরি মহাকাশযান দ্য নিউ শেপার্ডে চড়েই মহাকাশে পাড়ি দেবেন অ্যামাজনের কর্ণধার বেজোস।

তবে বিশ্বের অন্যতম টেক জায়ান্ট বেজোসের ক্যারিয়ারের শুরুটা হয়েছিল ছোট্ট একটা গ্যারেজে অনলাইনে বই বিক্রির মাধ্যমে।

সেখান থেকে বর্তমানে অ্যামাজন, ব্লু অরিজিনসহ ১৫টি প্রতিষ্ঠানের মালিক বেজোস। ফোর্বস ম্যাগাজিনের হিসেবে অনুযায়ী ২০২১ সালে তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২০,৫০০ কোটি মার্কিন ডলার।

মহাকাশে বেজোসের সঙ্গী হবেন তার ভাই মার্ক বেজোস। এছাড়াও ৮২ বছর বয়সী নারী পাইলট ওয়ালি ফাঙ্ক এবং ১৮ বছর বয়সী এক তরুণ। তাদের এই যাত্রায় কোনো পাইলট কিংবা ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার থাকবে না বলে জানা গেছে।

নিউ শেফার্ড তাদের পৃথিবী থেকে অন্তত ১০০ কিলোমিটার উঁচুতে কারম্যান লাইনের উপরে নিয়ে যাবে, যেখানে তারা ভর শূন্যতা উপভোগ করতে পারবেন। ছয়জনের উপযোগী ওই ক্যাপসুলটি থেকে পরে প্যারাসুট ব্যবহার করে পৃথিবীতে নেমে আসবেন তারা। সবমিলিয়ে এই ভ্রমণের মেয়াদ হবে ১০ মিনিট।

যুক্তরাষ্ট্রে গড় আয়ুষ্কাল কমেছে

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) নতুন এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত বছর মার্কিনিদের কাঙ্খিত আয়ুষ্কাল কমে গেছে দেড় বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বড় পতন হয়নি কখনো। করোনা মহামারি এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিজনেস ইনসাইডার। মার্কিনিদের বর্তমান গড় কাঙ্খিত আয়ুষ্কাল প্রায় ৭৭ বছর। ২০১৯ সালে এই আয়ু ছিল প্রায় ৭৯ বছর। গবেষকরা বলেছেন, করোনা মহামারির আগের অবস্থায় আয়ুষ্কাল ফিরে যেতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে।

ওই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ এবং হিস্প্যানিক মার্কিনিদের গড় আয়ুষ্কাল আরো কমে গেছে। তাদের আয়ুষ্কাল কমেছে প্রায় তিন বছর। ২০১৯ সালে কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনিদের কাঙ্খিত গড় আয়ুষ্কাল ছিল প্রায় ৭৫ বছর। কিন্তু ২০২০ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ৭২ বছরের নিচে। ২০১৯ সালে হিস্প্যানিক মার্কিনিদের আয়ুষ্কাল ছিল প্রায় ৮২ বছর। কিন্তু ২০২০ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ৭৯ বছরেরও নিচে। মহামন্দার সময়ে কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনিরা তাদের আয়ুষ্কালের এরকম দ্রুত পতন দেখেছিল। গত বছরেই হিস্প্যানিক মার্কিনিদের গড় আয়ু সবচেয়ে বেশি কমেছে। এখানে উল্লেখ্য, তাদের গড় আয়ু গণনার বিষয়টি সিডিসি আমলে নিয়েছে ২০০৬ সালে।

সিডিসির রিপোর্টের প্রধান লেখক এলিজাবেথ আরিয়াস বলেছেন, নাটকীয়ভাবে গড় আয়ুষ্কাল কমে যাওয়া আধুনিক মার্কিন ইতিহাসে খুবই অস্বাভাবিক। উন্নত দেশগুলোতে মানুষের মৃত্যুহার স্থিতিশীল এবং স্থির। এক বছরের সঙ্গে অন্য বছরের তুলনা করলে এক্ষেত্রে পরিবর্তন খুবই সামান্য। ২০০০এর দশকে সর্বশেষ যে অবস্থানে ছিল আয়ুষ্কাল, সেখানে নিয়ে গেছে মহামারি। ২০০০ সালে কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনিদের যে আয়ুষ্কাল ছিল, তারা এখন সেখানে পৌঁছে গেছে। ২০২০ সালের প্রথম অর্ধাংশে কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনিদের আয়ুষ্কালের সবচেয়ে বেশি অবনমন হয়। বছরের শেষে হিস্প্যানিক মার্কিনিদের আয়ুষ্কালেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে।

সিডিসির গবেষকরা আরো দেখতে পেয়েছেন যে, করোনায় মোট যে পরিমাণ মানুষ মারা গেছেন, তার মধ্যে ২০২০ সালের দ্বিতীয় অর্ধেক অংশে মারা গেছেন শতকরা



আমাদের ফকির রাজা!

(শেষের পাতার পর)

কমপ্লিট করে পনের বিশ লাখ টাকার বিল ধরিয়ে শেষ পর্যন্ত লাশ ঘাড়ে তুলে দেয়। করোনায় রক্তে অক্সিজেন লেবেল কমে যায়, অক্সিজেন সরবরাহ করে ফুসফুসের সংক্রমণ সাড়ানোর চিকিৎসা চালিয়ে গেলে সাধারনত: করোনা রোগী ভাল হয়ে যায়- যদি না তার অন্য কোন জটিলতা থাকে। ফকির আলমগীরের আর কি কঠিন পীড়া ছিল জানি না, তবে এ সময় কয়েকবার তার মৃত্যুর গুজব ওঠে। পরিবারের পক্ষ থেকে নিয়মিত আপডেট জানানো হচ্ছিল। এর মধ্যে 'কোর্স কমপ্লিট' করে তাকে লাইফ সাপোর্টে তোলা হয়। কাল বিকেলে সর্বশেষ আপডেটে জানানো হলো অবস্থা আগের থেকে ভাল। ফুসফুস শতভাগ কাজ করছে। ফকির এখন সাড়া দিচ্ছেন। এর কিছুক্ষণ পরই খবর- হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। রাত বারোটার সামান্য আগে সব শেষ। করোনায় না- ফকির আলমগীর মারা গেলেন হার্ট এ্যাটাকে। লাইফ সাপোর্টে নেয়ার পর হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। আমার আম্মাও এই মৃত্যুর শিকার।

ফকির আলমগীরকে আমি প্রথম দেখি ১৯৬৭ বা '৬৮ সালে সন্তোষে মওলানা ভাসানী অনুসারি কোন একটা রাজনৈতিক বা ছাত্র সংগঠনের সম্মেলনে। লিকলিকে একটা ছেলে, মঞ্চে গান গাইবার জন্য একেওকে বলছে। শেষে তাকে সুযোগ দেয়া হয়। তখনই প্রথম দেখা এবং পরিচয়। কালেক্রমে সে পরিচয় বন্ধুত্বে রূপ নেয়। স্বাধীনতার পর ফকির আলমগীর মোটামুটি নাম করতে থাকে। আহমদ ছফা এবং আরও কয়েকজন কবি গীতিকারের লেখা কিছু গান বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। ফকির তখন মোটামুটি বিভিন্ন মঞ্চে ডাক পান। আমিও একবার আমার এক অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য নিয়ে এলাম। ১৯৭৬ সালের ২৬ মার্চ, জাতীয় প্রেসক্লাবের খোলা প্রাঙ্গনে মঞ্চ বেঁধে স্বাধীনতা দিবসের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আমার লেখা নাটক 'কংক্রিট' মঞ্চায়ন। ওই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই গ্রুপ থিয়েটার 'অপেরা'র আত্মপ্রকাশ। অপেরার সভাপতি আতিয়ার রহমান আতিক (প্রয়াত), ফকির আলমগীর তাকে বেশ মানে। তো ফকির যথারীতি গান গাইলেন। মঞ্চ থেকে নেমে আমার আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করতে লাগলেন। একবার জিজ্ঞেস করলাম কিছু বলবে কিনা। ফকির বললো, টাকা দিলা না তো! বুঝতে পারছিলাম না কিসের টাকা, কাকে দিতে হবে। ফকির বললো এইযে গান গাইলাম তার সম্মানী দিবা না! গান গাইলে যে সম্মানী দিতে হয় এ সম্পর্কে আমার কোন ধারনাই ছিল না। আতিককে জানাই। আতিক একটু হেসে বলে, চাইছে যখন কিছু দিয়া দে। আমি পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে ফকিরের হাতে দেই। ফকির তার দিকে কিছুক্ষণ হা হয়ে তাকিয়ে থেকে বলে এইটা কি দিলা! আমি আর কথা না বাড়িয়ে বাকি কথা আতিকের সাথে সাড়ার পরামর্শ দিয়ে চলে আসি।

ফকির আলমগীরের সাথে আমার বন্ধুত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক। সত্তুর আশির দশকে প্রায়ই দেখা হতো। তখন তার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। এরপর থেকে মাঝেসাঝে এখানে-ওখানে। একবার নিউইয়র্কে এক পিকনিক অনুষ্ঠানে পেয়ে গেলাম। দুই বন্ধু অনেকক্ষণ সুখদু:খের স্মৃতি হাতড়ালাম। এটিএন বাংলায় অনুষ্ঠান বানাই, একবার দেখা হতে অনুযোগ- কই আমারে তো ডাকো না। একটি পর্বে তাকেও ডেকেছিলাম। তার 'মিয়া বাড়ীর বউ গো' গানটি বহির্দৃশ্যের চিত্রায়নসহ প্রচার করেছিলাম। একবার তার খিলগাঁয়ের বাসায় নিয়ে গেলো। মিউজিয়ামের মত করে সাজিয়েছে। ঘুরে ঘুরে সব দেখালো। জানালো তখনও উত্তরার বাড়ীটা কমপ্লিট হয়নি। সেখানে আরও বড় করে একটা সঙ্গীত মিউজিয়াম বানানোর ইচ্ছা আছে। আর কোথাও না হোক বছরে অন্তত: একবার তার সাথে দেখা হতো বাংলা একাডেমির এজিএমে। গত এজিএমেও এসেছিল। নাতি ছিল সাথে। অন্যান্নবার একসাথে ছবি তুলি। কিন্তু এবার সে এড়িয়ে গেল। সংযুক্ত ছবিটি কয়েক বছর আগে বাংলা একাডেমির বাৎসরিক সাধারণ সভায় তোলা। সাথে পেয়েছিলাম সিনিয়র অভিনেতা মাসুদ আলী খানকে।

বিদায় বন্ধু। আর দেখা হবে না কোথাও। না প্রেসক্লাবে, না এটিএনে, না বই মেলায়, না বাংলা একাডেমিতে। তবে এভাবে চলে যাওয়াটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। এ যেন ধরে বেঁধে মেরে ফেলা! আজীবন কর্মমুখর বন্ধুবৎসল প্রিয়ভাজন আমার, ভাল থেকো। যেখানে গেছো শান্তিতে থেকো।

করোনা ঃ ডেল্টা ভেরিয়েন্টের বিস্তারে আবারও রুদ্রমূর্তি ধারণ

(শেষের পাতার পর)

সিডিসির এই পরিচালক জনগণকে দ্রুত ভ্যাকসিন গ্রহনের অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ভ্যাকসিন করোনার ডেল্টাসহ সকল ধরনের বিরুদ্ধে কার্যকর। ডেল্টা রূপটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনারও অনুরোধ জানান তিনি। বলেন, টিকা না নেয়ার আগ পর্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চলাফেলা করা উচিত। সর্বশেষ তথ্য অনুয়ায়ী যুক্তরাষ্ট্রের ৬৯ শতাংশ বাসিন্দা নিয়েছেন করোনা ভাইরাসের একডোজ ভ্যাকসিন।

গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম সনাক্ত হয় করোনার ডেলটা ভেরিয়েন্ট। জুলাইয়ের শুরুর দিকে শনাক্ত রোগীদের অর্ধেকের বেশি ছিলেন ডেলটায় সংক্রমিত আর বর্তমানে তা ৮৩ শতাংশের বেশি। ডেলটার সংক্রমণ বৃদ্ধির এই হার নাটকীয় বলে মন্তব্য করেছে সিডিসি। ইতোমধ্যে দেশের ৫০টি রাজ্যের সব কটিতেই করোনার ডেলটা ধরন পাওয়া গেছে। করোনার অন্য সব ধরনের চেয়ে এই ডেলটা ধরন মানুষের মধ্যে দ্রুতগতিতে সংক্রমণ ছড়িয়ে থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন চীনের একদল বিজ্ঞানী। তারা জানান, এ ধরনটি মানুষের শরীরে দ্রুত হারে নিজের অনেকগুলো 'কপি' করতে পারে। ডেলটায় সংক্রমিত রোগীদের শরীরে ভাইরাসের উপস্থিতি অনেক বেশি। তুলনামূলক বিচারে এই পরিমাণ ১ হাজার ২৬০ গুণ বেশি। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির স্কুল অব পাবলিক হেলথের ডিন আশীষ ঝা বলেন, যাঁরা ডেলটা ধরনে সংক্রমিত হচ্ছেন, তাঁদের শরীরে ভাইরাসের পরিমাণ অনেক বেশি। শরীরে ভাইরাস প্রবেশের খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এই সময়টা পাঁচ বা সাত মিনিট। তা ছাড়া এই ধরনে সংক্রমিত হতে আক্রান্ত ব্যক্তির ছয় ফুট দূরত্বের মধ্যেও কাউকে আসতে হবে না। যাঁরা টিকা নেননি, তাঁরাই বেশি ডেলটায় সংক্রমিত হচ্ছেন বলেও জানান আশীষ ঝা।

রোববারও যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ হাজারের বেশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন প্রানহানি হয়েছে প্রায় তিনশো জনের। এরমধ্যে নিউইয়র্কে সনাক্ত হয়েছেন ১ হাজার ৯৮২ জন আর মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নিউইয়র্কে সংক্রমণের হার ২ দশমিক ২৩ শতাংশ। এদিকে, শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যান্টনি ফাউচি দেশ জুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে সতর্কতার কথা বলেছেন। বিশেষ করে ডেল্টা ধরণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার পরও যারা ভ্যাকসিন নিচ্ছেনা তাদের সতর্ক করেন তিনি। সিএনএন এর 'স্টেট অফ দ্যা ইউনিয়ন' শোতে ফাউচি বলেন, 'আমরা ভুল দিকে যাচ্ছি। কারণ দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ এখনও টিকা নেয়নি। আমরাই আমাদেরকে বিপদে ফেলছি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। টিকা নেয়া ব্যক্তিদেরও মাস্ক পরিধারেন পরামর্শ দেওয়ার বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, টিকা নেয়া ব্যক্তিদের বুস্টার শর্ট দেওয়ার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যে বিরল 'মাংকিপক্স'র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে ২৭টি রাজ্যের দুই শতাধিক মানুষকে রাখা হয়েছে পর্যবেক্ষণে। সিডিসি জানায়, সম্ভাব্য আক্রান্ত ব্যক্তি সম্প্রতি আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়া ভ্রমণ করে এসেছে। তার কাছ থেকে টেক্সাসের একাধিক ব্যক্তি 'মাংকি' ভাইরাসে সংক্রমিত হতে পারে ধারণা করা হচ্ছে। ২০০৩ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথম মাংকিপক্স ভাইরাসে আক্রান্তের খবর এলো। নাইজেরিয়া ফেরত ব্যক্তির শারিরীক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সিডিসি আরও জানিয়েছে, ওই আক্রান্ত ব্যক্তি নাইজেরিয়া থেকে বিমানে চড়ে গত ৮ জুলাই আটলান্টায় যান। তারপর ৯ জুলাই আটলান্টা থেকে আরেকটি বিমানে করে যান টেক্সাসের ডালাসে। ওই দুই বিমানের অন্য যাত্রীরা তার সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তবে, যাত্রীরা মাস্ক পড়ে থাকায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম।

অপরদিকে নিউজার্সী রাজ্যে করোনাভাইরাসে নতুন আক্রান্ত ও মৃতদের প্রায় সবাই ভ্যাকসিন না নেওয়া ব্যক্তি বলে জানিয়েছেন রাজ্য গভর্নর ফির মারফি। গত সোমবার (১৯ জুলাই) নিয়মিত ব্রিফিংয়ে গভর্নর এ তথ্য জানিয়ে রাজ্যের বাসিন্দাদের দ্রুত ভ্যাকসিন নেওয়ার আহবান জানান। করোনার ডেল্টা ভেরিয়েন্টের কারণে সংক্রমণ ও প্রাণহানি বাড়লেও মাস্ক বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা নেই বলেও জানান গভর্নর। নিউজার্সীতে গত ২৮ জুন পর্যন্ত ৪ দশমিক ৪ মিলিয়ন মানুষ ভ্যাকসিন নিয়েছেন জানিয়ে গভর্নর বলেন, তাদের মধ্য থেকে মাত্র ৩ হাজার ৪৭৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায় ভ্যাকসিন ৯৯ দশমিক ৯২ শতাংশ কার্যকর। ভ্যাকসিন নেয়া ব্যক্তিদের মধ্যে যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে মাত্র ৮৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে টিকাদানের লক্ষমাত্রা অর্জন করেছে নিউইয়র্ক সিটি। সিটির প্রাপ্ত বয়স্ক ৭০ শতাংশ বাসিন্দা করোনা-ভাইরাসের অন্তত একডোজ টিকা নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মেয়র বিল ডি ব্লাজিও। এটি একটি বড় অর্জন বলে উল্লেখ করেছেন মেয়র। পাশাপাশি নিউইয়র্ক সিটিতে আবারও সংক্রমণ ২ শতাংশের উপরে উঠেছে।

ক্রোধ দূর করুন সুস্থ

(শেষের পাতার পর)

করলেন, আবু দামদাম কে? তিনি বলেন, "তোমাদের পূর্বের যুগের একজন মানুষ। তিনি প্রতিদিন সকালে (নীচের দু'আটি) বাক্যটি বলতেন। অন্য বর্ণনায়, "তিনি বলতেন, আমাকে যে গালি দেয় আমি আমার সম্মান তাকে দান করলাম।" হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব মা জাআ ফির রাজুলি)

রাগ-ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ মন-মননকে কুলষিত করে, চরিত্রকে করে কালিমাযুক্ত, শরীর অসুস্থ হয়। আমরা যদি নিজেদেরকে এগুলো থেকে মুক্ত করতে পারি তাহলে নিজেই বেশী উপকৃত হবো। অন্তর হিংসার কঠিণ ভার থেকে মুক্ত হবে। দেহ-মন সুস্থ থাকবে। সার্বিক প্রশান্তি লাভ করবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ প্রদান করেছেন এবং একটি দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন। কারো প্রতি রাগ সৃষ্টি হলে বা কারো প্রতি বিদ্বেষ দাঁনা বেধে উঠলে এই দু'আ পড়তে হবে,"আল্লাহুম্মা ইন্নি ক্বাদ তাসাদ্দাকতু বি'ইরদী আ'লা ইবাদিকা।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আমার মর্যাদা-সম্মান আপনার বান্দাগণের জন্য দান করলাম।"

চলুন, আমরা সকলেই আবু দামদামের মতো হওয়ার চেষ্টা করি। যারা আমাদের গিবত করেছেন, নিন্দা করছেন, গালি দিচ্ছেন তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেই। কি লাভ এগুলোর প্রতিশোধ নিয়ে? বরং লাভের পরিবর্তে এগুলো আপনার আমার দেহ-মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলে। বাংলা সাহিত্যের একজন পরিশীলিত সাহিত্যিক বলেছেন,"ভুলে যাওয়াটাও আল্লাহর এক বিশেষ রহমত।" তিনি বলেছেন, প্রতিদিন আমরা নানা প্রকৃতির লোকের সাথে যোগাযোগ করে থাকি। এদের অনেকে মনে কষ্ট দেয়, গালি দেয়, কটু কথা বলে, দূর্ব্যবহার করে এগুলো যদি মানুষ নিজের মধ্যে জমা করে রাখতো তাহলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়তো। সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কিন্তু এগুলো আমরা ভুলে যাই বলে সমাজ ও সভ্যতা এখনোও টিকে আছে। অন্যথায় সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হতো।

আমরা ক্ষমা করি। মহান আল্লাহ তা'আলাও ক্ষমা করতে বলেছেন। তাহলে আমরাও মহান প্রভুর ক্ষমা পাবো। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মুসলমানদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন। "হে আমাদের রব! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমানের সাথে বিদায় হয়েছেন তাদেরকেও ক্ষমা করুন। আর মু'মিনগণের বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে হিংসা,বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি মহা করুণাময়, পরম দয়ার্দ্র।" (সুরা হাশর:১০)

এ আয়াতের দাবী হলো, কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃনা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকা উচিত নয়। মুসলমানদের সঠিক জীবনাচার হলো, তাদের পূর্ববর্তী মুসলমান ভাইদের লানত বা অভিশাপ দেবে না কিংবা তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা বলবে না। বরং তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে থাকবে। যে বন্ধন মুসলমানদের পরস্পর সম্পর্কিত করেছে তাহলো ঈমানের বন্ধন। কোন ব্যক্তির অন্তরে অন্য সব জিনিসের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব যদি অধিক হয় তাহলে ঈমানের বন্ধনের ভিত্তিতে তার ভাই, সে অনিবার্যভাবেই তাদের কল্যাণকামী হবে। তাদের জন্য অকল্যাণ, হিংসা-বিদ্বেষ এবং ঘৃণা কেবল তখনই তার অন্তরে স্থান পেতে পারে যখন ঈমানের মূল্য ও মর্যাদা তার দৃষ্টিতে কমে যাবে এবং অন্য কোন জিনিসকে তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করবে। তাই ঈমানের সরাসরি দাবী, একজন মু'মিনের অন্তরে অন্য কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না।

আনাস রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে একাধারে তিন দিন একটি ঘটনা ঘটতে থাকলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: এখন তোমাদের সামনে এমন এক ব্যক্তির আগমন হবে যে জান্নাতের অধিবাসী। আর প্রত্যেকবারই একজন আনসারদের কোন একজন হতেন সেই আগন্তুক। এতে আব্দুল্লাহ ইবনে আসের মধ্যে কৌতুহল দেখা দিল যে, তিনি এমন কি কাজ করেন যার ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বারবার এই সুসংবাদ দান করলেন। সুতরাং তার ইবাদাতের অবস্থা দেখার জন্য একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করে তিনি পরপর তিনদিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে রাত কাটাতে থাকলেন। কিন্তু রাতের বেলা তিনি কোন প্রকার অস্বাভাবিক কাজ-কর্ম দেখতে পেলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: ভাই আপনি এমন কি কাজ করেন, যে কারণে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে আপনার সম্পর্কে বিরাট সুসংবাদ শুনেছি। তিনি বললেন: আমার ইবাদাত-বন্দেগীর অবস্থা তো আপনি দেখেছেন। তবে একটি বিষয় হয়তো এর কারণ হতে পারে। আর তাহলো,"আমি আমার মনে মধ্যে কোন মুসলমানদের জন্য বিদ্বেষ পোষণ করি না এবং মহান আল্লাহ তাকে যে কল্যাণ দান করেছেন সে জন্য তাকে হিংসাও করি না।" (নাসাঈ)

তবে এর মানে এই নয় যে, কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের কথ ও কাজে যদি কোন ত্রুটি দেখতে পান তাহলে তাকে তিনি ত্রুটি বলবেন না। কোন ঈমানদার ভুল করলেও সেটাকে ভুল না বলে শুদ্ধ বলতে হবে কিংবা ভ্রান্ত বলা যাবে না ঈমানের দাবী কখনো তা নয়। কিন্তু কোন জিনিসকে প্রমাণের ভিত্তিতে ভুল বলা এবং ভদ্রতা রক্ষা করে তা প্রকাশ করা এক কথা আর শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটনা করা এবং গালমন্দ করা আরেক কথা। সমসাময়িক জীবিত লোকদের বেলায়ও এরূপ আচরণ করা হলে তা একটি বড় অন্যায়। কিন্তু পূর্বের মৃত লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করলে তা আরো বড় অন্যায়। কারণ এরূপ মন ও মানসিকতা এমনই নোংরা যে, তা মৃতদেরও ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়।

হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ ও অন্যের অকল্যাণ চিন্তা থেকে পবিত্র রাখার অভাবনীয় সওয়াবের কথা আমরা জানতে পারলাম। আমরা দেখেছি যে, এভাবে হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও ঘৃণামুক্ত রাখা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম সুন্নাহ যা তিনি বিশেষভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। একটু চেষ্টা করলে আল্লাহর রহমতে আমরাও এ গুণ অর্জন করতে পারবো। গালি শুনে, গীবতের কথা শুনে বা অন্য কোন কারণে কারো বিরুদ্ধে মনের মধ্যে ক্রোধ, হিংসা, বা বিদ্বেষ সঞ্চিত হলে বেশী বেশী আল্লাহর যিক্রের মাধ্যমে মনকে যথাশীঘ্র শান্ত করার চেষ্টা করতে হবে। কিছুটা শান্ত হলে নিজের জন্য এবং ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। যেন আল্লাহ আমাকে ও তাকে মাফ করে দেন এবং উভয়কে যেন আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফিক দেন।

লেখক: ম্যানেজার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী চিকিৎসকদের ২৫০টি ভেন্টিলেটর উপহার

(শেষের পাতার পর)

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ওই উপহার গ্রহণ করেন। এ সময় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনসহ পররাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ডা. জিয়া আহমেদ সাজেদ, ডা. মাসুদুল হাসান, ডা. চৌধুরী হাফিজ হাসান, ডা. মাহমুদুল শামস বাপ্পি ও কানাডা প্রবাসী ডা. আরিফুর রহমান মোবাইল ভেন্টিলেটরগুলো সংগ্রহে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, নয়াদিল্লি থেকে উপহারের মোবাইল ভেন্টিলেটরগুলো দেশে পাঠানোর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রীর এপিএস-১, দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এই বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। এ বিষয়ে ডা. এবিএম আবদুল্লাহ গণমাধ্যমকে বলেন, প্রবাসী চিকিৎসকরা অনেক কষ্ট করে ভেন্টিলেটরগুলো সংগ্রহ করেছেন।

গরুর মাংস যেভাবে রান্না করলে পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ন থাকে

(শেষের পাতার পর)

আবার স্বাস্থ্যঝুঁকিও রয়েছে। তাই স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গরুর মাংস রান্না করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউট্রিশন এবং ডায়েট কনসালট্যান্ট তাসনিম আশিক।

তিনি বলেন, গরুর মাংস বা খাসির মাংস যেটাই আমরা রান্না করি না কেন, অনেকেই চিন্তা করেন কতটুকু ভাল দিক রয়েছে আর কতটুকু খারাপ দিক রয়েছে। প্রতিটা খাবারেই কিন্তু কিছু ভালো দিক এবং খারাপ দিক রয়েছে।কিংবা কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে।

তাসনিম আশিক বলেন, ১০০ গ্রাম গরুর মাংসে ২৬ গ্রামের মতো প্রোটিন ও ২ গ্রামের মতো ফ্যাট থাকে। ভিটামিনের একটি ভালো উৎস গরুর মাংস। ভিটামিনের পাশাপাশি প্রচুর খনিজ উপাদান, মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার গরুর মাংস।

গরুর মাংস কিংবা খাসির মাংস, আমরা যেটাই বলি, কিছুটা ফ্যাট রয়েছে। এজন্য চর্বি কেটে ফেলে দিয়ে, সলিড মাংসটা রান্না করে খাব। চর্বির অংশটা কেটে ফেলে দিয়ে খেলে, স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকাংশে কমে আসবে। এছাড়াও বেশকিছু প্রয়োজনীয় পুষ্টি আমরা গরুর মাংসে পাচ্ছি।

আয়রন আমরা গরুর মাংস থেকে পাচ্ছি। এর জন্য আমরা ফ্যাট যুক্ত, চর্বিযুক্ত মাংস কেটে ফেলে দিয়ে, সলিড মাংস রান্না করব। আবার অনেকের ক্ষেত্রে ডাক্তারের নির্দেশনা রয়েছে। সেজন্য যতটুকু প্রোটিন তিনি নিতে পারেন, ততটুকুই তিনি নিবেন।

সাধারণত কোরবানির সময় আমাদের গরুর মাংসটা বেশি খাওয়া হয়। এজন্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রান্না করার মাধ্যমে







যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের বর্ধিত সভায় নতুন কর্মসূচী গ্রহণ

(শেষের পাতার পর)

এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সভাটি পরিচালনা করেন দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ।

সভার আলোচনা সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। তিনি বলেন, ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই মিথ্যা মামলায় দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের পর দেশজুড়ে দুর্বার আন্দোলন সংগ্রাম ও প্রতিবাদ সংগঠিত হয়, দেশের মানুষ মাননীয় নেত্রীর মুক্তির দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে। এই আন্দোলন সংগ্রামকে সফল করতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ প্রবাসে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, আমরা এক সপ্তাহের মাথায়, ২০০৭ সালের ২৩ জুলাই, ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ করি। এই সকল সমাবেশে আমরা ১/১১ এর সরকারের ষড়যন্ত্র তুলে ধরতে সক্ষম হই। আমাদের ৩৩১দিনের আন্দোলন/সংগ্রামের কারণে স্বৈরাচারী সরকার আমাদের নেত্রীকে বন্দি জীবন থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সেই দিন আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম বলেই আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ, মধ্য আয়ের উন্নত বাংলাদেশ জননেত্রী শেখ হাসিনা বাঙালী জাতীকে উপহার দিতে পেরেছেন । আজ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্ধিত সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী ও সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। এ উপলক্ষে ড. সিদ্দিকুর রহমানকে আহবায়ক এবং আব্দুস সামাদ আজাদেকে সদস্য সচিব করে একটি উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। সভায় যথাযত শোক ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস পালনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। শোক দিবস উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল, শোক রেলী ও আলোচনা সভার আযোজন করা হবে।

বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সামছুদ্দিন আজাদ, যুগ্ম সম্পাদক আইরিন পারভিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, কৃষিবিষয়ক সম্পাদক আশরাফুজ জামান, প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক মোঃ সোলায়মান আলী, যুব সম্পাদক মাহবুবুর রহমান টুকু, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সদস্য শাহানারা রহমান, জহিরুল ইসলাম, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান মিয়া, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জেহাদুল হক জেহাদ, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমদ চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি রফিকুল ইসলাম, এ.কে.এম. আলমগীর, সাংগঠনিক সম্পাদক ও মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি হুমায়ুন কবির, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক ফকির এ. সিদ্দিকী, বাফেলো সিটি আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহবায়ক শাহাজান আলম, সদস্য এ.কে.এম. ফাহিম, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সভাপতি মোর্শেদা জামান, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাখাওয়াত বিশ্বাস, আওয়ামী ফোরাম ইউএসএ সভাপতি মো: হারুন অর রশীদ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য কামাল হাসান রাকিব, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আল আমিন, সাবেক ছাত্রনেতা নিজাম উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জেড. এ জয়, যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ডের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সদর উদ্দিন আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জহুরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আসাদুজজামান, সদস্য কামাল হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও আরো অনেক নেতা-কর্মী ভাচ্যুয়ালী বর্ধিত সভার প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন বলে দলীয় সূত্র জানা গেছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৬ বছর

(শেষের পাতার পর)

রেকর্ড থাকে যা বিরল। বহু বছর পরপর দেখা যায়। তেমনই এক রেকর্ডের মালিক হয়েছেন ভারতের দুই ক্রিকেটার চেতন সাকারিয়া এবং কৃষ্ণাপ্পা গৌতম। শুক্রবার (২৩ জুলাই) শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে তাদের অভিষেক হয়েছে। সিরিজের তৃতীয় ওই ম্যাচে ভারতের পাঁচ ক্রিকেটারের অভিষেক হয়। ম্যাচটি ভারত হেরে যায় ৩ উইকেটে।

৩ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছিল ভারত। তাই শুক্রবারের ম্যাচে নতুনদের বাজিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। সেই তৃতীয় ম্যাচেই সুযোগ পেয়েই এক অনবদ্য রেকর্ড গড়ে ফেললেন আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলা চেতন সাকারিয়া এবং কৃষ্ণাপ্পা গৌতম। আগে ব্যাট করে ২২৫ রানে অল-আউট হয় ভারত। জবাবে ৩৯ ওভারেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় শ্রীলঙ্কা।

স্বাগতিকদের রান তাড়ার সময় অভিষেকেই প্রথম উইকেট এবং প্রথম ক্যাচের ক্ষেত্রে চেতন-গৌতম জুটি বাঁধেন। টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ভানুকা রাজাপাক্ষে (৬৫) চেতন সাকারিয়ার বলে ক্যাচ তুলে দেন। সেটা তালুবন্দি করেন গৌতম। দুই অভিষিক্তের এমন জুটি দেখা গিয়েছিল সর্বশেষ ১৯৭৫ সালে পূর্ব আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচে। ওই ম্যাচে জে পার্কারকে আউট করেছিলেন রমেশ শেঠি। ক্যাচ নিয়েছিলেন জুলফিকার আলী। আবার বি হেস্টিংসের ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টোটা। জুলফিকারের বলে ক্যাচ নেন রমেশ শেঠি। ছবি : এএফপি

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Board certified in Internal Medicine

Ashwad Afzal MD, FACP

Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Cardiology

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification



Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours

Mon-Thurs	10am-6pm
Friday	11:30am-6pm
Saturday	10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ শিগগিরই করোনার টিকা উৎপাদনে যাচ্ছে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : স্থানীয়ভাবে টিকা উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই উল্লেখ করে বাংলাদেশ শিগগিরই কোভিড-১৯ টিকা উৎপাদনে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

জাপান থেকে অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকার প্রথম চালান পাওয়ার পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'এটি যৌথভাবে উৎপাদন করা হবে। তারা (অংশীদার দেশগুলো) আমাদের বাল্ক মেডিসিন পাঠাবে, আমাদের এখানে বোতলজাত ও লেভেলিং করা হবে।'

ড. মোমেন বলেন, যে দেশগুলো যৌথভাবে উৎপাদনে টিকা উৎপাদন করছে তারা ভালো ফল পাচ্ছে।

এর আগে কোভ্যাক্স সুবিধার আওতায় জাপান থেকে ক্যাথে প্যাসিফিকের একটি ফ্লাইটে অ্যাস্ট্রাজেনেকার ২ লাখ ৪৫ হাজার টিকার ডোজ ঢাকায় পৌঁছে।

টিকার চালান এসে পৌঁছালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন তা গ্রহণ করেন।

এ সময় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা: এ বি এম আবদুল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কী পাওয়া গেল কুন্দ্রার অফিসের

(শেষের পাতার পর)

মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। শনিবার (২৪ জুলাই) চালানো ওই তল্লাশিতে একটি গোপন আলমারির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। সেগুলো থেকে ক্রিপ্টো কারেন্সি সংক্রান্ত তথ্য পেয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

এর আগে গত ১৯ জুলাই রাজ কুন্দ্রার ওই অফিসে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। কিন্তু সে সময় ওই গোপন আলমারির খোঁজ পাননি তদন্তকারী কর্মকর্তারা। এরপর রাজ কুন্দ্রার ঘনিষ্ঠদের জেরা করে এই বিষয়ে জানতে পারেন তারা। তার পরই শনিবার আবার অভিযান চালানো হয়।

একই দিনে পর্ণকান্ডে গ্রেপ্তার রাজ কুন্দ্রার স্ত্রী অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির বয়ান রেকর্ড করে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ভারতীয় মিডিয়া সূত্রের খবর, ওই বয়ানে নিজের স্বামীকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে দাবি করেন শিল্পা। তিনি দাবি করেন, হটশটস অ্যাপে কী ছিল সে সম্পর্কে তিনি জানেন না। এই অ্যাপের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

শিল্পা তার বয়ানে এ-ও উল্লেখ করেন, যৌন উত্তেজক ভিডিও এবং পর্ণের মধ্যে ফারাক রয়েছে। রাজ কুন্দ্রা পর্ণ ছবি তৈরি করেননি। এ ধরনের কাজে তিনি জড়িতও ছিলেন না। আসল অভিযুক্ত তাদের আত্মীয়, রাজের ভগ্নিপতি প্রদীপ বকশি, যিনি অ্যাপ এবং অ্যাপের বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য, পর্ণ ভিডিও তৈরি এবং তা হটশটস অ্যাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গত ১৯ জুলাই শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে গ্রেপ্তার করে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। বর্তমানে তিনি পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন। এই কাজের সঙ্গে অভিনেত্রী শিল্পা শেঠিরও হাত আছে কি না, সে বিষয়েও তদন্ত করছে পুলিশ।

যে কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বড়

(৪৬ পাতার পর)

মুসলিমদের আটকে রাখাকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেছে বলে বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। তবে এসব বন্দিশালায় অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিতেও আটকে রাখার অভিযোগ আছে।

২০১৯ সালের স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবিতে দেখা গেছে, প্রায় এক মাইল জায়গা জুড়ে নতুন একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

এর আগে অবশ্য এই বন্দিশালা বানানোর বিষয়টি অস্বীকার করেছিল চীন। তবে ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিকভাবে এ নিয়ে তীব্র সমালোচনার পর বিষয়টি স্বীকার করে বেইজিং।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
ডিভোর্স কন্টিশন
এভিডেন্সিয়ারি অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
ভিজিটর্স, এসাইলম, গ্রীনকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ডেলিভার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
স্পেয়ারোস এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

ব্রুকসের খলিল বিরিয়ানি হাউসের জন্য
আবশ্যক



ম্যানেজার
ফাস্ট ফুড কুক(পিজা এন্ড গ্রীল স্টোরের জন্য)
ওয়েটার/ওয়েট্রেস (চাইনিজ এবং বিরিয়ানী হাউসের জন্য)
বাস বয়
ক্যাশিয়ার
ডিস ওয়াসার
অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার এবং আকর্ষণীয় বেতন।
যোগাযোগ
শেফ খলিলুর রহমান
৯২৯ ৬২৪ ৮৩৯৮

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
ব্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	ব্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	ব্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট
$ 7.00	$ 8.00	$10.00	$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যেভাবে মুসলিম হন অভিনেত্রী আয়ানা মুন

(প্রথম পাতার পর)

একজন মুসলিম অভিনেত্রী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ শুরু করেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আধুনিক বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের অন্যতম হলেন কোরিয়ান অভিনেত্রী আয়ানা মুন। ২০১০ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অনেক বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করলেও দীর্ঘ এক দশক পর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায়।

মুসলিম নারীদের ফ্যাশন মডেল আয়ানা মুন ১৯৯৫ সালে কোরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একজন মুসলিম অভিনেত্রী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ শুরু করেন।



একজন হিজাবি মডেল ও সমাজকর্মী হিসেবে ব্যাপক সুনাম কুড়ান আয়ানা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তাঁর ৩০ লাখ ফলোয়ার। মালয়েশিয়া, কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় তাঁর তুমুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় বিনোদনজগতের একজন তারকা হিসেবে খ্যাতি আছে তাঁর। তা ছাড়া মুসলিম নারীদের ফ্যাশন মডেল হিসেবেও কাজ করেন তিনি।

পরিবারের মধ্যে আয়ানাই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। কৈশোর না পেরোতেই মুসলিম হিসেবে নতুন জীবন শুরু করতে পেরে তিনি মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ভাই আদিয়ান মুন ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইনস্টাগ্রামে নিজের ইসলাম গ্রহণের গল্প বর্ণনা করেন আয়ানা। একটি ভিডিওতে তিনি বলেন, মাত্র সাত-আট বছর বয়সে তিনি ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেন। তখন ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তখন পর্যন্ত আমেরিকা সম্পর্কে জানা থাকলেও ইরাক সম্পর্কে জানাশোনা ছিল না। ওই সময় তিনি প্রথমবারের মতো ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পান। ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করে ইরাকের অবস্থান ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। তখনই প্রথম ইরাকের বেশির ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করে বলে জানতে পারেন।

আয়ানা জানতে পারেন যে ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। ইসলাম মানুষকে সুন্দর জীবন গঠনের নির্দেশনা দেয়। এ ছাড়া অনুসন্ধানকালে হিজাবি নারীদের অনেক ছবি দেখতে পান। নারীরা নিজেদের মুখ ঢেকে রাখছে দেখে তিনি কিছুটা বিস্মিত হন। অবশ্য তার দাদা তখন তার সঙ্গে ইসলাম ও হিজাব নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথম দিকে হিজাবের বিষয়টি তাঁর কাছে অযৌক্তিক মনে হয়। এর পর থেকে নারীর মুখ ও সৌন্দর্য ঢেকে রাখার মূল কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেন। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং ইসলামী জীবনাচারে মুগ্ধ হন। তখনই তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর পর থেকে তাঁর পরিচিত বিভিন্ন সেলিব্রিটি ও ব্যক্তির সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান শেয়ার করেন। তখন তিনি ইসলামের জীবন-বিধান ও অন্যান্য বিষয় জানার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

রুম ভাড়া

কুইন্সের পার্সন্স বলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় কর্মজীবি সিঙ্গেল অথবা স্বামী স্ত্রী'র কাছে একটি প্রাইভেট হাউজের রেনোভেটেড রুম ভাড়া হবে (দুটি ফুল বাথরুম আছে)। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৮০৬-৪৩৮৮
আ-০২

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ে থেকে দুই ব্লক দূরে একটি এপার্টমেন্টের এক বেডরুম একজন কর্মজীবির পুরুষের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ৩৫০ ডলার (গ্যাস ও ইলেক্ট্রিসিটি অন্তর্ভুক্ত নয়)। বাসায় গেষ্ট নেওয়া যাবে না। যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯
আ-০২

এপার্টমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩১-১৩ ২১স্ট্রীট ঠিকানার তিন বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, একটি ফুল বাথ-এর এপার্টমেন্টে বাসা (থার্ড ফ্লোর) ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৪১-১৭৭৯
আ-০২

আবশ্যক

নিউইয়র্কের বেসাইড এলাকায় সেভেন ইলেভেন/গ্যাস ষ্টেশন-এ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৫৯৮৯
আ-০২

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলহার্স্ট-এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ ও ৩২ এভিনিউর উপরে প্রথম তলায় একটি দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
আ-০২

হটডগের গাড়ী বিক্রী

সিটি ওয়াইড ২ বৎসরের ফুলটাইম পারমিট এবং স্পটসহ হটডগের গাড়ীতে মটর লাগানো রয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার কারনে খুবই অল্প মূল্যে হটডগের গাড়িটি বিক্রি করা হবে। যোগাযোগঃ জাহাঙ্গীর। ফোন: **৬৪৬-৯৬৩-৪১৬৫ অথবা ৯১৭-৬৫১-৭৯০২ অথবা ৩৪৭-৫৮২-৬৬২০**
জুলা-০৫/১২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ৬৯৯ এক্সেস স্ট্রীটে ১ আগষ্ট থেকে তিন বেডরুম, একটি লিভিং রুম, একটি বাথরুম সহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এ, সি, #৩ সাবওয়ে ট্রেন নিকটে। যোগাযোগ: ৬৩১-৮২৯-২৮২৯ অথবা ৯২৯-২৯০-৮৭৯০ অথবা ৬৩১-৮২৯-২৮২৯
জুলা-০৫/১২/১৯/২৬

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউতে তিন বেডরুম এবং দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। তিন ব্লকের মধ্যে এলআইআরআর এয়ার ট্রেন এবং সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৮৬-০৮৫৪
জুলা-০৫/১২

রুমমেট চাই

ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডের সন্নিকটে ৪৬৫ ওশান পার্কওয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বাসায় বিশাল একটি রুমে অধুমপায়ী পুরুষ রুমমেটের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযাগে: ৬৩১-৫৬৮-১১৭৩
জু-২৮/জু-০৫

মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক

কুইন্সে ছোট পরিবারের জন্য একজন মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক। মান সম্পন্ন রান্না অঅর সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ। সপ্তাহে ৫/৬দিন কাজ। বেতন এবং সময়সূচী আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০৭-৩৭৫৭
জু-২৮/জু-০৫

অ্যাটিক ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায়, জেরেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র দুই ব্লকের মধ্যে এক বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস ও কিচেন সহ অ্যাটিক ভাড়া দেয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী, মসজিদ ও স্কুল এক ব্লকের মধ্যে।
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটের ৮৭ এভিনিউ এবং ১৮৮ স্ট্রীটের মাঝে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৭-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৭৭৪
জু-২৮/জু-০৫

আবশ্যক

বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ৩৫-৪৭ বছর বয়সী প্রার্থীকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সেলারী ১৭ ডলার ঘন্টা। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ অথবা ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের বেলরোজে অত্যন্ত ভালো ও নিরিবিলি পরিবেশে হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ২৪৬ স্ট্রীট ও ৮৫ এভিনিউতে প্রাইভেট বাসার আপডেটেড বেসমেন্ট শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। সহজলভ্য পাবলিক ট্রান্সপোরটেশন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৩-৯০০২ অথবা ৯১৭-৬০০-৪০৭৪
জুন-২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম,ডাইনিং, কিচেন ও ২ বাথরুম সহ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে দুজন থাকার জন্য বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট সকল ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট ভাড়া হবে। কিউ২ ও কিউ৮৩ বাস কাছাকাছি। ভাড়া ১১০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারনেট ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ২ বাথরুম সহ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের ১০৬-২৪ ৭৫ স্ট্রীটের সেকেন্ড ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-১৪/২১

বাড়ী বিক্রি

কুইন্স ভিলেজের ৮৯-৫৩ ২০৮ স্ট্রীটে ২২০০ স্কয়ার ফিট সেমি ডিটাচ ৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, ইট এন্ড কিচেন, ফুললী ফার্নিসড বাড়ী মালিক কর্তৃক বিক্রি হবে। মূল্য: ৬৯৫,০০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩২-৫৭৪২ (তাহসিন) অথবা ৩৪৭-৯১২-৩১৯৫ (ইসরাত) জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাসবট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটটের উপর দোতালায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জুন-১৪/২১

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার ১২৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিতে স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে। জুন-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রেসমেডোর ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারনেট ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ওজোনপার্কে পিটকিন এভিনিউ ও ৮৩ স্ট্রীটের কাছে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-০৭/১৪

দুই বেড রুমের রেনোভেটেড কনডোমিনিয়াম বিক্রয়

বাংলাদেশী অধ্যুসিত ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে মেসি'জ সংলগ্ন পার্কচেস্টার রোডে চারতলায় সম্পূর্ন রেনোভেটেড একটি দুই বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম বিক্রয় হবে। লো মেইনটেনেন্স। আস্কিং প্রাইস-২৯০ হাজার ডলার। যোগাযোগ: হাবিব রহমান (৩৪৭-২৮০-৭২৬৯)। রিয়েল এস্টেট সেলস পারসন।

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউজের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ম্যানেজার, ওয়েটার/ওয়েট্রেস পদ সমূহে লোক নিয়োগ করা হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৪-৮৩৯৮

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেন স্টারলিং সংলগ্ন ১৩-৪২ Pugsleyএভিনিউ সেমিবেসমেন্টে ১ রুম ভাড়া দেয়া হবে। **৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় কাপড়ের দোকানে কাজ করার জন্য সেলাই জানা লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ **৩৪৭-৫২৭-৯৯২৬**

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের ওয়েস্টচেষ্টার স্কয়ারে (জেরেগা এভিনিউর কাছে) তিন বেডরুম ও দুই বাথরুম-এর অ্যাপার্টমেন্ট ১ জুন থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ইসলাম চৌধুরী। ফোন: ৭১৮-৭৯০-৮১৮৭
মে-১০/১৭

আবশ্যক

সেলাই-এর কাজ করা জানা একজন লোক আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

মহলিা রুমমেট আবশ্যক

লার্গোডিয়া এয়ারপোর্টের অতি সন্নিকটে। বয়স্ক একজন মহিলার সঙ্গে থাকার জন্য একজন মহিলা ভাড়াটিয়া আবশ্যাত। নিজস্ব বাড়ি। ভাড়া না দিলেও চলবে। স্টুডেন্ট হলে ভালো হয়।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৬৫৮-৫৫৮৪।

মুয়াজ্জিন আবশ্যক

বায়তুল জান্নাহ মসজিদ এন্ড মুসলিম কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলীন, নিউইয়র্কের জন্য একজন ফরহেজগার, সহী শুদ্ধ কোরআন তেলওয়াত, আজান, ইকামত দিতে জানা এবং মসজিদ ভবন পরিষ্কার পরিছন্ন রাখার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সার্বক্ষণিক মুয়াজ্জিন আবশ্যক। মসজিদে থাকার ব্যবস্থা আছে। মাসিক বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। আগ্রহী প্রার্থীদের মসজিদের ইমামের সাথে নিম্ন লিখিত নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
মৌলানা আশ্রাফ উল্ল্যা : ৩৪৭-৬৯৩-৮৬৬৬
মৌলানা দিদারুল আলম : ৯১৭-৪৯৮-৪৪৬৬ জুন-২১/২৮

আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।
যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭
জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

কালোজিরার ঔষধি গুণাগুণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সংগ্রাম অনলাইন ডেস্ক: কালোজিরা (ইংরেজি: ইষধপশ ঈধৎধধি, ধষংড় শহড়হি ধং ইষধপশ ঈঁসরহ, ঘরমবষষধ, কধষড়লববৎব, এবং কধষড়হলর)[২][৩][৪] একটি মাঝারি আকৃতির মৌসুমী গাছ, একবার ফুল ও ফল হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম ঘরমবষষধ ঝধঃরাধ খরহহ। এর স্ত্রী, পুরুষ দুই ধরনের ফুল হয়, রং সাধারণত হয় নীলচে সাদা (জাত বিশেষে হলুদাভ), পাঁচটি পাঁপড়ি বিশিষ্ট । কিনারায় একটা বাড়তি অংশ থাকে। তিন-কোনা আকৃতির কালো রং এর বীজ হয় । গোলাকার ফল হয় এবং প্রতিটি ফলে ২০-২৫ টি বীজ থাকে । আয়ুর্বেদীয় , ইউনানী, কবিরাজী ও লোকজ চিকিৎসায় ব্যবহার হয়। মশলা হিসাবে ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে, এটি পাঁচ ফোড়নের একটি উপাদান। বীজ থেকে পাওয়া যায় তেল।

উপাদান

কালোজিরাতে আছে ফসফেট,লৌহ ও ফসফরাস। এছাড়াও রয়েছে ক্যানসার প্রতিরোধক কেরটিন, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধকারী উপাদান এবং অম্ল রোগের প্রতিষেধক।

নাইজেলা ওরিয়েন্টালিসের পরিপুষ্ট ফল ও বীজ

ঔষধি গুণাগুণ

কালিজিরার পুষ্টিগুণ

কালিজিরাতে প্রায় শতাধিক পুষ্টি ও উপকারী উপাদান আছে। কালিজিরা খাদ্যাভাসের ফলে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কালিজিরা ফুলের মধু উৎকৃষ্ট মধু হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিবেচিত, কালোজিরার তেল আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী। বর্তমানে কালিজিরা ক্যাপসুলও বাজারে পাওয়া যায়। এতে রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধক ক্যারোটিন ও শক্তিশালী হরমোন, প্রস্রাব বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধকারী উপাদান, পাচক এনজাইম ও অম্ল-নাশক উপাদান এবং অম্লরোগের প্রতিষেধক। এর প্রধান উপাদানের মধ্যে আমিষ ২১, শতাংশ, শর্করা ৩৮ শতাংশ, স্নেহ বা ভেষজ তেল ও চর্বি ৩৫ শতাংশ। এছাড়াও ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আছে। প্রতি গ্রাম কালিজিরা পুষ্টি উপাদান হলো-প্রোটিন ২০৮ মাইক্রোগ্রাম; ভিটামিন বি১ ১৫ মাইক্রোগ্রাম; নিয়াসিন ৫৭ মাইক্রোগ্রাম; ক্যালসিয়াম ১.৮৫ মাইক্রোগ্রাম; আয়রন ১০৫ মাইক্রোগ্রাম; ফসফরাস ৫.২৬ মিলিগ্রাম; কপার ১৮ মাইক্রোগ্রাম; জিংক ৬০ মাইক্রোগ্রাম; ফোলাসিন ৬১০ আইউ। কালিজিরার অন্যতম উপাদানের মধ্যে আরও আছে নাইজেলোন, থাইমোকিনোন ও স্থায়ী তেল। পাশাপাশি কালিজিরার তেলে আছে লিনোলিক এসিড, অলিক এসিড, ফসফেট, লৌহ, ফসফরাস, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, জিংক, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-বি২, নিয়াসিন ও ভিটামিন-সি ছাড়াও জীবাণুনাশক বিভিন্ন উপাদান যা হাজারও উপকার করে।

কালিজিরার ঔষধি গুণ কালিজিরা আয়ুর্বেদীয়, ইউনানি, কবিরাজি ও লোকজ চিকিৎসায় বহুবিধ রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার হয়। মসলা হিসেবে ব্যাপক ব্যবহার হলেও ইউনানি মতে নারীদের বিভিন্ন রোগে ও সমস্যায় কালিজিরা অব্যর্থ মহৌষধ। এছাড়া প্রসবকালীন ব্যথা কমাতে, প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য প্রসবোত্তর কালিজিরা বাটা ভর্তা খাওয়ার প্রমাণিত উপকারী বিধান আছে। প্রশ্রাব বাড়ানোর জন্য কালিজিরা খাওয়া হয়। জ্বর, সর্দি, কাশি, কফ, অরুচি, উদরাময়, শরীর ব্যথা, গলা ব্যথা ও দাঁতের ব্যথা, বাতের ব্যথা, পেটের বাথা, মাথাব্যথা কমাতে, মাথা ঝিম-ঝিম করা, মাইগ্রেন নিরাময়ে যথেষ্ট উপকারী বন্ধু হিসেবে কাজ করে। পেটফাঁফা, চামড়ার ফুসকুরি, ব্রঙ্কাইটিস, এলার্জি, এক-



জিমা, এজমা, শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি রোগ; ডায়রিয়া, আমাশয়, গ্যাসট্রিক আলসার, জন্ডিস, খোসপাঁচড়া, ছুলি বা শ্বেতি, অর্শরোগ, দাদে কালিজিরা অব্যর্থ ওষুধ হিসেবে কাজ করে। স্নায়ুবিক উত্তেজনা; উরুসন্ধি প্রদাহ; আঁচিল; স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে; শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমাতে, স্ট্রোক, স্থূলতা নিরাময়ে দারুণ কাজ করে কালিজিরা। গায়ের ব্যথা দূর করতে কালিজিরা বিশেষভাবে উপকার করে। ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে কালিজিরা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কালিজিরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে, বহুমূত্র রোগীদের রক্তের শর্করার মাত্রা কমিয়ে দেয় ইনসুলিন সমন্বয় করে ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ করে। হার্টের বিভিন্ন সমস্যা, হাইপারটেনশন, নিম্ন রক্তচাপকে বাড়ায় আর উচ্চ রক্তচাপকে কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমিয়ে রক্তের স্বাভাবিকতা রক্ষা করে। এছাড়া মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্মরণশক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

কালিজিরার বিশেষত্ব কালিজিরার তেলের উপকার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, হৃদরোগজনিত সমস্যার আশঙ্কা কমায়, ত্বকের সুস্বাস্থ্য, আর্থাইটিস ও মাংসপেশির ব্যথা কমাতে কালিজিরার তেল উপযোগী। কালিজিরা শরীরের জন্য খুব জরুরি। পেটের যাবতীয় রোগ-জীবাণু ও গ্যাস দূর করে। কালিজিরা কৃমি দূর করার জন্য কাজ করে। কালিজিরার যথাযথ ব্যবহারে দৈনন্দিন জীবনে বাড়তি শক্তি অর্জিত হয়। এর তেল ব্যবহারে রাতভর অনিদ্রা দূর করে প্রশান্তির নিদ্রা হয়। ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া নিধন থেকে শুরু করে শরীরের কোষ ও কলার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কালিজিরা। শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা কমায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে যেসব সমস্যা হয় সেসবের যন্ত্রণাকর উপসর্গের তীব্রতা কমাতে পারে কালিজিরা। রিউমেটিক ফিভার পিঠে ব্যথা কমাতে কাজ করে। হাঁটুর/বাতের ব্যথা, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও উন্নয়ন; মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন বাড়ানোর মাধ্যমে স্মরণশক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। দেহের সাধারণ উন্নতি; চেহারার কমনীয়তা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে টনিকের মতো কাজ করে।

বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ সারাতে; শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি করতে; স্বাস্থ্য ভালো রাখতে; হজম সমস্যা দূরীকরণে; লিভারের সুরক্ষায়; দেহের সাধারণ উন্নতি; রুচি বাড়াতে, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, যকৃতের বিষক্রিয়ানাশক, প্রতিরোধক। টিউমার এবং ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে কালিজিরা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মুখশ্রী ও সৌন্দর্য রক্ষা, অবসন্নতা-দুর্বলতা, নিষ্ক্রিয়তা ও অলসতা, আহারে অরুচি, মস্তিষ্ক শক্তি তথা স্মরণশক্তি বাড়াতেও কালিজিরা অব্যর্থ উপযোগী দাওয়াই। পেটের যাবতীয় রোগ-জীবাণু এবং দেহের কাটা-ছেড়া শুকানোর জন্য কাজ করে। এছাড়া শরীরে সহজে ঘা, ফোঁড়া, সংক্রামক রোগ বা ছোঁয়াচে রোগ হয় না। কিডনির পাথর দূর করতে ও ব্লাডার সুরক্ষায়। তারুণ্য ধরে রাখতে মধ্যপ্রাচ্যে কালিজিরা খাওয়াটা দীর্ঘদিনের রীতি। কাজ করার শক্তিকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে কালিজিরা।

কালিজিরার তেলে রয়েছে খিদে বাড়ানোর উপাদান। অন্ত্রের জীবাণুকে নাশ করে শরীরের জমে থাকা গ্যাসকেও দূর করতে কালিজিরার বিকল্প নেই। যারা মোটা হতে চান, তাদের জন্য কালিজিরা একটা ভালো পথ্য। আবার যারা চিকন হতে চান তারাও নিয়ম করে কালিজিরা খেলে কাজ হয়। বয়স হলে হাত পা ফুলে যাওয়াটা একটা বড় সমস্যা। কালিজিরা এ সমস্যা সমাধান দেয়। কালিজিরা শিশুদের ক্ষেত্রে মেধার বিকাশ ঘটে। অ্যান্টিসেপটিক বলেও অনেক ভেষজবিদ মনে করেন। দেহের কাটা-ছেড়া শুকানোর জন্য কাজ করে। কালোজিরায় রয়েছে শরীরের রোগজীবাণু ধ্বংসকারী উপাদান। এ উপাদানের জন্য শরীরে সহজে ঘা, ফোঁড়া, সংক্রামক রোগ বা ছোঁয়াচে রোগ হয় না।

কালিজিরার ব্যবহার কৌশল কালিজিরা মসলা হিসেবে ব্যাপক ব্যবহার হয়। এটি পাঁচ ফোড়নের একটি উপাদান। কালিজিরা সরাসরি তেল হিসেবে, কাঁচা চিবিয়ে, ভেজে পরিমাণমতো খাওয়া যায়। সরাসরি খাওয়ার থেকে শুরুতে ভাত রুটি বা মুড়ির সাথে কালিজিরা খাওয়াটা অভ্যাস করতে পারলে ভালো। যখনই গরম পানীয় বা চা পান করা হয় তখনই কালিজিরা কোনো না কোনোভাবে সাথে খাওয়া ভালো। গরম খাদ্য বা ভাত খাওয়ার সময় কালিজিরা বেশ উপকারী। কালিজিরা একটা দারুণ ঘরোয়া ওষুধ। দাঁতে ব্যথা হলে কুসুম গরম পানিতে কালিজিরা দিয়ে কুলকুচ করলে ব্যথা কমে; জিহ্বা, তালু, দাঁতের মাড়ির জীবাণু মরে স্বস্তি এনে দেবে। জিহ্বা, টাকরা বা মাড়িতে থাকা খাদ্যের জীবাণু সহজেই মরে যায়। ফলে মুখে আর দুর্গন্ধ হয় না। চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে চুলের গোড়া শক্ত করে ও চুল পড়া কমায় বন্ধ করে। ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে পরিবেশের প্রখরতা, স্ট্রেস থেকে ত্বককে রক্ষা করে এবং ত্বককে সুন্দর করে ও ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে। কালিজিরা তরকারির সাথে রান্না করে, ভর্তা করে, চাটনি করে খাওয়া হয়। মিষ্টি, কেক, হালুয়া, ফিরনি, বিস্কুট, বরফি এসবের সাথে দেয়া যায়। বিভিন্ন বাণিজ্যিক খাদ্যপণ্যে কালিজিরা মেশানো হয়। কালিজিরা খেলে অপারেশনের দাগ দূর হয়, ব্রেইন টনিক হিসেবে কাজ করে। কালিজিরার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আশ্চর্যজনকভাবে অতুলনীয়, আর তা কালোজিরার রস/তেলের মধ্যেই আছে। ফলে কালিজিরার তেল ব্যবহার ও সেবন শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়ায় এবং রোগমুক্ত রাখে। তিলের তেলের সাথে কালিজিরা বাটা বা কালোজিরার তেল মিশিয়ে ফোঁড়াতে লাগলে, ফোঁড়ার উপশম হয়। মধু ও কালিজিরার পেস্ট বানিয়ে ত্বকে লাগিয়ে আধাঘণ্টা বা একঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেললে ত্বক উজ্জ্বল হয়। নিয়মিত লাগালে ব্রণ দূর হবে। প্রত্যেকের রান্নাঘরেই কালিজিরা থাকে যা খাবারকে সুবাসিত সুরক্ষা করে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ব্যাখ্যা অন্যান্য সব ভেষজের মতো কালিজিরা নিয়েও গবেষণা কম হয়নি। ১৯৬০ সালে মিসরের গবেষকরা নিশ্চিত হন যে, কালিজিরা নাইজেলনের কারণে হাঁপানি উপশম হয়। জার্মানি গবেষকরা বলেন, কালোজিরার অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-মাইকোটিক প্রভাব রয়েছে। এটি বোনম্যারো ও প্রতিরক্ষা কোষগুলোকে উত্তেজিত করে এবং ইন্টারফেরন তৈরি বাড়িয়ে দেয়। আমেরিকার গবেষকরা প্রথম কালিজিরার টিউমারবিরোধী প্রভাব সম্পর্কে মতামত দেন। শরীরে ক্যান্সার উৎপাদনকারী ফ্রির্যাডিক্যাল অপসারিত করতে পারে কালিজিরা। পারকিনসন্স রোগের প্রতিকারে, কালিজিরায় থাইমোকুইনিন থাকে যা পারকিনসন্স ও ডিমেনশিয়ায় আক্রান্তদের দেহে উৎপন্ন টক্সিনের প্রভাব থেকে নিউরনের সুরক্ষায় কাজ করে। ক্ষতিকর জীবাণু নিধন থেকে শুরু করে শরীরের কোষ ও কলার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কালিজিরা। গবফরপধষ ঝপরবহপব গড়হরঃড়ৎ ঔড়ুঁৎহধষ এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, নিয়মিত কালিজিরা খেলে মৃগীরোগ, শিশুদের হৃৎপি-র অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে। কালিজিরায় খিঁচুনি বন্ধ করার উপাদান থাকে। টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিরাময় করে। গবেষণায় পাওয়া গেছে, প্রতিদিন ২ গ্রাম কালিজিরা খেলে রক্তের সুগার লেভেল কমায়, ইনসুলিনের বাঁধা দূর করে এবং অগ্নাশয়ে বিটা কোষের কাজ বাড়ায়। কালিজিরা একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল এজেন্ট। এটি সহজেই শরীরের রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে দিতে পারে। এ অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল উপাদানের জন্য দেহের ঘা, ফোঁড়া কম সময়েই সেরে যায়। একদিকে প্রস্টেটজনিত সমস্যা সে সাথে কিডনিজনিত রোগে কম বেশি বয়স্করা পা ফোলা সমস্যায় ভোগেন। কালিজিরা তাদের এ সমস্যা রুখতে পারে সহজেই। প্রত্যেকের রান্নাঘরেই কালিজিরা থাকে যা খাবারকে সুবাসিত করে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জানতে পেরেছেন যে কালোজিরার সব গুণ লুকিয়ে আছে এর তেলে। এক গবেষণায় পাওয়া গেছে, কালিজিরা খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে পারে এবং রক্তচাপ কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে পারে।

কালিজিরার সর্তকতা কালিজিরা নিয়মিত ও পরিমিত খেতে হয়। অতিরিক্ত খুব বেশি খেলে বা ব্যবহার করলে হিতের বিপরীত হয়। কালোজিরার তেল গর্ভাবস্থায় গ্রহণ করা যাবে না। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত কালিজিরা খেলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকে। কালিজিরা গ্রহণ করার সবটাই করতে হবে পরিমিত পর্যায়ে। অনেকেই কালিজিরা হজম করতে পারেন না। তবে আস্তে আস্তে অভ্যাস করলে ভালো। যারা সহজে কালিজিরা হজম করতে পারেন না তারা খাবেন না, যারা পারেন তারাই নিয়মিত পরিমিত খাবেন। গর্ভাবস্থায় ও দুই বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের কালিজিরার তেল সেবন করানো উচিত নয়। নকল বা কৃত্রিম কালিজিরার তেল কখনও খাওয়া ঠিক না। জেনে শুনে বুঝে নিশ্চিত হয়ে কালিজিরা বা কালিজিরার তেল সরাসরি বা প্রক্রিয়াজাত করে খেতে হবে। পুরনো কালিজিরা তেল স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ, ইন্ক
PARKCHESTER JAME MASJID, INC.
1203 Virginia Avenue, Bronx, NY 10472, Tel: 718-824-4194

ইমাম ও খতিব নিয়োগ

ব্রঙ্কসের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে প্রাচীনতম ও স্বনামধন্য পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ-এর জন্য অভিজ্ঞ ইমাম ও খতিব নিয়োগ দেওয়া হইবে।

ঃ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ

- ন্যূনতম কামিল (টাইটেল) পাশ হতে হবে এবং ক্বারী অগ্রাধিকারযোগ্য।
- ইংরেজী, আরবী ও বাংলায় স্পষ্ট উচ্চারণে পারদর্শী হতে হবে।
- সুন্নী আকিদায় বিশ্বাসী ও হানাফি মাযহাব-এর অনুসারী হতে হবে।

ঃ বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ঃ

জয়নাল আবেদীন চৌধুরী ৩৪৭-৯৬৮-৮৭৭৭
তারেক আহমদ ৩৪৭-৫৪৭-৫৬৯৮
মোহাম্মদ নূরুল আহিয়া ৭১৮-৮৬৪-৫০০২

এএমসি'র উদ্যোগে ঈদুল আযহার বিশাল ঈদ জামাত









বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইর্য়কের কুইন্সে অবস্থিত আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এএমসি)-এর উদ্যোগে (৮৯-১৪ ১৫০ স্ট্রীট জ্যামাইকা, এন.ওয়াই ১১৪৩৫) মসজিদের সামনে অবস্থিত রুফুস কিং পার্কের খোলা মাঠে বিশাল পরিসরে এবং মসজিদে ঈদুল আজহার তিনটি ঈদ জামাতের আয়োজন করা হয়।

এএমসি কর্তৃপক্ষ, দুরদুররান্তে কোরবানী করতে যাওয়া ব্যক্তিদের সুবিধার কথা চিন্তা করে ঈদেও প্রথম জামাতটি সকাল সোয়া ৬টায় মসজিদ ভবনে আয়োজন করে। এতে ইমামতি করেন আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের ইমাম আতাউর রহমান।

রুফুস কিং পার্কের খোলা মাঠে সকাল ৮টার দ্বিতীয় ঈদ জামাতের ইমামতি করেন মুফতি ওবায়েদুল্লাহ। সকাল ১০টার তৃতীয় জামাতের ইমামতি করেন টেক্সাস থেকে আগত আব্দুল মুসকিত, খুতবা ও বিশেষ দোয়া পাঠ করান এএমসি'র চেয়ারম্যান ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ।

ঈদ জামাতে আসার সময় সকলে মাস্ক পরিধান এবং সাথে নামাজের জায়নামায নিয়ে আসেন, মাঠে মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থা ছিলো। এএমসির উদ্যোগে সর্ববৃহৎ ঈদের দুই জামাতেই পুরুষ ও মহিলার উল্লেখযোগ্য ও স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির জন্য পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়। এবারের আয়োজন সহ, বিশাল খোলা মাঠে ঈদ জামাতের, এটি হলো এএমসির উদ্যেগে ৪র্থ আয়োজন। এমএমসি কর্তৃপক্ষ, যথাযত স্বাস্থ্যবিধি ও সিটি প্রদত্ত নীতিমালা গুরুত্ব সহকারে পালন করে এই ঈদ জামাতের আয়োজন করেছে।

উক্ত আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে এএমসি চেয়ারম্যান ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ, মুফতি আব্দুল মালেক, ইমাম রফিকুল ইসলাম, আব্দুল হালী হাকিমী, গিয়াস ভূঁইয়া, জামাল মজুমদার, বাকী বিল্লাহ, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: মনির হোসাইন সহ প্রবীণ ও নবীণ উলামায়ে কেরাম ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সহ সাংবাদিক ও মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এএমসি) বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত কে সমুন্নত করার লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২০ সালে পেনডেমিক ও লক ডাউন এবং তৎ-পরবর্তী নাজুক পরিস্থিতিতে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম, ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলাম মুখী করার জন্য মক্তব ক্লাস, এএমসি অল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় এবং সম সাময়িক বিষয় ভিত্তিক ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান, ফ্রি কোভিড টেস্ট, ভেকসিন সেবা সহ বিভিন্ন সমাজ সেবা মুলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

জ্যামাইকা দারুস সালাম মসকিজদের ঈদ জামাত











ড্রিম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবাষিকী

(শেষের পাতার পর)

ছাড়াও কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখার বিভিন্ন সংগঠনের মাঝে অ্যাওয়ার্ড ট্রফি প্রদানের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়। সেই সাথে স্ব স্ব পেশাগত জীবনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য কমিউনিটির দুই ব্যক্তিত্বকে 'আজীবন সম্মাণনা'য় সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে পেন্ডামিকের সময় কমিউনিটির সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সংগঠন/প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিবান লায়ন্স ক্লাব, হালাল ডাইনার ও মুসলিম উম্মাহ অব আমেরিকা (মুনা) এবং পেশাগত জীবনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য শহীদ পরিবারের সন্তান লেখক-সাংবাদিক ফাহিম রেজা নূর, ডা. বর্ণালী হাসান, ফটো সাংবাদিক নীহার সিদ্দিকী, সাংবাদিক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, টিভি নিউজ প্রেজন্টোর দিমানেফার তিথি, লেখক-সাংবাদিক মনিজা রহমান, কবি-সংগঠক রৌশন হক, উন বাঙলা সভাপতি মুক্তি জহির, সঙ্গীত শিল্পী রোকসান আরা, ছড়াকার ও সংগঠক শামস চৌধুরী রুশো এবং দেশী ইভেন্ট'র চেয়ারম্যান রোকশানা বেগম-কে সম্মাণনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী রেখা আহমদ-কে আজীবন সম্মানা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্টরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাদের সম্মাণনা গ্রহণ করেন। আর যারা বিশেষ কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি তাঁদের সম্মাণনা সংশ্লিস্টদের হাতে পৌছে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

জ্যামাইকার পাসন্স বুলেভার্ডের হালার ডাইনার-এ রোববার (২৫ জুলাই) দুপুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আলী হোসেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার এবং গেষ্ট অব অনারর ছিলেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও নিউইয়র্ক (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

যে কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্দিশালা বানিয়েছে চীন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্দিশালা বানিয়েছে চীন। চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের দুর্গম এলাকায় ২২০ একর জায়গা জুড়ে নির্মিত এই বন্দিশালায় ১০ হাজার বন্দিকে রাখা যাবে বলে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে। বেশি সংখ্যক উইঘুর মুসলিমদের একসঙ্গে আটক রাখার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই বন্দিশালা নির্মাণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২২০ একর জায়গা জুড়ে নির্মিত এই বন্দিশালা আয়তনে ভ্যাটিকান সিটির দ্বিগুণ।সম্প্রতি এই বন্দিশালার বেশ কিছু ছবি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গত চার বছরে ছুরিকাঘাত আর বোমা হামলার অভিযোগ এনে এক লাখেরও বেশি সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমদের কারাবন্দি করেছে চীন। চীন এসব (বাকি অংশ ... পাতায়)

ঈদ ঘিরে জ্যামাইকায় জমজমাট চাঁদ রাত উদযাপন









নিউইয়র্ক: ঈদ মানে আনন্দ, আর এই আনন্দটা তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন তা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নিজের মতো করে আনন্দ খুঁজে নেয় প্রবাসীরা। তারা প্রিয়জন থেকে অনেক অনেক দূরে, তাদের শূন্যতা পূরণ হবার নয়। আর এই শূন্যতার কিছুটা পূরণ করার জন্য জ্যামাইকা বাংলাদেশী ইয়ুথ ফোরামের উদ্দ্যেগে নিউইর্য়কের কুইন্সের হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রীটে চাঁদ রাত উদযাপন করা হয়েছে। ১৬৮ স্ট্রীটে জমকালো মঞ্চ বানিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমেই বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়, অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে জ্যামাইকা বাংলাদেশী ইয়ুথ ফোরামের সভাপতি মো: জাসেমের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তানভীর ভুঁইয়া, প্রাইমারীতে বিজয়ী কুইন্স কান্টি জজ এটর্নী সোমা সাঈদ, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, জ্যামাইকা বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি বাহলুর সৈয়দ উজ্জল, বাপার প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন কেরাম চৌধুরী, বাপার জেনারেল সেক্রেটারী প্রিন্স আলম, বাপার ট্রেজারার রাসেক মালিক, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রেজারার মোহাম্মদ আলী, সেবুল উদ্দিন, খোরম চৌধুরী ঝুম্মা, করিম চৌধুরী, সাইফুর খান হারুন, মিজান চৌধুরী, হি-লসাইড টাইগার্সের পক্ষ থেকে মাজিদ আকন্দ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন- সৈয়দ আল আমিন রাসেল, অলিভ আহমেদ, নাইম চৌধুরী, মইনুর রহমান, হিলসাইড টাইগার্সের রনি, জাহিদ, মোস্তাক, রুবেল প্রমুখ।



বক্তারা তাদের বক্তব্যে ইয়ূথদের এই ধরনের আয়োজনকে সাধুবাদ জানান, তারা বলেন ইয়ূথরা ভালো ভালো কাজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখবেন। ভবিষ্যতে কমিউনিটিতে তাদের অংশগ্রহনের পাশাপাশি মেইনস্ট্রীমে আরো বেশী ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জ্যামাইকা বাংলাদেশী ইয়ুথ ফোরামের সভাপতি মো: জাসেম তার বক্তৃতায় বলেন- নানা কর্মের মধ্য দিয়ে সংগঠনটি প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির কাছে একটি দায়িত্বশীল এবং গ্রহণযোগ্য সংগঠনে পরিণত হচ্ছে। জেবিওয়াইএফ, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ভোলান্টিয়ার কার্যক্রম, পরিস্কার পরিছন্ন কার্যক্রম, ইয়ূথদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন সহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রমের সম্পৃক্তার কথা জানান। তিনি অনুষ্ঠানের সিকিউরিটি ব্যবস্থা করার জন্য ১০৭ প্রিসেন্টের সার্জেন ক্রিস্টোফার বার্ক, সার্জেন আলী, কমিউনিটি এফেয়ার্সের ক্যাভিন ম্যার্কাথীকে ধন্যবাদ জানান।

বক্তব্য পর্বের পরে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী জহির টিপু, সেরাকণ্ঠ খ্যাত কৃষ্ণা তিথি ও ক্লোজ-আপ ওয়ান শিল্পী রাজীর ভট্টাচার্য্য। মিউজিকে বেজ গিটারে ছিলেন মাহফুজ, কি-বোর্ডে পার্থ গুপ্তা, অক্টোপ্যাডে মাইকেল এবং সাউন্ড সিস্টেমে সায়েম। সঙ্গীতের পুরো আয়োজনটি করা হয় মাটি ব্যান্ডের পক্ষ থেকে।

চাঁদ রাত উদযাপনে জ্যামাইকা সহ আশেপাশের এলাকার প্রচুর দর্শকের সমাগম ঘটে, পরিবার পরিজন নিয়ে অনেকেই আসেন অনুষ্ঠান উপভোগ করতে। করোনার পর শতশত দর্শকদের উপছে পড়া ভীড় ছিলো চোখে পড়ার মতো। স্টেজর সামনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছোট ছোট বাচ্চাদের আনন্দ উল্লাস অনুষ্ঠানের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কোনো রকম বিশৃঙ্খলা ছাড়াই সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত চলে এই আয়োজন। ফায়ার ওয়ার্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়।

ইয়ূথ ফোরামের সকল সদস্যদের সহযোগীতার জন্যই এতো সুন্দর প্রোগ্রাম আয়োজন করা সম্ভব হয়। পুরো আয়োজনটি সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে হাসান সুমন, মো: জাসেম, তানভীর ভুঁইয়া ও শিব্বির আহম্মেদের ভূমিকা ছিলো অনস্বীকার্য।

পুরো আয়োজনের সহযোগিতায় ছিলেন নাসির সেল ফোন, হিলসাইড হেয়ার সেলুন, সৈয়দ রাব্বি, নাইম, টং এনওয়াইসি, আরিফুল ভূঁইয়া জিয়া, ক্যাপ্টেন কেরাম চৌধুরী, রাসেক মালিক, ১৬৮ স্ট্রীটে হোম ওনার এসোসিয়েশনর পক্ষ থেকে সেবুল উদ্দিন, খোরম চৌধুরী ঝুম্মা, ফ্রেড্রিক, রাম এবং সারাহ্ হোম কেয়ারের তান-জিরুল হক। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MET A.B.(CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর

Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়



শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472





ড্রিম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবাষিকী

(৪৫ পাতার পর)

বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবীব। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক, সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি ও সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, ড্রিম ফাউন্ডেশন-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক মোহাম্মদ মাজেদুল হক। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আলমগীর হোসেন। এরপর ড্রিম ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি আলী হোসেন। অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর সহ মহামারী করোনায় দেশ ও প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ সহ অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ ও ছড়াকার মনজুর কাদের। সম্মাণনাপ্রাপ্তদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন রেখা আহমদ ও মনিজা রহমান। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন কবি লেখক-সাংবাদিক সালেম সুলেরী।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কমিউনিটিতে নিরবে-নিভৃতে কাজ করে প্রশংসা অর্জনকারী ড্রিম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ সমাজকর্মীদের তো বটেই কমিউনিটির অন্যদেরকে উৎসাহিত করবে। মানুষ কাজের মূল্যায়ন পেলে আরো কাজ করাতে অনুপ্রেরণা পাবে। বক্তারা আগামী দিনে ড্রিম ফাউন্ডেশনের ভালো করে পাশে থাকার প্রতিশ্রুত দেন।

উল্লেখ্য, ড্রিম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা আলী হোসেন বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস স্মরণ করে তাঁর মরহুর বাবার স্মরণে ২০১৫ সালে 'আহমদ হোসেন (এম এইচ) ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংগঠনটি প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ সহ অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ড করে চলেছে। এছাড়াও দেশের মানুষের কল্যাণে সংগঠনটি নানা কর্মসূচী অব্যাহ রেখেছে।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432

Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA





যথাযোগ্য মর্যাদায় ধর্মীয়ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে গত মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় পবিত্র ঈদুল আযহা পালিত হয়। নিউইয়র্কের ঈদের জামাতে অংশ নিয়ে মুসলিম কমিউনিটির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন নিউইয়র্ক সিটির আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় (প্রাইমারীতে বিজয়ী) প্রার্থী, ব্রুকলীন বরো প্রেসিডেন্ট এরিক অ্যাডামস। ছবিতে (বায়ে) জেএমসি'র ঈদ জামাতে এরিক অ্যাডমস। তার ডানে জেএমসি'র প্রেসিডেন্ট ডা. সিদ্দিকুর রহমান ডিডিএস এবং বায়ে সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী। পাশের ছবিতে (ডানে) ম্যানহাটানের ১৭-১১ থার্ড এভিনিউতে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারে ঈদের জামাতের আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন এরিক অ্যাডামস। তার ডানে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসের প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ।

বাফলোতে দেশীয় আমেজে কোরবানীর আয়োজন

এমদাদ চৌধুরী দীপু (বাফলো থেকে ফিরে): নিউয়র্কের বাফেলো থেকে ৪০ মাইল দুরে বাতাবিয়ায় দেশীয় আমেজে কোরবানীর আয়োজন জন-প্রিয় হয়ে উঠছে বাংলাদেশীদেক মাঝে। পাহাড়, নদী, খামার, আর সবুজে ঘেরা এক সুন্দর এলাকা বাতাবিয়ায় ম্যাথিসরোডে বসে বিশাল পরিসরের এই আয়োজন। সাত বছর আগে যেখানে ২৫ গরু, সেখানে এবার ১৭৯টি গরু জবাইএর পুরো আয়োজন ছিল একটি চমৎকার অনবদ্য আয়োজন। ১৮৬১ সালে ম্যাথিস খামারের নামেই রাস্তার নাম। এই প্রতিষ্ঠান কোরবানী দিতে আগ্রহীদের (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)



ক্রোধ দূর করুন সুস্থ থাকুন

জাফর আহমাদ

আনাস রা: বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কি আবু দামদামের মতো হতে পারো না? সাহাবীগণ প্রশ্ন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী চিকিৎসকদের ২৫০টি ভেন্টিলেটর উপহার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনা রোগীদের চি-কিৎসা সহায়তা সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২৫০টি পোর্টেবল ভেন্টিলেটর মেশিন উপহার পাঠিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী একদল চিকিৎসক। শনিবার সন্ধ্যায় উপহারগুলো (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়

নতুন ভাইরাস 'মাংকিপক্স'

করোনা ঃ ডেল্টা ভেরিয়েন্টের বিস্তারে আবারও রুদ্রমূর্তি ধারণ করছে মহামারি!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মাঝখানে কয়েকমাস সংক্রমণ কমায় করোনাভাইরাসের বিধি-নিষেধ তুলে নেয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু করোনার ডেল্টা ভেরিয়েন্টের বিস্তারে আবারও রুদ্রমূর্তি ধারণ করছে মহামারি। টিকা না নেয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ডেল্টা ভেরিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে সিডিসি। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র আবারও মহামারির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হতে যাচ্ছে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন সিডিসির পরিচালক ডাক্তার রোশেল ওয়ালেনস্কি। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে টিকাদানের হারের চেয়ে হাসপাতালে ভর্তি বেশি। (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

আমাদের ফকির রাজা!



সতেরো হাস-পাতাল ঘুড়ে যখন সেভেন স্টার হাস-পাতালটিতে ঠাঁই হলো তখনই বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। কারণ গত দেড় বছরে এই ধরনের স্টার হাস-পাতাল থেকে আমার পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয় পরিজনকে খুব কমই ফিরে আসতে দেখেছি। এরা সবই পারে, শুধু পারে না মানুষের জীবন বাঁচাতে। কেবিন, আইসিইউ, লাইফ সাপোর্ট-ইত্যাকার পুরো কোর্স (বাকি অংশ ৩৬

ভোটের মাধ্যমেই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা চায় মান্নান-মাহবুব প্যানেল

বিয়ানীবাজার সমিতির সদস্য নবায়নে লক্ষাধিক ডলার আয়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিকং ও সাংস্কৃতিক সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন নির্বাচন ঘিরে সদস্য নবায়নের শেষ দিনে নতুন করে ৪,৫৫১ জন তাদের নদন্যপদ নবায়ন করেছেন। ফলে সংগঠনের আয় হয়েছে ১,৮৩২৮ ডলার। এরমধ্যে ২১জন আজীবন সদস্য রয়েছে। আবার সদস্যদের মধ্যে সিনিয়র সদস্য রয়েছেন ৪৬২জন আর সাধারণ সদস্য হচ্ছেন ৪ হাজার ৬৮জন। আর পূর্বের (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

ড্রিম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে গুনীজন সম্মাণনা প্রদান



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যদিয়ে সপ্তম প্রতিষ্ঠার্ষিকী পালন করলো আহমে হোসেন (এইএইচ) ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গুণীজন সম্মাণনা প্রদান (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়

খেলার খবর

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৬ বছর পর ঘটল এই বিরল ঘটনা

স্পোর্টস ডেস্ক: একটি ক্রিকেট ম্যাচে চাইলে প্রতি বলে বলে রেকর্ডের হিসাব করা যায়। এমনটা করাও হয়ে থাকে।

হেলথ টিপস

গরুর মাংস যেভাবে রান্না করলে পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ন থাকে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গরুর মাংস প্রোটিনযুক্ত খাবার। যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো। তবে প্রোটিনের পাশাপাশি গরুর মাংসে কিছুটা ফ্যাট রয়েছে। যাতে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বিনোদন

কী পাওয়া গেল কুন্দ্রার অফিসের গোপন আলমারিতে?

বিনোদন ডেস্ক: আবারও শিল্পা শেঠির স্বামী রাজ কুন্দ্রার আন্ধেরির অফিসে তলাশি চালিয়েছে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ৩২ পাতায়

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের বর্ধিত সভায় নতুন কর্মসূচী গ্রহণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ১৪তম কারান্তরীন দিবস পালন করা হয়েছে। জ্যাকসন হাইটের খাবার বাড়ী রেষ্টুরেন্টে গত ১৭ জুলাই শনিবার (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রের টুকরো খবর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় যুক্তরাষ্ট্র কূটনীতিক ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মীদের একাধিক স্বাস্থ্যজনিত ঘটনা তদন্ত করছে যুক্তরাষ্ট্র। জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০ জনের বেশি কর্মকর্তার (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

জালালাবাদ ল' সোসাইটি ইউএস-এর ঈদ পুনর্মিলনী ২৮ জুলাই বুধবার বিকেল ৭টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
Tax Services
Life Insurance MassMutual
Health Insurance
Auto Insurance
Home Insurance
Business Insurance
TLC Insurance
DDC. (8 hrs.)
LOW COST
e - file
Notary Public
Tel: 347-536-5107
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA
Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com